



কুচবিহার সংহিতা।

পঞ্চম অটক

পুঁথি অধ্যায়।



৬২ সূক্ত।

অশ্বিনী দেবতা। উরুজ ঋষি।

১। পাহাড়া কণ্ঠাত্রে শক্ত নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্ত প্রদেশ ছাইতে প্রভূত অস্ত্রকার দূর করেন, দ্বালোকের নেতা, এই (চুগনের) জৈব, সেই অশ্বিনীকে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহবারা স্তুতি করতঃ আহ্বান করি।

২। পাহাড়া যজ্ঞাভিযুক্তে আগমন করতঃ নির্মল তেজোবলে রথের দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজঃ সমৃহ অগ্রিমিতকলপে নির্মাণ করতঃ জলের অন্য অশ্বসমূহকে মকদেশ অভিক্রম করিয়া লইয়া যান।

৩। (হে অশ্বিনী)! তোমরা উগ্র, তোমরা সেই অসমৃক গৃহে (গমন কর) এবং এই প্রকারে অভিলবণ্যীর ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ পাহাড়া স্তোত্রগনকে লইয়া যাও। তোমরা, হবাদাতা! মনুষ্যের হিংসাকারীকে মৃত্যু কর।

৪। পাহাড়া অশ্বযোজিত করিতে সুন্দর অঘ, পুষ্টি এবং বৃস বহন করতঃ কৃতন স্তোত্রকাণ্ডীর মনোহর স্তোত্র সমীক্ষে আগমন করন। পাহাড়া শুখ। হোতা, ঝোইশূন্য এবং পুরাণ (অগ্নি) পাহাদের বাঁগ কর।

৫। যাহারা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন
এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দাঁন করেন, সেই রচিত, বহুকর্মবিশিষ্ট, পুরাণ
এবং দর্শনীয় (অশিদ্ধয়কে) মূত্রম স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব ।

৬। তোমরা ভূগ্রের পুত্র ভূজুকে রক্ষা করতঃ রেণুরহিত মার্গে রথ-
যুক্ত, গমনশীল অঞ্চলগার্ভা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের অল ইতে
ত্রাধির করিয়াছ ।

৭। হে রথার্জু (অশিদ্ধ) ! তোমরা জয়শীল (রথবারা) পর্বত
বিনাশ কর । তোমরা অভীষ্ঠবৰ্ষী, তোমরা পুরুর্ধীর আহ্বান অবগু
কর । তোমরা অভিলিষ্ঠ দাঁন করিয়া থাক, তোমরা, স্তুতিকারীর (নিরুত
অসরা) গাভীকে দুঃখযুক্ত কর এবং এই প্রকারে সুস্তুতিগামী হইয়া
সর্বজ্ঞগামী হও ।

৮। হে পুরাতনী দ্যাবা পৃথিবী ! হে আদিতাগণ ! হে বসুগণ ! হে
কুত্রপুরুগণ ! (অশিদ্ধয়ের পরিচারক) মহুষাগণের প্রতি দেবগণের যে
মহানৃ ক্রোধ আছে, তোমরা সেই তাপশ্চান ক্রোধকে রাঙ্কস স্বামীর হনুমার্ঘ
প্রেরণ কর ।

৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এই (অশিদ্ধয়কে) যথাকালে
পরিচর্যা করেন, যিন্ত এবং বক্তুন তাঁহাকে জানেন । তিনি, মহাবল
রাঙ্কসের বিকল্পে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মহুষাগণের বচনামু-
সারে অস্ত্রক্ষেপ করেন ।

১০। হে অশিদ্ধ ! তোমরা উক্তম চক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সংরথি-
যুক্ত রথে (আরোহণ করিয়া) সন্তান দাঁনের অন্য আমাদিগের গৃহে আগমন
কর এবং ক্রোধ ত্যাগ করতঃ মহুষাগণের বিস্তুকারীদিগের মন্তক ছিছ
কর ।

১১। হে অশিদ্ধ ! তোমরা উক্তুষ্ট, মধ্যম ও নিক্ষেত্র অঞ্চল্যোগে
আমাদের অভিযুক্তে আগমন কর, দৃঢ়, গোপুর্ণ গোষ্ঠের দ্বার অপারুত কর,
আমি স্তুতি করিতেছি, আমাকে বিচির ধন দান কর ।

୬୩ ଲୁଙ୍କ ।

ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର ଦେବତା । ଭରବ୍ରାଜ ଖବି ।

୧ । ଦୂତେର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ହସ୍ୟବୁନ୍ଦ, ଶୋଭ ମନୋହର, ପୁରୁଷ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର ଯେଥାମେହି ଅବଶ୍ରିତ କଫନ ଯେନ ତୀହାଦିଗକେ ଲାଭ କରେ । ଏହି ଶୋଭ ମାସତାଦ୍ୟକେ ଅୟାମାଦେର ଅଭିଯୁତ୍ଥ ଆବର୍ତ୍ତି କରିଯାଛିଲ । ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର ! ତୋମର ଶୋଭାର ଶୋଭେ ପୌତ୍ର ହୁଏ ।

୨ । ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର ! ତୋମରା ଆମାଦେର ଆହାନ ଅମୁଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଗମନ କର, ତୋମରା କୁଳାନ ହିଇଯା ସୋମପାନ କର, ଆମାଦିଗେର ଗୃହ ଶକ୍ତ ହଇତେ ରକ୍ଷା କର, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଥବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତ ଯେନ ଉତ୍ତାକେ ହିଂସା କରିତେ ମୀ ପାରେ ।

୩ । ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ମୋମେର ବିକ୍ରීଗ୍ ଅଭିଷବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହଇଯାଛେ । ମୃତ୍ୟୁ ବହି ବିକ୍ରීଗ୍ କରା ହଇଯାଛେ, ତୋମାଦିଗକେ ଅଭିନାସ କରିଯା କୃତାଞ୍ଜଳି ହଇଯା ଲୋକେ ବଦଳା କରିତେହେ, ପ୍ରକ୍ଷର ମକଳ ତୋମାଦିଗକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟ କରତଃ ସୋମରମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଯାଛେ ।

୪ । ଅଶ୍ଵି ତୋମାଦିଗେର (ଯଜ୍ଞେର ଜନ୍ୟ) ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଉଥିତ ହନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞେ ଗମନ କରେନ ଏବଂ ହସ୍ୟପ୍ରଦତ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁବୁନ୍ଦ ହନ । ଯିନି ମାସତାଦ୍ୟକେ ଶୋଭୁନ୍ଦ କରେନ, (ମେହି) ହୋତା, ବଲକର୍ଷୀ ଓ ଅତାନ୍ତ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ମନସ୍କ ହନ ।

୫ । ହେ ଅନେକେର ରକ୍ଷକ (ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର) ! କୁର୍ଯ୍ୟତୁହିତା, ତୋମାଦିଗେ ବହୁରକ୍ଷକ ରଥ ଶୋଭିତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଯାଛିଲେମ । ତୋମର ଦେବଗଣେର ଏହି ଜୟେ ଅଜ୍ଞାବଲେ ପ୍ରାଜ, ମେତା ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶାନୀ ହୁଏ ।

୬ । ତୋମରା ଏହି ଦର୍ଶନୀଯ କାନ୍ତିଦାରୀ ପ୍ରଦେଶର ଶୋଭାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାଣ ହୁଏ । ତୋମାଦିଗେର ଅଶ୍ଵଗଣ ଶୋଭାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକର୍ଷରଣେ ଅନୁଗମ କରେ । ହେ ସ୍ତତିଯୋଗ୍ୟ (ଅଶ୍ଵିଦ୍ୱର) ! ମୁଦ୍ରଙ୍ଗରଣେ ସ୍ତତ ସ୍ତତିମୟୁହ ତୋମା ଦିଗକେ ବାନ୍ଧି କରେ ।

୭ । ହେ ମାସତାଦ୍ୟକେ ! ଗମନଶୀଳ, ଅତାନ୍ତ ବହୁପଦ୍ମ ଅର୍ଥଗଣ ତୋମା ଦିଗକେ ଅନ୍ତର ଅଭିଯୁତ୍ଥ ବହନ କରକ । ତୋମାଦିଗେର ମନେରେ ନ୍ୟାୟ ବେଗଶାଲୀ ରଥ, ମଞ୍ଚକ୍ରିୟୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟାଗୀଯ ଅନୁତ ଅନ୍ତର ଜନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହଇଯାଛେ ।

৮। হে আমেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়) ! তোমাদিগের অবেক থন আছে, অতএব তোমরা আশাদিগকে প্রীত কর এবং অনা সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। কে আদয়িতা (অশ্বিদ্বয়) ! তোমাদিগের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যাহা তোমাদিগের দানের উদ্দেশে গমন করে, একপ সোঁৱসও আছে।

৯। আর পুরয়ের খজুগামী এবং শীত্রগামী (বড়বাদ্বয়) আমার হইয়াছে। সুমীচুরে শত (গাভী) আমার হইয়াছে, পেককের পক্ষ (অন্ন) আমার হইয়াছে। শাস্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিত্যাযুক্ত, সুদর্শন দশ (অশ্ব বা রথ) দিয়াছেন এবং তদমূলক শক্রনাশক দর্শনীয় (পুরুষও দিয়া-ছেন)।

১০। হে নাসত্যদ্বয় ! পুরুপস্তা তোমাদিগের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর (অশ্বিদ্বয়) ! তিনি স্তুতিকারী ভরঘাজকে শীত্র দান করন। হে বলুকর্মবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়) ! রাক্ষসসমৃহ হত হউক।

১১। (হে অশ্বিদ্বয়) ! আমি যেন বিদ্বাল্যক্ষিগণের সহিত তোমাদিগের সুখাবহ (ধনে) পরিবেষ্টিত হই।

৬৪ সূক্ত।

উবা দেবতা। ভরঘাজ খবি।

১। দীপ্তিমতৌ শুক্রবণী উবাসমৃহ, শোভার অন্য জনোপ্তির ম্যাছ
উৎক্ষিত হইতেছেন। উষা সমস্ত মূঢ়া, মুগ্ধ বিশিষ্ট ও মুখে গমনযোগ্য
করিতেছেন। ধনবত্তী (উধা) প্রশস্তা এবং সমর্জন্যিত্বী।

২। হে উবাদেবী ! তুমি কল্যাণীরপে দৃষ্ট হইতেছ এবং বিস্তৃত
হইয়া শোভা পাইতেছ। তোমার দীপ্তিমান বশিসমৃহ অস্তরীকে
উৎপত্তি হইতেছে। তুমি তেজঃ সমৃহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হইয়া
রূপ অকাশ করিতেছ।

৩। লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান বশিসমৃহ, মুড়া, বিঞ্জীর্ণ প্রথমান এই
(উভা দেবতাকে) বৎস করে। কেপণশীল বীর ষেৱণ শক্ত দ্বৃর করে, মেই

রূপ (উষা) তম: দুর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেৱনায়কের মাঝ তম: সমৃহকে বাধা দেন।

৪। পর্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য (অদেশ) তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্নকাণ্ডবিশিষ্ট! তুমি অস্তরীয় পার হইয়া থাক। হে মহৎ রথবিশিষ্ট!, দশনীয়া দ্যুলোকচুহিতা! তুমি আমাদিগকে অভিলম্বণীয় ধৰ্ম দান কর।

৫। হে উষাদেবী! তুমি আমাকে ধৰ্ম দান কর, তুমি অপ্রতিগত হইয়া ঔৰ্তিপূর্বক অশৰ্দ্ধারা ধৰ্ম বহন করিয়া থাক। হে দ্যুলোকচুহিতা! তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহৰানে পুজনীয়া হইয়া থাক, অতএব তুমি দশনীয়া হও।

৬। হে উষাদেবী! তুমি প্রকাশ হইলে পত্র পক্ষীগণ বাসস্থান হইতে উপ্রিত হয় এবং হ্যদ্যতাকৃ মহুষ্যগণ উপ্রিত হয়। তুমি, সমীপে বর্তমান হ্যদ্যাতা মহুষ্যকে প্রত্যুত ধৰ্ম দান কর।

৬৫ সূত্র।

উষা দেবতা। ভৱাজ খবি।

১। যিনি, দীপ্তিমান কিরণযুক্ত হইয়া রাত্রিতে তেজ: পদাৰ্থ ও অঙ্ককাৰসমূহ তিৰকৃত করিয়া দৃষ্ট হন, এই সেই দ্যুলোকজ্ঞাতা চুহিতা (উষা) আমাদিগের জন্য (অঙ্ককাৰ) দুর কৰতঃ প্রজাগণকে প্রকাশিত করিতেছেন।

২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, উষাদেবী সেই সময়ে মৃহৎ যজ্ঞেত প্রথমাইশ সম্পাদন কৰতঃ অক্ষবর্ণবিশিষ্ট অশৰ্দ্ধারা বিস্তৌরজনপে গমন কৰেন, বিচিৰকলপে শোভা পান এবং নিশাৰ অঙ্ককাৰ সম্যককলপে অপৰোদ্ধৰণ কৰেন।

৩। হে উষাদেবীগণ! তোমরা, হ্যদ্যাতা মহুষ্যকে কীৰ্তি, বল, অৱৰ এবং রস দান করিয়া থাক, তোমরা ধনবজ্জি এবং গমনশীলা। তোমরা অণ্য পরিচর্যাকাৰীকে পুজৰ্পোজাদিযুক্ত অৱৰ এবং ধৰ্ম দান কৰ।

৪। হে উষাদেবীগণ ! একগে তোমাদের পরিচর্যাকারীর জন্য ধন আছে, একগে বৌর হব্যদাঁতার জন্য তোমাদের ধন আছে, একগে প্রাঞ্জলি স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাহাতে উক্থ আছে, পূর্বকালের ন্যায় অসমৃশ ব্যক্তিকে (সেই ধন) দান কর।

৫। হে সামুদ্রিক উষাদেবী ! অঙ্গরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অচেনীয় স্তোত্রব্যাপা (তম:) ভেদ করিয়াছিলেন। মেতা অঙ্গরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হইয়াছিল।

৬। হে হ্যালোকচুহিতা উষা ! প্রাচীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জন্য তম: দূর কর। হে ধনবতী উষা ! আমি ভরম্বাজের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছি, তুমি আমাকে পুরু প্রাণদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদিগকে অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর।

৬৬ স্তুতি ।

মুকৎগণ দেবতা। ভরম্বাজ ঋষি।

১। (মুকৎগণের) সেই সমান, (ছির পদার্থ সমূহেরও) অবনমন-কর, শ্রীতিকর, গঘনশীল বপুঃ বিদ্বান् স্তোতার নিকট শৌশ্র প্রাদুর্ভূত হউক। (উহা) অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করিবার জন্য হৃদি প্রাপ্ত হয়।

২। যাহারা সম্মিশ্রালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাহারা দিশুণ এবং ত্রিশুণ বৃক্ষ প্রাপ্ত হন, সেই মুকৎগণের (রুধি) ধূলিরহিত এবং মুরগা-লঙ্কারবিশিষ্ট। তাহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।

৩। অভিষ্ঠবর্ষী ক্ষেত্রে যে পুরু (মুকৎগণ) আছেন এবং যাহাদিগকে ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করিতে সক্ষম, সেই মহান् (মুকৎগণের) শাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ (মহুষ্যগণের) উৎপত্তির জন্য গর্ত (জল) ধারণ করেন।

৪। যাহারা স্তোত্রগণের নিকট যামযোগে গমন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু (তাহাদের) অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া পাপসমূহ শোধিত

କରେନ, ସ୍ଥାନରୀ ଦୀପିମାନ୍, ସ୍ଥାନରୀ ସ୍ତୋତ୍ରଗଣେର ଅଭିଲାଷାନୁସାରେ (ଜଳ) ଦୋହନ କରେନ, ସ୍ଥାନରୀ ଦୀପିମୁକ୍ତ ହଇଯା ସ୍ଵଶରୀର (ପ୍ରକାଶ କରେନ) ଏବଂ (ଭୂମି) ମିଳିତ କରେନ ।

୫ । ସମ୍ପ୍ରତି ସମୀପଗାନ୍ଧୀ (ସ୍ତୋତ୍ରଗଣ) ସ୍ଥାନଦିଗେର ଉଦ୍ଦେଶେ ମାତ୍ର ମାମକ (ଶତ୍ରୁ) ଉଚ୍ଛାରଣ କରତଃ ଶୌଭ୍ର ଅଭିନବିତ ଲାଭ କରିତେହେନ ଏବଂ ସ୍ଥାନରୀ ଅପହର୍ତ୍ତା, ଗମନଶୀଳ ଓ ମହତ୍ୱମୁକ୍ତ ହଇତେହେନ, ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଦ୍ରର ଦାନବିଶିଷ୍ଟ (ୟଜମାନ) ମେହି ଉତ୍ତର ମର୍କ୍ରଗଣକେ ବୀତ କ୍ରୋଧ କରିତେହେନ ।

୬ । ତୁମାରୀ ଉତ୍ତର ଏବଂ ବଲଶାଲୀ, ତୁମାରୀ ଧର୍ମକ ମେନାଗଣକେ ମୁକପା ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀର ସହିତ ଯୋଜିତ କରେନ । ହିଂହାଦିଗେର ଅତିରୋଦ୍ଦୟ ସ୍ଵଦୀପ୍ତି-ବିଶିଷ୍ଟା ; ବଲବାନ୍ (ମର୍କ୍ରଗଣେତ) ଦୀପି ଥାକେ ନା ।

୭ । ହେ ମର୍କ୍ରଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ରଥ ପାପରହିତ ହଟକ । ତୋତା ସାରଥି ନା ହଇଯାଏ ସାହାକେ ଚାଲନା କରେ, (ମେହି ରଥ) ଅପରହିତ ହଇଯାଏ, ଆହାର ରହିତ ଓ ପାଶ ରହିତ ହଇଯାଏ, ଜଳପ୍ରେସକ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟପ୍ରେସ ହଇଯା ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷମାର୍ଗେ ଗମନ କରେ ।

୮ । ହେ ମର୍କ୍ରଗଣ ! ତୋମର ସାହାକେ ସଂଗ୍ରାମେ ରକ୍ଷା କର, ତୋହାର ପ୍ରେସକ ନାହିଁ ଓ ତୋହାର ହିଂସିତା ନାହିଁ । ତୋମର ସାହାକେ ପୁତ୍ର, ପୋତ୍ର, ଗୋଭୀ ଏବଂ ଜଳ ବିଷଯେ ରକ୍ଷା କର, ତିବି ସଂଗ୍ରାମେ ଦୀପ (ଶତ୍ରୁ) ଗାଭୋମୁହ ବିଦୀର୍ଘ କରେନ ।

୯ । ହେ ଅପି ! ସ୍ଥାନରୀ ବଲଦ୍ୱାରା (ଶତ୍ରୁଗଣେର) ବଲ ଅଭିଭୂତ କରେନ, ଯେ ମହାନ୍ (ମର୍କ୍ରଗଣ) ହଇତେ ପୃଥିବୀ କଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ମେହି ଶଦକାରୀ, ଦୁରିତ ବଲ-ବାନ୍ ମର୍କ୍ରଗଣକେ ଦର୍ଶନୀୟ ଅନ୍ଧ ଦାନ କର ।

୧୦ । ମର୍କ୍ରଗଣ ସଜ୍ଜେର ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୟୋତମାନ, ଶ୍ରୀଯୁଗାମୀ ଅଗ୍ନିରଶ୍ମିର ନ୍ୟାୟ ଦୀପିମାନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଚନୀୟ, ତୁମାରୀ (ଶତ୍ରୁଗଣେର) ପ୍ରକଳ୍ପକ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ନ୍ୟାୟ ବୀର, ଦୀପ ଶରୀରବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନଭିଭୂତ ।

୧୧ । ଆମି, ମେହି ବର୍ଜ୍ୟାମାନ, ଦୀପିମାନ୍ ଥଡ଼ଗବିଶିଷ୍ଟ, କର୍ତ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ମର୍କ୍ରଗଣକେ ତୋତମାରୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରି । ତୋତାର ବିର୍ମଳ କୁତ୍ସମୂହ ଉତ୍ତର ହଇଯା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ମର୍କ୍ରଗଣେର ବଲେର ପ୍ରତି ପର୍ମାର୍ଜ୍ଜା କରିତେହେ ।

৬৭ পৃষ্ঠা।

মিত্র ও বক্রণ দেবতা। ভরতাজ খবি।

১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বক্রণ ! তোমরা দ্রুই করে অসম
ও যন্ত্রণোচ্ছ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাল্মীরা অবগতকে সংযত কর।
আমি তোমাদিগকে স্তুতিমারা বর্ণিত করি।

২। হে প্রিয় মিত্র ও বক্রণ ! আমাদিগের এই স্তুতি, তোমাদিগকে
প্রচারিত করে, হব্যের সহিত তোমাদিগের নিকট গমন করে এবং তোমা-
দিগের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে মুনর দামবিশিষ্ট (মিত্র ও বক্রণ) !
আমাদিগকে শীতাদির নিবারক অভিভূত গৃহ দান কর।

৩। হে প্রিয় মিত্র ও বক্রণ ! তোমরা স্তোত্রমারা মুনরজনপে স্তুত
হইয়া উপাগত হও। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মমারা অব্রাতিমারী
ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমামারা সেইরূপ কর।

৪। যাহারা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পুত্রস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্ত্বভূত,
অদিতি সেই গর্ভভূত (মিত্র ও বক্রণকে) ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা
অশ্বিমাত্রই মহানু হইতেও মহানু এবং হিংসক মহুষ্যের ঘাতক,
(অদিতি) তাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সমস্ত দেবগণ পরম্পর শ্রীতিযুক্ত হইয়। তোমাদের মহত্ব কীর্তন
করতেও বল ধারণ করিয়াছেন। তোমরা বিস্তীর্ণ। দাবা পৃথিবীকে পরিচুত
কর। তোমাদিগের অহিংসিত এবং অমৃত রশি আছে।

৬। তোমরা প্রতিদিনস বল ধারণ কর এবং অস্তরীক্ষের উপর
প্রদেশ খেঁটার ম্যার দৃঢ়জনপে ধারণ কর। তোমাদিগের কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত
(মেষ) অস্তরীকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মহুষ্যের হব্যে (তৃণ হইয়া)
ভূমিতে এবং ঝালোকে ব্যাপ্ত হয়।

৭। তোমরা (স্মোরমারা) উদ্বর পুণ করিবার জন্য প্রাত বাঞ্জিকে
ধারণ কর। হে বিশজিষ্ঠা (মিত্র ও বক্রণ) ! যথন ঋত্বিক্রূণ যজগৃহ পুর্ণ

করে এবং যথম তোমরা জল (প্রেরণ কর), তখন যুবতীগণ(১) মৃষ্ট হয় না, বরং অশুক্ষ হইয়া বিভূতি ধারণ করে।

৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদিগের রিকট বাক্যদ্বারা সর্বদা এই (জল) যাচ্ছণ করেন। হে ঘৃতাপ্রবিশিষ্ট (যিত্র ও বকণ) ! যেরূপে তোমা-দিগের অভিগন্ত্ব যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদিগের সেইকপ মহিমা হউক। তোমরা হ্রদাত্মার পাপ বিনাশ কর।

৯। হে যিত্র ও বকণ ! যাহারা স্পর্শ্য করিয়া তোমাদিগের কর্তৃক বিহিত এবং তোমাদিগের প্রিয় কর্মের বিষ্ণু করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যাহারা কর্মবান্ন হইয়াও যজ্ঞযুক্ত মহে এবং যাহারা পুত্রস্তরপ মহে, (তাহাদিগকে বিনাশ কর)।

১০। যথম মেধাবীগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেহ কেহ স্তুতি করত: নিবিঙ্গম্যহ পাঠ করেন এবং আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে সত উকুৎসম্যহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া যাও না।

১১। হে রক্ষক যিত্র ও বকণ ! যথন স্তুতিসম্যহ উচ্চারিত হয় এবং যথন খজুগাবী, ধৰ্ষক, অভীষ্টবৰ্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদান্মের অন্য তোমরা অভিগত হইলে, তোমাদিগের কর্তৃক (দের গৃহ) যে অবিচ্ছিন্ন হয় ইহা সত্য।

৬৮ হ্রস্ক।

ইন্দ্র ও বকণ দেবতা। তরঘাজ ঋবি।

১। হে মহান् ইন্দ্র ও বকণ ! মহুর ন্যায় কুশ বিজ্ঞারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরক্ষ হয়, অন্য তোমাদিগের অন্য কিংবা সেই যজ্ঞ খত্তিকৃগণের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে।

(১) অর্দ্ধাং বনী অর্দ্ধা দিক্ষণকল ধূলিহাতা অভিকৃত হয় না। আহুণ।

২। তোমরা আঁচ্ছা, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অভিশয় বলবানু। তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সতোর দ্বারা শক্রগণের হিংসক এবং সর্বমেনা বিশিষ্ট ।

৩। স্তুতি, বল এবং শুখের দ্বারা স্তুতি সেই ইন্দ্র ও বৰুণকে স্তুতি কর। এক জন বজ্জের দ্বারা হৃতকে বধ করলে, প্রজ্ঞা বিশিষ্ট অন্য জন উপজ্ঞা (রক্ষা করিবার জন্য) বলযুক্ত হন ।

৪। হে ইন্দ্র ও বৰুণ ! মুর জাতির মধ্যে স্তুতি ও পুরুষ এবং সম্মত দেবগণ যথম স্তুতি : প্রযুক্ত হইয়া তোমাদিগকে বর্ণিত করে, তখন তোমরা যহস্তযুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি হত্যা ! হে বিজ্ঞীণ ! দ্যাবাপূর্থিবী ! তোমরা ইহোদিগের প্রতি হত্যা !

৫। হে ইন্দ্র ও বৰুণ ! যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্বক (হ্রবা) দাঁচ করে, সে সুন্দর দাঁচবিশিষ্ট, ধনবান् এবং যজ্ঞবান্ন হয়। দাঁচবান্ন সেই ব্যক্তি জয়লক অঙ্গের সহিত শক্ত হন্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ন পুত্রসম্যুক্ত লাভ করে ।

৬। হে দেব ইন্দ্র ও বৰুণ ! তোমরা হ্রবাদাতাকে ধনানুবক্ষী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দাঁচ কর এবং যাহা শক্রকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সেই ধন আমাদিগের ইউক ।

৭। হে ইন্দ্র ও বৰুণ ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা-বিশিষ্ট এবং দেবগণ যাহার রক্ষা, সেই ধন আমাদিগের ইউক । আমাদিগের বল যুক্ত (শক্রগণের) অভিভবিতা এবং হিংসক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের যশঃ তিনিকৃত করক ।

৮। হে ইন্দ্র ও বৰুণ ! তোমরা সূর্যমান হইয়া সুন্দর অঙ্গের জন্য আমাদিগকে শীঘ্ৰ ধন দাঁচ কর । হে দেববক্ষ ! তোমরা মহানু, আমরা এই প্রকারে তোমাদিগের বলের স্তুতি করিতেছি, আমরা বেল নৈকোভারা জন-সমূহের ন্যায় দুরিতসম্যুক্ত পার হইতে পারি ।

৯। যে এই (বৰুণ) অহিষ্ঠাবান্ন, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং অরারহিত, যিনি বিজ্ঞীণ ! দ্যাবাপূর্থিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সত্রাট্-

ଏବଂ ହୁହୁ ବକଣଦେବେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଆଦ୍ୟ ଯନ୍ମୋହର ଓ ସର୍ବତୋତ୍ତବେ ପୃଷ୍ଠା ଶୋତ୍ର
ଉଚ୍ଚାରଣ କର ।

୧୦ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବକଣ ! ତୋମରୀ ସୋମପାଇଁ ; ଏଇ ମଦକର, ଅଭିଷ୍ଵତ
ସୋମ ପାଇ କର । ହେ ଧୃତତ୍ରତ (ହିତ ଓ ବକଣ) ! ତୋମାଦିଗେର ରୁଥ ଦେବଗଣେର
ପାନୀରେ ଯଜ୍ଞାଭିଯୁଧେ ଗମନ କରେ ।

୧୧ । ହେ ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ଇଞ୍ଜ ଓ ବକଣ ! ତୋମରୀ ଅତାପ୍ତ ମଧୁମାନ୍ତ ଏବଂ
ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ ସୋମ ପାଇ କର । ଆମରୀ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଏଇ (ସୋମରଙ୍ଗ) ଅନ୍ନ
ଢାଲିଯାଇଛି, ତୋମରୀ ଉପବେଶନ କରନ୍ତ : ଏଇ ଯଜ୍ଞେ ହଷ୍ଟ ହେ ।

୬୯ ଶ୍ଲଋକ ।

ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା । ଭରହୁଙ୍ଗ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ! ତୋମାଦିଗେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଶୋତ୍ର ଓ ହବା ପ୍ରେରନ
କରିତେଛି । ତୋମରୀ ଏଇ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହଇଲେ ଯଜ୍ଞ ମେବା କର । ତୋମରୀ
ଉପତ୍ରବଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗଦାରୀ ଆମାଦିଗକେ ପାଇଁ କରିଯା ଥାକ, ତୋମରୀ ଆମାଦିଗକେ
ଧନ ଦାନ କର ।

୨ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ! ତୋମରୀ ସମ୍ପତ୍ତ ଜ୍ଞାତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଯା ଥାକ,
ତୋମରୀ ସୋମେର ଲିଧାନଭୂତ ଏବଂ କଲସସ୍ତରପ । ଉଚ୍ଚାର୍ଯ୍ୟମାନ ଶୋତ୍ରମୟୁହ
ତୋମାଦିଗେର ନିକଟ ଗମନ କରକ ଏବଂ ଶୋତ୍ରାଂଗକର୍ତ୍ତକ ଗୀର୍ମାନ ଶୋତ୍ର-
ମୟୁହ ତୋମାଦିଗେର ନିକଟ ଗମନ କରକ ।

୩ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ! ତୋମରୀ ସୋମମୟୁହେର ଆୟୀ । ତୋମରୀ
ଦ୍ରବିଣ ଧାରକରତ : ସୋମାଭିଯୁଧେ ଆଗସନ କର । ଶୋତ୍ରାଂଗଶେର ଶୋତ୍ରମୟୁଦ୍ଧ
ଶନ୍ତ୍ରେ ସହିତ ଉଚ୍ଚାର୍ଯ୍ୟମାନ ହଇଯା ତୋମାଦିଗକେ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଜିତ କରକ ।

୪ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ! ହିଂସକଗଣେର ଅଭିଭବିତା ଏବଂ ଏକତ୍ର ମତ
ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧ ତୋମାଦିଗକେ ବହନ କରକ । ତୋମରୀ ଶୋତ୍ରାଂଗଶେର ସମ୍ପତ୍ତ ଶୋତ୍ର
ମେବା କର ଏବଂ ଆମାର ଶୋତ୍ରମୟୁହ ଓ ବାକୀ ସକଳ ଅବଶ କର ।

୫ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ! ମୋହଜାମତ ହର୍ଷ ଉତ୍ପାଦ ହଇଲେପର, ତୋମରୀ
ବିଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ; ତୋମରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକେ ଅତାପ୍ତ ବିଷ୍ଣୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇ

ଏବଂ ଲୋକମୟୁହଙ୍କେ ଆମାଦିଗେର ଜୀବମୟେ ଜମ୍ୟ ପ୍ରଥିତ କରିଯାଇ । ତୋମା-
ଦିଗେର ଦେଇ (କର୍ମମୟୁହ) ସ୍ଵତି ମୋଗ୍ୟ ।

୬ । ହେ ହୃତାନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରା ମୋମଦ୍ଵାରା ସର୍କିତ ହଇଯା
ଥାକ ଏବଂ ମୋମାଞ୍ଚ ଭୋଜନ କରିଯା ଥାକ ; (ଯଜମାନଗଣ) ମୟକ୍ଷାରପୂର୍ବକ
ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ହସ୍ତ ଦାନ କରେ, ତୋମରା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଧର ଦାନ କର । ତୋମରା
ଉଦ୍‌ଧିତ ନ୍ୟାୟ, ତୋମରା ମୋମନିଧାନ କଳମ ସ୍ଵରୂପ ।

୭ । ହେ ଦଶନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମରା ଏଇ ମଦକର ମୋମ ପାଇ କର
ଏବଂ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ମଦକର (ମୋମକ୍ରମ) ଅନ୍ତରେ ତୋମାଦିଗେର ଲିକଟ ଗମମ
କରକ, ତୋମରା ଆମାର ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗ କର ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ହେ ବିଷୁଣୁ ! ତୋମରା ଜୟ କରିଯାଇ, କଥମୁଣ୍ଡ ପରାଞ୍ଜିତ ହୁଏ
ନାହିଁ ; ତୋମାଦେର ଦୁଇ ଜନେର ମଧ୍ୟେ କେହ ପରାଞ୍ଜିତ ହୟ ନାହିଁ । ତୋମରା ଯେ
ଜ୍ରୋର ଜମ୍ୟ ପ୍ରର୍କଳ୍ପି କରିଯାଇ, ତାହା ଅଧିକାରିତ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟକ ହତଲେଣ୍ଡ
ବିଜ୍ଞମର୍ବାରା ଲାଭ କରିଯାଇ ।

୧୦ ପୃଷ୍ଠା ।

ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀ ଦେବତା । ଭଦ୍ରବାଜ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀ ! ତୋମରା ଉଦକବତୀ, ହୃତମୟୁହେର ଆଶ୍ୟନୀୟା,
ବିଜ୍ଞାରୀ, ପ୍ରଥିତି, ମୁଧୁରୀ, ମୁକ୍ତପ ବିଶିଷ୍ଟା, ବକଣେର ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦାରା ପୃଥକ୍
ରାପେ ଧାରିତା, ଅଜରା ଏବଂ ବହ ରେତକ୍ଷା ।

୨ । ଅମ୍ବଜତା, ବହଧାରାବିଶିଷ୍ଟା, ଉଦକବତୀ ଓ ଶୁଚିତା (ଦ୍ୟାୟା-
ପୃଥିବୀ) ଶୁକ୍ରତି ସ୍ଵଭାବକେ ଉଦକ ଦାନ କରେ, ହେ ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀ ! ତୋମରା ଏହି
ତୁବମେର ଡାଙ୍ଗୀ, ତୋମରା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଯାହା ମୁୟଗଣେର ହିତକର ଏକଗ
ରେତ : ଦେଚମ କର ।

୩ । ହେ ଧିରଣୀ ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀ ! ଯେ ମର୍ଜା (ତୋମାଦେର) ମୁଖ ଗମନେର
ଜମ୍ୟ (ହସ୍ତ) ଦାନ କରେମ, ତିନି ସିଙ୍କ ମନୋରୁଥ ହମ ଏବଂ ଅପତ୍ୟଗଣେର ସହିତ
ଅନୁକ୍ରମ କର । କହେର ଉପରି ତୋମାଦିଗେର ମିତ୍ର (ରେତ) ନାଲା ବନ୍ଦିଶିଷ୍ଟ
ଏବଂ ସମୀକରଣୀ (ପର୍ଦାର୍ଥକରପେ) ଉତ୍ତପନ ହୟ ।

୪ । ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଜନେର ଦ୍ୱାରା ଆହୁତୀ ଏବଂ ଜଳକେ ଆଶ୍ରାମ କରେନ ତ୍ରୀହାର୍ଯ୍ୟ ଡଳ ସଂପ୍ରକ୍ଷଣ, ଜଳବର୍ଷାରିତ୍ରୀ, ବିଶ୍ଵିନୀ, ପ୍ରେସିତା ଏବଂ ଯଜ୍ଞେ ପୂରମୃତୀ । ପ୍ରାଚୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତ୍ରୀହାଦିଗେର ଲିକଟ ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ମୁଖ ଯାତ୍ରା କରେନ ।

୫ । ମଧୁକାରିତ୍ରୀ, ମଧୁତୁଷୀ, ମଧୁବ୍ରତୀ, ଦେବତାଭୂତୀ ଏବଂ ଆମାଦିଗେର ଯଜ୍ଞ, ଧନ, ମହି ସଶୀ, ଅନ୍ନ ଓ ମୁଦ୍ରାବିର୍ଯ୍ୟ ଦାନକାରିଣୀ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ମଧୁଦାରୀ ମିଳି କରନ ।

୬ । ପିତା ଦ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ମାତା ପୃଥିବୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ନଦାନ କରନ । ବିଶ୍ଵବିଦ, ମୁକର୍ମା ପରମପାତ୍ର ରମ୍ଭାଗ ଏବଂ ସକଳେର ମୁଖକାରିଣୀ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ପୁଣ୍ୟାଦି, ବଳ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରେରଣ କରନ ।

୧୧ ପୃଷ୍ଠା ।

ସବିତା ଦେବତା । ଭରମାଜ ଶ୍ରୀ ।

୧ । ମେହି ମୁକର୍ମା ସବିତାଦେବ ଦାନାର୍ଥେ ହିରଘୟ ବାହୁଦ୍ଵର ଉଦ୍‌ବାତ କରେନ । ମହାନ, ଯୁବୀ, ମୁଦ୍ରକ (ସବିତାଦେବ), ଲୋକେର ଧାରଣାର୍ଥ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଦ୍ଵର ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

୨ । ଆମରା ଯେନ ମେହି ସବିତାଦେବର ପ୍ରସବକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ ଦାନ ବିଷୟେ (ସର୍ବର୍ଥ) ହିଁ । (ହେ ସବିତାଦେବ) ! ତୁମି, ସମ୍ମତ ବିପଦେର ଛିତି ଓ ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ (ମଙ୍ଗଳ) ଏବଂ ଚତୁର୍ପଦେର ଛିତି ଓ ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ।

୩ । ହେ ସବିତାଦେବ ! ତୁମି ଅନ୍ୟ ଅହିଂସିତ ଏବଂ ମୁଖକର ତେଜଦାରୀ ଆମାଦିଗେର ଗୁହ୍ୟ ରକ୍ଷା କର । ତୁମି ହିରଣ୍ୟ ଜିହ୍ଵାବିଶିଷ୍ଟ, ତୁମି ମବତର ମୁଖ ଦାନ କର ଏବଂ (ଆମାଦିଗଙ୍କେ) ରକ୍ଷା କର । ଆମାଦିଗେର ଅନିଷ୍ଟାଶ୍ଵାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେନ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିତେ ପାରେ ନୀ ।

୪ । ପ୍ରାଣ୍ସ୍ତାନ୍ତଃକରଣ, ହିରଣ୍ୟପାଣି, ହିରଘୟ ହମୁବିଶିଷ୍ଟ, ଯାଗଯୋଗୀ, ମନୋରମ ବାକ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ, ମେହି ସବିତାଦେବ ରାତ୍ରିର ଅବସାନେ ଉତ୍ସିତ ହିୟା । ତିନି ହବ୍ୟଦାତାକେ ପ୍ରଭୁତ ଅନ୍ନ ପ୍ରେରଣ କରନ ।

୫ । ସବିତାଦେବ ଉପବଜ୍ଞାର ମ୍ୟାଯ ହିରଘୟ ଏବଂ ଶୋତମାବରବ ବାହୁଦ୍ଵର ଉଦ୍ୟତ କରନ । ତିନି ପୃଥିବୀ ହିୟିତେ ଢାଲୋକେର ଉତ୍ସତ ଏଦେଶମୂହେ

ଆରୋହନ କରେନ ଏବଂ ଗମନଶୀଳ ଯେ କିଛୁ ମହା ବନ୍ଧୁ (ତିରୋହିତ ଥାକେ) ତାହାଦିଗଙ୍କେ ଶୌଭିତ କରେମ ।

୬ । ହେ ସବିତା ! ଅମ୍ବ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଧନ ଦାନ କର, କଲ୍ୟ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଧନ ଦାନ କର, ଅଭିନିମ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଧନ ଦାନ କର । ହେ ଦେବ ! ସେହେତୁ ତୁମି, ବିବାସଭୂତ ଏବୁ ଧନେର (ଦାତା), ଅତେବ ଆମରା ଏଇ ଶ୍ରତିଦ୍ୱାରୀ ଧନ ଲାଭ କରିବ ।

୧୨ ପୃଷ୍ଠା ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ଦେବତା । ଭରଣୀଜ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ! ତୋମାଦିଗେର ସେଇ ମହଞ୍ଚ ଏବୁ ଧନେର ମହଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ (ଭୂତସମୂହ) କରିଯାଇ । ତୋମରା ଶ୍ରୀ ଲାଭ କରାଇଯାଇ, ତୋମରା ଜଳ ଲାଭ କରାଇଯାଇ । ତୋମରା ସମ୍ପଦ ତ୍ୱରି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦକଦିଗଙ୍କେ ବଧ କରିଯାଇ ।

୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ! ତୋମରା ଉଷାକେ ଅକାଶିତ କର, ଶୂର୍ଯ୍ୟକେ ଜୋତିର ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନୌତ କର ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷହାରୀ ଦ୍ୱାଳୋକକେ ଶୁଣ୍ଡିତ କର । ତୋମରା, ମାତା ପ୍ରଥିବୀକେ ଅଧିତ କର ।

୩ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ! ଜଳ ପରିହରିତକାରୀ ଅହି ହତକେ ବଧ କର । ଦ୍ୱାଳୋକ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଯାଇଲି । ତୋମରା ନଦୀର ଜଳସମୂହ ପ୍ରେରଣ କର ଏବଂ ବହ ସମୁଦ୍ରକେ (ଜଳ ଦ୍ୱାରା) ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ! ତୋମରା ଗାୟତ୍ରୀଶ୍ଵରର ଅପକ ଉତ୍ତରୋଦେଶେ ପକ୍ଷ (ଦ୍ରଙ୍କ) ମିହିତ କରିଯାଇ ଏବଂ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗୋପନୀୟର ମଧ୍ୟେ ଅବକ୍ଷ ଓ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ (ଦ୍ରଙ୍କ) ଧାରଣ କରିଯାଇ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ ! ତୋମରା ତାରକ, ଅଗତ୍ୟମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବଗଣ୍ଧୋଗ୍ୟ ଧନ ଶୀଘ୍ର ଦାନ କର । ହେ ଉତ୍ତର (ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସୋମ) ! ତୋମରା ମହୁସ୍ୟଗଣେର ହିତକର ଏବଂ ଶକ୍ତମେଳାର ଅଭିଭବକର ବଳ ବର୍ଜିତ କର ।

১৩ শুক্ল।

বৃহস্পতি দেবতা। ভৱমাজ খবি।

১। যে বৃহস্পতি অজি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হইয়াছেন,
যিনি সত্যবান, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে শুন্দরজনপে গমন
করেন, যিনি দীপ্তিশূলে বর্তমান এবং যিনি আমাদিগের পিতা, (সেই
বৃহস্পতি) বৰ্ষক হইয়া দাঁবাপৃথিবীতে গঞ্জন করেন।

২। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি
যুদ্ধগণকে বধ করেন, যুক্তে শক্রগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিহৃত
করেন এবং পূরী সকল বিশেষজনপে বিদীর্ণ করেন।

৩। এই বৃহস্পতিদেব, ধৰ্ম এবং গো সহিত গোত্রজনসমূহ জয়
করিয়াছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হইয়া যজ্ঞকর্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা
করতঃ স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনা সাধন ঘন্টের দ্বারা বধ করেন।

১৪ শুক্ল।

সোম ও কন্দ্ৰ দেবতা। ভৱমাজ খবি।

১। হে সোম ও কন্দ্ৰ ! তোমরা অসুর্য (বল) দান কর। যজ্ঞ সকল
অভিগ্রহে তোমাদিগকে পর্যাপ্তজনপে ব্যাপ্ত কৰক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ
করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুর্পদের
সুখকর হও।

২। হে সোম ও কন্দ্ৰ ! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে,
সেই সংক্রান্ত (রোগ) বিযোজিত কর এবং নিশ্চিত যাহাতে পরাণ মুখ
হয়, সেই জনপে বাধা দান কর। আমাদিগের কল্যাণজনক অস্ত হউক।

৩। হে সোম ও কন্দ্ৰ ! তোমরা আমাদিগের শরীরের অন্ত এই সকল
ভেদজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদিগের শরীরে বস্ত আছে,
তাহা শিখিল কর এবং আমাদিগের হইতে মুক্ত কর।

୪ । ହେ ସୌମ ଓ କନ୍ଦ ! ତୋମାଦେର ଦୀପ ଧରୁଃ ଆହେ ଏବଂ ତୌଙ୍କ ଶର ଆହେ । ତୋମରୀ ମୁଦର ମୁଥ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ଥାକ । ତୋମରୀ ଶୋଭନ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଭିଲାଷ କରନ୍ତଃ ଆୟାଦିଗକେ ଇହଲୋକେ ଅଜ୍ୟନ୍ତ ମୁଖୀ କର । ତୋମରୀ ଆମା-
ଦିଗକେ ବରନଗେର ପାଶ ହିତେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଆୟାଦିଗକେ ରକ୍ଷା କର ।

୭୫ ଶ୍ଲୋକ ।

ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରେର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ; ହିତୀଯେର ଧରୁଃ ; ତୃତୀୟେର ଜ୍ୟୋତିଷ ; ଚତୁର୍ଥେର ଆର୍ତ୍ତମୀୟ ; ପଞ୍ଚମେର
ଈସ୍ତଧି ; ସତେର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଦ୍ରେର ଶାର୍ଥି ; ସତେର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଦ୍ରେର ଉତ୍ସି ; ଶଷ୍ଠମେର ଅଷ୍ଟ ;
ଅଷ୍ଟମେର ରଥ ; ନବମେର ରଥଗୋପଗଣ ; ଦଶମେର ଶ୍ରୋତା, ପିତା, ସୌମ୍ୟ, ଦୟାବୀ,
ପୃଥିବୀ ଓ ପୂର୍ବ ଦେବତା ; ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶେର ଈସ୍ତ ଦେବତା ; ତ୍ୟାଦଶେର
ଆତ୍ମୋଦ ; ଚତୁର୍ଦଶେର ହତ୍ସ୍ତ୍ର ; ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଭଦଶେର ଈସ୍ତଦେବତା ; ସପ୍ତଦଶେର
ଶୁଦ୍ଧତ୍ୱିଯ, ବ୍ରକ୍ଷଣପ୍ରତି ଏବଂ ଅନିତି ଦେବତା ; ଅଷ୍ଟାଦଶେର କବଚ, ସୌମ ଓ ବରନ
ଦେବତା ; ଉନ୍ନବିଂଶେର ଦେବଗଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମଦେବତା(୧) । ଭରବାଜେର ପୃତ ପାରୁ ଝିବି ।

୧ । ସଂଗ୍ରାମ ଉପଛିତ ହଇଲେ (ଏହି ବାଜା) ଯଥନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଧାନ କରିଯା
ଗମମ କରେନ, ତଥନ ତୀହାର ଜୀମୁତେର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ହସି (ହେ ବାଜା) ! ତୁମି
ଅବିକ୍ଷ ଶରୀରେ ଜୟଳାଭ କର ; ବର୍ମେର ମେହି ମହିମା ତୋମାକେ ରକ୍ଷା କରକ ।

୨ । ଆମରୀ ଧରୁଦ୍ଵାରୀ ପାତ୍ରୀ ଜୟ କରିବ ; ଧରୁଦ୍ଵାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବ ;
ଧରୁଦ୍ଵାରୀ ତୌତ୍ର ମଦୋନ୍ଧତ (ଶକ୍ରମେନା) ବଧ କରିବ । ଧରୁ ଶକ୍ତର କାମଳ ଅଟ
କରକ, (ଆମରୀ) ଧରୁଦ୍ଵାରୀ ସର୍ବଦିକ୍ଷ ଜୟ କରିବ ।

୩ । ଏହି ଧରୁ ସଂଲଗ୍ନ ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କାଳେ ଯୁଦ୍ଧର ପାଇଁ ଲଇୟା ଯାଇତେ
ଇଚ୍ଛୁକ ହିଁଯା, ଯେମ ପ୍ରିୟବାକ୍ୟ ବଲିବାର ଜଳାଇ (ଧରୁଦ୍ଵାରୀର) କରେର ଲିକଟ
ଆଗମନ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଯେତପ ଶ୍ରୀ ପତିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଯା କଥା କହେ,
ଅଣ୍ଣ ଦେଇଲପ ବାଲକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଯା ଶବ୍ଦ କରେ ।

(୧) ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାକାଳେ ବାଜାକେ ବର୍ମାଦି ପରିଧାନ କରାଇବାର ସମୟ ଏହି ଶ୍ଲୋତ୍ର
ଅକଞ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ହର । ଏହି ଶ୍ଲୋକ ହିତେ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ଓ ଆଯୋଜନ
ଦ୍ୱାସ୍ମୂହେର ପରିଚାର ପାଇୟା ଥାର ।

৪। সেই (ধনুক্ষোটিদ্বয়) অনন্যমনস্থা শ্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া (শক্রকে) আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুলতুল্য (রাজাকে) রক্ষা করক এবং স্বকার্য উত্তরণপে অবগত হইয়া গমনপূর্বক এই রাজার অগ্রিমদিগকে হিংসা করিয়া শক্রগণকে বিন্দু করক।

৫। এই তৃণীর বহুতর (বাণের) পিতা ; অমেকগুলি (বাণ) ইহার পুরু ; (বাণ তুলিবার সময়) এই তৃণীর (চিষ্ঠী) শব্দ করে এবং ঘোঁৱার পৃষ্ঠ-ভাগে নিবন্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে (বাণ) প্রসবপূর্বক সমস্ত সেনাজয় করে।

৬। মুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত আশ্রগণকে যেখানে ২ লাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই থানেই লাইয়া যাও। রশ্মিসমূহ (অশ্বের) পক্ষাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্মৃত কর।

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন করিয়া হিংস্র শক্রগণকে পদাঘাতে তাঢ়ন করে।

৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্ণিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইঁহাকে বর্ণিত করক। রথে ইঁহার অন্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্বদা প্রসবমনে সেই মুখকর রথের সমীপে গমন করি।

৯। (রথের) রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের মুসাছু (অঘ) নষ্ট করিয়া (স্বপঞ্চীয়দিগকে) অন্ন দান করে। বিপক্ষকালে ইহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায়। ইঁহারা শক্রিমান, গন্তীর, বিচিত্র দেমাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বৌর, মহান् এবং বহুতর শক্রকে জয় করিতে সক্ষম।

১০। হে স্তোত্রাগণ(২)! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্দক মোহগণ! তোমরা এবং পাপত্রহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের মঙ্গলকর হও। পূৰ্বা আমাদিগকে পাণ হইতে রক্ষা করুন ; আমাদিগের পাপশংসী (শক্র) যেমন প্রতুত্ত না করিতে পারে।

১১। (বাণ) মুর্ণ ধারণ করে ; মৃগ উহার দন্ত(৩)। উহা গাঢ়ী কর্তৃক(৪) সম্যক্রূপে বন্ধ ও প্রেরিত হইয়া পাতত হয়। যেখানে

(২) মূলে “আক্ষুণ্ডসঃ” আছে।

(৩) “মৃগ” শব্দে হৃগাবয়ব শৃঙ্গ অথবা শক্রকে অশ্বেষকারী। সামগ্রণ।

(৪) গোবিকার স্মারুমযূহ অথবা জ্যা।

বেতাগণ একত্রে ও পৃথক্করপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদিগকে
সেই স্থানে মুখ দাঁন করন।

১২। হে বাণ ! আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত কর ; আমাদের শরীর পায়া-
গের ন্যায় হউক। সোম আমাদের হইয়া বলুন ; অদিতি মুখ দাঁন করন।

১৩। হে কশ ! অকৃষ্ণজানবিশিষ্ট (সারথিগণ (তোমার দ্বারা))
ইহাদিগের স্কৃথিতে আঁঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঁঘাত করে ; তুমি
সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর ।

১৪। হনুম(৫) জ্যার আঁঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের
দ্বারা অকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্বাতব্য বিষয় অবগত হয়
ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে ।

১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহা শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ
লোহময়, সেই পর্জন্য কার্যভূত হৃৎ ইব দেবতাকে এই নমস্কার ।

১৬। হে মন্ত্রের দ্বারা তৈক্ষীকৃত, হিংসাকুশল (ইব) ! তুমি বিশ্বষ্ট
হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকে প্রাপ্ত হও । তুমি অমিত্র-
গণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিষ্য ন ।

১৭। মুণ্ডিত কুম্ভারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে (যুদ্ধ ভূমিতে) সম্পত্তি
হয়, তথায় ব্রহ্মস্মৃতি আমাদিগকে সর্বদা মুখ দাঁন করন, অদিতি মুখদাঁন
করন ।

১৮। তোমার বর্ষস্থাবসমূহ বর্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিব ; অনন্তর
সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করন । বকণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ
হইতেও শ্রেষ্ঠ (মুখ) দাঁন করন ; তুমি জরী হইলে দেবগণ ছষ্ট হউন ।

১৯। যে জ্ঞাতি আমাদিগের প্রতি ছষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া
আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করন,
মুরুই(৬) আমার (শর) নিবারক বর্ষ ।

(৫) ধনুর জ্যাঘাত হইতে অকোষ্ঠকে উক্ত করার জন্য বে চর্ষ বন্ধন করা
যাব, জ্বার জ্বাম হত্তয় ।

✓ (৬) মূলে “তন্ত্ৰ” আছে । অর্থ মন্ত্র । সারণ ।

ସ୍ମରଣ ମଞ୍ଜଳ ।

୧ ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଧି ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ।

୧ । ଏଶକ୍ତ, ଦୂରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଗୃହପତି ଓ ଗମନବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକେ, ନେତା-ଗନ ଅବନିଦୟରେ ହତ୍ୟାକ୍ରମି ଓ ଅଞ୍ଚୁଲିଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରେନ ।

୨ । ଯିନି ଗୃହେ ନିତ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ଛିଲେନ, ମେଇ ମୁଦର୍ଶନ ଅଧିକେ ସର୍ବ-ଆକାର (ଭୟ) ହିତେ ରୁକ୍ଷାର୍ଥେ ବନ୍ଧୁଗଣ(୧) ଗୃହେ ନିହିତ କରିଯାଇଲେମ ।

୩ । ହେ ଯୁବତମ ଅଧି ! ତୁମ ଏକର୍ଷକୁଳପେ ସମିକ୍ଷ ହଇଯା ଅଜଣ୍ଟ ଜ୍ଞାଲାର ସହିତ ଆମାଦେର ପୁରୋଭାଗେ ଧୀର୍ଘ ହୁ ; ବହୁଅତ୍ମ ତୋମାର ନିକଟ ଉପଗତ ହିତେହେ ।

୪ । ମୁଜ୍ଜାତ ନେତାଗନ ଯେ ଅଧିର ନିକଟ ସମାସୀମ ହମ, ଲୌକିକ ଅଧି-
ସମ୍ବୂହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୀପିତ୍ତାମଳ, କଳ୍ୟାଣକର, ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଦ, ମେଇ ଅଧିମୟୁହ
ବିଶେଷକୁଳପେ ଦୀପି ପାନ ।

୫ । ହେ ଅଭିଭବକୁଶଳ ଅଧି ! ଶକ୍ତ ହିସାୟୁକ୍ତ ହଇଲୁ ଯାହା ବାଧା ଦିତେ
ପାରେ ନା, ମେଇ କଳ୍ୟାଣକର, ପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଦ, ମୁଦର ଅପତ୍ୟୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ତୁମି
ଶୋତ୍ରଅୟୁକ୍ତ ହଇଯା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଦାନ କର ।

୬ । ହୟୁଜ୍ଞା ଯୁବତୀ ଜୁହୁ ଦିବାରାତ୍ର ମୁଦର୍କ (ଅଧିର) ନିକଟ ଆଗମନ
କରେ, ସ୍ଵକୀୟ ଦୀପି ଧରାତିଜାମୀ ହଇଯା ତୋହାର ନିକଟ ଆଗମନ କରେ ।

୭ । ହେ ଅଧି ! ତୁମି ଯେ ତେଜେର ଦୀର୍ଘ ପକ୍ଷ ଶର୍ଦକାଣ୍ଡୀକେ ଦର୍ଶକ କରିଯା
ଥାକ, ମେଇ ତେଜେବଲେ ସମନ୍ତ ଶକ୍ତଗଣକେ ଦର୍ଶକ କର । ତୁମି ଉତ୍ସତାପ ଦୂର କରନ୍ତୁ
ରୋଗ ଜାଶ କର ।

(୧) ବନ୍ଦିଷ୍ଠଗଣ । ଲାଯଣ ।

৮। হে এনিষ্ঠ শুভ, দীপ্ত, পারক অগ্নি! যাহারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও এই স্তোত্রে তুল্য হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্য লেভাগণ তোমাদের তেজঃ বহু-দেশে বিভক্ত করিয়াছেন; (তাহাদিগের ন্যায় আমাদেরও এই (স্তোত্রে) অসম্ভ হইয়। এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

১০। যাহারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, (সেই) এই শূর লেভাগণ সৎগ্রামসমূহে সমস্ত মাঝা অভিভব করন।

১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য (গৃহে) বাস করিব না, (অন্য) ঘনুম্যের (গৃহে) বাস করিব না। হে গৃহের বিত্তকর (অগ্নি)! আমরা পুরুশূন্য ও বীরশূন্য; আমরা তোমার পরিচর্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব।

১২। অশ্ববান্ন (অগ্নি) যে যজ্ঞের (আশ্রয়তৃত গৃহে) গমন করেন, আমাদিগকে সেই ভৃত্যাদিযুক্ত, মুনর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুঁজের ছারা বর্জিতান গৃহ (দান কর)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপ্রীতিকর রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, আদাতী, পাপেচ্ছুক হিংসক হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদিগকে অভিতৃত করিব।

১৪। বলবান্ন, দৃঢ়হন্ত, বহুঅবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত (স্তোত্র) ছারা যে (অগ্নির) পরিচর্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিতৃত করক।

১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হইতে রক্ষা করেন, যাহাকে সুজ্ঞস্থা বীরগণ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি।

১৬। যাহাকে সমৃদ্ধ ও হ্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্রূপে দীপ্ত করেন, যাহাকে হোতা যজ্ঞে পরিগ্ৰহ করেন, সেই এই অগ্নি বহুদেশে আত্মত হন।

১৭। হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হইয়া তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শত্রুদ্বারা যজ্ঞে প্রভৃত হ্য দান করিব।

১৮। হে অগ্নি ! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত কৃমণীয় হয় বহন কর এবং গমন কর। (দেবগণের) প্রত্যেক আমাদের এই মুরভি (হয়) কামনা করুন।

১৯। হে অগ্নি ! আমাদিগকে অপুত্রতা প্রদান করিও না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করিও না, এই অমৃতি আমাদিগকে প্রদান করিও না, আমাদিগকে কৃমি প্রদান করিও না, রাঙ্কসের হত্তে প্রদান করিও না। হে সত্যবান্ন অগ্নি ! আমাদিগকে গৃহে হিংসা করিও না, বরে হিংসা করিও না।

২০। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষজ্ঞপে শোধিত কর। হে দেব ! তুমি ষজ্জবান্নদিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২১। হে বলেরপুত্র অগ্নি ! তুমি মুদ্র আহ্বানবিশিষ্ট ও রূমণীয় দর্শন, তুমি শোভনদৌপ্তির সহিত প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং প্রেরণ-পুত্র দক্ষ করিও না ; আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়।

২২। হে অগ্নি ! তুমি সহায় হও এবং ঝড়কৃগণ কর্তৃক সমিক্ষ অগ্নিগণকে বলিও, যেন তাঁহারা আমাদিগকে সুখে ভরণ করেন। হে বলেরপুত্র অগ্নিদেব ! তোমার নিশ্চহ বৃক্ষ অমেও যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

২৩। হে শুতেজা অমর্ত অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমাকে হয় প্রদান করে, সেই মর্ত্য ধনবান্ন হয়। যাঁহার নিকট স্তোত্র অর্থী জিজ্ঞাসা করতঃ গমন করে, মেই অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করেন।

২৪। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর (কর্ম) অবগত আছ। হে বলপুত্র ! আমরা তোমার স্তোত্র, আমরা যদ্বারা, অক্ষৈণ, পূর্ণায়ুঃ এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া ছষ্ট হইতে পারি, আমাদিগকে একপ মহৎ ধন দান কর।

২৫। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষজ্ঞপে শোধিত কর ; হে দেব ! তুমি ষজ্জবান্নদিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

୨ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଆପ୍ଣୀ ଦେବତା । ବସିଷ୍ଠ ଋବି ।

୧। ହେ ଅପ୍ଣି ! ଆଜ୍ୟ ଆମ୍ବାଦେର ସମିଧ୍ୟେ ମେବା କର ; ଯଜନୀୟ ଧୂମ ପ୍ରେରଣ କରତଃ ଅଭ୍ୟାସ ଦୀପ ହୁଏ ; ତଥା (ରଶିର) ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରୌକ୍ଷେର ସାମୁଖ୍ୟଦେଶ ସର୍ପଣ କର ଏବଂ ମୂର୍ଧ୍ୟର ରଶିମୟହେର ସହିତ ସନ୍ଧତ ହୁଏ ।

୨। ଅକ୍ରତୁ, ଦୀକ୍ଷିମାନ ଏବଂ କର୍ମମୂଳର ଧାରାରିତା, ଯେ ଦେବଗଣ ଉତ୍ତର(୧) ହେବ ଉକ୍ତଙ୍କ କରେନ, ଆମାରୀ ତୁମ୍ହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଲୋତ୍ରଦ୍ୱାରା ଯଜନୀୟ ନରାଶ୍ଵରେ ମହିମାର ସ୍ମୃତି କରି ।

୩। ତୋମରୀ ସ୍ମୃତିଯୋଗ୍ୟ, ଅମୁର(୨), ମୁଦ୍ରକ, ଦ୍ୟାବାପ୍ତିଧିବୀର ମଧ୍ୟେ ଦୂତ, ସତ୍ୟବାକୁ, ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ବ୍ୟାଯ ମୁକର୍ତ୍ତକ ସମିକ୍ଷକ ଅପ୍ଣିକେ ସର୍ବଦୀ ପୂଜା କବ ।

୪। ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଭିଲାସିଗଣ ଆମୁ ପାତିଯା ପାତ ପୂର୍ବ କରତଃ ହେୟର ସହିତ ଅପ୍ଣିକେ ବହିଃ ଦାନ କରିତେହେ । ହେ ଅଧ୍ୟୁୟଗଣ ! ହୃତପୃଷ୍ଠ, ଶୂଳବିନ୍ଦୁତ୍ତ (ବହିଃ) ହୋଇ କରତଃ ଅନ୍ତାନ କର ।

୫। ମୁକର୍ମୀ, ଦେବାଭିଲାସୀ ଏବଂ ରୁଥାଭିଲାସିଗଣ ଯଜେ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମ କରିଯାଛେ । ମାତୃଦୟ ଯେତପ ଶିଶୁକେ ଲେହନ କରେ ମେଇଜପ ଲେହମକାରୀଓ

(୧) ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷିକ ଓ ହବିଃ ସଂକ୍ଷାଦି । ଶାର୍ଣ୍ଣ ।

(୨) ପକ୍ଷମ ଅଟକେ “ଅମୁର” ଶବ୍ଦେର ଅଣ୍ଟବାର ବ୍ୟବହାର ହଇଯାଇଛ, ସଥା—

୨ ମଞ୍ଚରେ ୨ ଲ୍ଲକ୍ଷର ଶକେ ଅମୁର ଶକ୍ ଅପ୍ଣି ଲ୍ଲକ୍ଷକେ

”	୬	”	୧	”	”	”	ବୈଶାଖିନିର	”
”	୧୭	”	୧	”	ଅମୁରରୁ	”	ଅପ୍ଣି	”
”	୦୦	”	୦	”	ଅମୁର	”	ଅପ୍ଣି	”
”	୩୬	”	୨	”	”	”	ମିତ୍ର ଓ ବରଣ	”
”	୫୬	”	୨୪	”	”	”	ବୀର	”
”	୬୫	”	୨	”	”	”	ମିତ୍ର ଓ ବରଣ	”
”	୯୯	”	୯	”	”	”	ବଟୀ	”

পুরুষভিযুক্তী (জুলু ও উপভৃতিকে) অধ্যয়গণ মনোর নায় যজ্ঞে সিদ্ধ করিতেছেন।

৬। শুবত্তী, দিন্যা, যত্তী, কুশোপত্রি আসীন, বহুস্তুতী, ধৰবত্তী, বজ্জাহী, অহোরাত্রি কামদুষ্টী ধেনুর নায় কল্যাণের অন্য আমাদিগকে আশ্রয় করুন।

৭। হে বিষ্ণু, আত্মবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা (দেবৈষ্য) ! আমি তোমাদিগকে দাগ করিবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করা হইলে পর আমাদের যজ্ঞ দেবাভিযুক্তী কর ; তোমরা দেবগণের মধ্যে (বিদ্যমান) বরণীয় (ধন) বিভাগ করিয়া দাও।

৮। ভাৰতীগণের সহিত সঙ্গতাভাবত্তী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত ইলা আগমন করুন, অগ্নি ও আগমন করুন। সারস্বত-গণের সহিত সরস্বত্তীও আগমন করুন। দেবৈষ্য আগমন করিয়া সমুথে এই কুণ্ডে উপবেশন করুন(৩)।

৯। হে দেবত্বষ্টা ! যদ্বারা বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও (সোমাভিষবের অন্ম) প্রস্তুত দেবাভিলাষী পুরু উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ আগকুশল ও প্রতিকারী বীর্য প্রদান কর।

১০। হে বনস্পতি ! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আন্তর্যাম কর। পশুর সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞকূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের অশ্চ জামেন।

১১। হে অগ্নি ! তুমি দৈশ্যুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও দ্বৱার্হিত দেবগণের সহিত এক রথে আমাদের অভিযুক্তে আগমন কর। সুপুরুবিশিষ্ট অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিতা দেবগণ স্বাংহাযুক্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করুন।

(৩) এই ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋক ও যওনের ৪ স্তুতের ঈ ঋকের অনুরূপ। উজ্জ্বলের ৮ ঋকের ভারতী ও সারস্বত সমষ্টীয় দিক দেখ।

৩ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। (হে দেবগণ) ! যিনি মর্ত্তাগণের মধ্যে অভাস্ত হিবৰ্ভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান्, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতারযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দৃত কর।

২। যথন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করতঃ ও শব্দ করতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (হৃক্ষ সমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবা-হিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি) ! তোমার কৃত্ব বর্ণবস্তু হয়।

৩। হে অগ্নি ! তোমার নবজ্ঞাত অভীন্ত যে জ্বালারহিতা শিখ সমিক্ষ হইয়া উদ্ধার হয়, (ভাবার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি ! তুমি দৃত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।

৪। যথন তুমি দন্তস্বারা কাঁচাদি, অম্ব ভক্ষণ কর, তোমার তেজঃ পৃথিবীতে বিশিষ্টিত হয়। তোমার শিখা মেলার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি শিখাদ্বারা যথের ন্যায় (কাঁচাদি) ভক্ষণ কর।

৫। মনুষাগণ যুবতী অতিথির ন্যায় পুজ্য, সেই অগ্নিকে তাহার স্থানে রাখিতে ও দ্বিবাভাগে প্রদীপ্ত করতঃ সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্ষণ করে। আহত অভীন্তবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়।

৬। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট অগ্নি ! তুমি যথন সূর্যের ন্যায় সমীক্ষে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তোমার তেজঃ অস্তরৌক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্মত হয় ; তুমি দর্শনীয় সূর্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করাইয়া থাক।

৭। হে অগ্নি ! আমরা যেকূপ গব্য ও স্ফুটযুক্ত হবোর ছাড়া তোমাদিগকে স্বাহা দান করিব, হে অগ্নি ! (তুমিও সেইকূপ সেই অবিত

ତେଜୋବଳେ ଅପରିମିତ ଅଯୋନିର୍ଦ୍ଦିତ୍ ୧) ନଗରୀଦ୍ୱାରା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରକ୍ଷା କର ।

୮ । ହେ ବଲେରପୁନ୍ନ ଆତବେଦୀ ! ତୁମି ଦାନଶୀଳ, ତୋମାର ଯେ (ଶିଖ) ଆହେ ଏବଂ ଯେ ବାକାଦ୍ୱାରା ପୁନ୍ନବାନୁ (ଅଞ୍ଜାଗଣକେ) ତୁମି ରକ୍ଷା କର, ମେହି ସମୁଦ୍ରଦ୍ୱାରା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ରକ୍ଷା କର; ଅଶକ୍ତ ଏବଂ ହବାପ୍ରେରକ ଶ୍ରୋତାଗଣକେ ରକ୍ଷା କର ।

୯ । ଯଥମ ଶୁଣି ଅଯି ସ୍ଵକୀୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରୀ କୃପାବଶତଃ ରୋଚମାନ ହଇୟା ତୌକ୍ଷିକୃତ ପରଶୁର ଲ୍ୟାମ୍ (କାଠହିତେ) ନିର୍ଗତ ହେଁଲ, ତଥନ ତିନି ସାଗମୋଗ୍ୟ ହେଁଲ । କମନୀୟ, ମୁକର୍ମା ପାଦକ ଅଯି ମାତ୍ରକୁ ଅରଣ୍ଯିତାକୁ (ଅରଣ୍ଯିତା ହିତେ) ଆତ ହଇୟାଛେ ।

୧୦ । ହେ ଅଯି ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଏହି ମୁନ୍ଦର (ଧନ) ଦାନ କର, ଆମରା ଯେଳ ସଜ୍ଜକାରୀ ଓ ମୁଚେତାଃ (ପୁନ୍ନ) ଲାଭ କରିତେ ପାରି । ସମ୍ମତ (ଧନ) ଉଦ୍‌ଗାତାଗଣେର ଓ ସ୍ଵତିକାରୀଗଣେର ହଟକ; ତୋମରା ସରଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵତିଦ୍ୱାରା ପାଲନ କର ।

୪ ଲ୍ଲକ୍ଷ ।

ଅଯି ଦେବତା । ବସିଲୁ ଖୁବି ।

୧ । ତୋମରା ଶୁଭ ଏବଂ ଦୀପ ଅଯିକେ ମୁପୁତ ହବା ଓ ସ୍ତ୍ରି ପ୍ରଦାନ କର ।
ଅଯି ଦୈବ ଓ ମହୁସ୍ୟମସ୍ଵକୀୟ ସମ୍ମତ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜାଦ୍ୱାରା ଗମନ କରେଲ ।

୨ । ଅଯି ଅରଣ୍ଯ ହିତେ ଶୁବତମ ହଇୟା ଜୀବ ହଇୟାଛେ, ଆତଏବ ମେହି ଯେଥାବୀ ଅଯି ତକଣ ହଟନ । ଦୀପ ଦଣ ଅଯି ବନମୂହ ଅଯିମୟୁକ୍ତ କରେନ ଏବଂ କ୍ଷଣମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୱତମ ଭକ୍ଷଣ କରେମ ।

୩ । ମର୍ତ୍ତିଗଳ ଯେ ଶୁଭ (ଅଯିକେ) ଦେବେର ମୁଖ୍ୟ ଛାନେ ପାରିଥିବଣ କରେଲ, ଯିନି ପୁରୁଷଗଣକର୍ତ୍ତକ ଘୃହିତ (ବକ୍ତ) ମେବା କରେମ, ମେହି ଅଯି ମହୁସ୍ୟଗଣେର ଅମ୍ର (ଶତଗଣେର) ଦୁଃମେଧ୍ୟକରିପେ ଦୀପି ପାଲ ।

(୧) ମୂଳେ “ଆରମ୍ଭିତିଃ” ଆହେ । ଲୋହମ୍ବନ୍ଦର କି ? ଅତିଶ୍ୟର ନିରାପଦେ ରାଖ, ଏହି ସର୍ବ । କାରଣ “ଆରମ୍ଭିତିଃ” ଅର୍ଥେ “ହିରଗୁରୀତିଃ” କରିଯାଛେ ।

৪। কবি, একাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্তাগণ মধ্যে নিহিত হইয়া-
ছেন। হে বলবান্ন (অগ্নি)! আমরা সর্বদা তোমার ভক্ত থাকিব, তুমি
আমাদিগকে হিংসা করিণ না।

৫। যেহেতু অগ্নি কর্মদ্বারা দেবগণকে পাঁর করিয়াছেন, অতএব
তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বারক ও
গর্জে (বিদ্যমান) সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমি ও তাহাকে ধারণ করে। ।

৬। অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করিতে সক্ষম; মুন্দর বীর্যাযুক্ত ধন দান
করিতে সক্ষম। হে বলবান্ন (অগ্নি)! আমরা যেন পুন্নাদিরহিত হইয়া
উপবেশন না করি, রূপরহিত হইয়া উপবেশন না করি এবং পরিচর্যা-
রহিত হইয়া উপবেশন না করি।

৭। অঞ্চলী বাস্তুর ধন পর্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের
পতি হইব। হে অগ্নি! যেন অপত্য অন্য_জাত(১) না হয়। অবেক্তার
পথ আনিণ না।

৮। অন্যজাত পুন্ন স্মৃথির হইলেও তাহাকে পুন্ন বলিয়া প্রাণ করিতে
অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন
করে। অতএব অংবান, শক্রনাশক, নবজাত পুন্ন আমাদের নিকট আগমন
করক।

৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে হিংসক হইতে রক্ষা কর, হে বলবান্ন! —
তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, নির্দোষ অম তোমার নিকট গমন
করক, শৃঙ্গীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই মুন্দর (ধন) দান কর; আমরা
যেন যজকারী ও স্মৃচ্ছাঃ (পুন্ন) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন)
উদ্বান্তাগণের ও স্ততিকারীগণের হউক; তোমারা সর্বদা আমাদিগকে
স্বক্ষিদ্বারা পালন কর।

(১) মূলে “অন্যজাত” আছে। অন্যজাত অপত্য অর্থ কি? এইখনকে ✓
ও পরের কথকে কি দৃষ্টকপুন্নের উল্লেখ পাওয়া যায়?

৫ শুক্ল।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সহিত হৃক্ষি প্রাণ হন,
সেই প্রয়োক্ত এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি
উচ্চারণ কর।

২। অদীগণের বেদতা যে অলবর্দী অর্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে
রিস্ত ইয়াছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হ্যন্দ্বারা বর্ক্ষিত ইয়া মযুষ্য প্রজা-
গণের অভিযুক্ত শোভা পান।

৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুকুর সমীপে দীপ্যমান হইয়া
। (তাহার শক্তি) পুরী বিদীর্ঘ করতঃ প্রজ্ঞালিত হইয়াছিলে, তখন তোমার
ভয়ে অসিঙ্গী প্রজাগণ পরম্পর অসমেত হইয়া তোজন তাঙ্গকরতঃ
আগমন করিয়াছিল।

৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দ্বালোক তোমার ব্রত
সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশন্দ্বারা দীপ্যমান হইয়া স্বদীপ্তিতে দ্যাবা-
পৃথিবী বিস্তারিত কর।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতৃ
এবং উষা ও দিবসের মহানৃ কেতু স্বরূপ। অশুগণ কাময়মান হইয়া
তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও মৃত্যুকু বাক্য তোমাকে সেবা করে।

৬। হে মিত্রগণের পৃজন্যিতা অগ্নি! বস্তুগণ তোমাতে বস্তু স্থাপিত
করিয়াছেন, তোমার কর্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্যের জন্য অধিক
। তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দন্ত্যাগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ(১)।

৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাছুর্ত হইয়া বায়ুর ন্যায় সদ্য সৌম্য
পান কর। হে জ্ঞাতবেদী! তুমি অলসমৃহ উৎপন্ন করতঃ অপত্যের ন্যায়
পালনীয় ব্যক্তির অভিমান প্রদান করিয়া গর্জন করিয়া থাক।

(১) অর্ধাং তোমার সহায়তায় আর্যগণ অনার্য বর্তনদিগকে তাহাদিগের
প্রাচীন প্রদেশসমূহ হইতে নিঃসারিত করিয়া সেই২ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

৮। হে সকলের বরণীয় অগ্নি ! যদ্বাৰা ধন রক্ষা কৰ এবং হৃদান্তা
মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশঃ রক্ষা কৰ, হে জ্ঞাতবেদা ! বৈশ্বানৱ অগ্নি ! তুমি আমা-
দিগকে মেই দীপ্তিমাল্য অস্ত প্রদান কৰ ।

৯। হে অগ্নি ! আমরা যজ্ঞকাৰী, আমাদিগকে বহুঅস্ত, ধন এবং
স্তুতিযোগ্য বল প্রদান কৰ । হে বৈশ্বানৱ অগ্নি ! তুমি কুত্রগণ ও বন্ধুগণের
সহিত আমাদিগকে মহৎ ধন দান কৰ ।

৬ সূত্র ।

বৈশ্বানৱ অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। আগ্নি পুরৌসমূহের তেজকাৰীকে বন্দনা কৰি । বন্দযান হইয়া
সআট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্ৰের ন্যায়
মেই (বৈশ্বানৱের) স্তুতি ও কৰ্মসমূহ কীর্তন কৰিব ।

২। অগ্নি, কবি, কেতুস্তুপ, অস্ত্রিধাৰী, দীপ্তিমাল্য, মুখকর ও স্যাবা-
প্রথিবীৱ রাজা, (দেবগণ) মেই অগ্নিকে প্রীত কৰেন । আগ্নি পুরৌ-
বিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কৰ্মসমূহ স্তুতিদ্বারা কীর্তন কৰিব ।

৩। অগ্নি, যজ্ঞ বৃহিত, জ্ঞপ্তক, হিংসিতবাকু, শ্রদ্ধাৰহিত, হৃদি শূন্য
পণ্ডিতাম্বক যজ্ঞহীন মেই দন্ত্যদিগকে বিদূরিত কৰন ; তিনি প্রথান হইয়া
অপর যজ্ঞবৃহিতগণকে হেয় কৰন ।

৪। মেত্ততম যে (অগ্নি) অপ্রকাশমাল্য অস্তকাৰে (নিমগ্ন) গ্রেঞ্জ-
গণকে ছস্ট কৰত ; প্রজ্ঞাদ্বাৰা খজুগামী কৰিয়াছেন ; আগ্নি মেই ধনস্থামী,
অনত এবং যোক্তাৰ দমনকাৰী অগ্নিকে স্তুতি কৰি ।

৫। যিনি শক্ত কোশল(১) আযুধদ্বাৰা হীন কৰিয়াছেন, যিনি আৰ্য্য
পত্নী উষাকে (স্মতি) কৰিয়াছেন ; মেই মহানু অগ্নি প্রজ্ঞাগণকে বলদ্বাৰা
নিকন্ত কৰত ; নভুষ রাজাৰ কৰপ্রদ কৃত্যাছিলেন ।

(১) মূলে “দেহ” আছে ।

৬। সমস্ত লোক শুখের বিশিষ্ট যাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া ইব্বের সহিত উপস্থিত হয় ; সেই বৈশামর অঘি গিত মাতৃ ভূত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত (অন্তরীক্ষ) আঁগমন করিয়াছেন ।

৭। বৈশামরদেব, স্মর্য উদ্ধৱ হইলে পর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন । অঘি অবৱ অন্তরীক্ষ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন, পর সমুজ্জ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন ; দ্যুলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন ।

৭ সূক্ত ।

অঘি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে অঘিদেব ! তুমি অভিভিত্তা এবং অশ্রের ন্যায় বেগবানু, আঘি তোমাকে স্তুতিহারা শ্রেণ করি । হে বিদ্বানু ! তুমি আমাদের যজ্ঞের দ্বৃত হও, অঘি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দন্তক্রম বলিয়া প্রজ্ঞাত আছেন ।

২। হে অঘি ! তুমি স্তুতিহোগ্য এবং দেবগণের সহিত স্থায় সেবা করিয়া থাক ; তুমি তেজোবলে পৃথিবীর (তৎ গুল্মাদি) সামুপ্রদেশ শক্তি করতঃ সংক্ষারা সমস্ত বন দন্ত করিয়া আবীর মার্গদ্বারা আঁগমন কর ।

৩। হে শুবতম (অঘি) ! যখন তুমি সুন্দর শুখযুক্ত হইয়া জাত হও, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বহির্ভু: নিহিত হয়, স্তুতিহোগ্য অঘি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীর মাতৃভূত (দ্যাবাপৃথিবী) আঁতৃত হন ।

৪। প্রাঙ্গ মহুষ্যগণ যজ্ঞে রথী (অঘিকে) সন্য উৎপাদন করেন । যিনি ইহাদের (হয় বহন করেন সেই) মদয়িতা, মধুবাকু, যজ্ঞবানু, বিস্পতি অঘি মহুষ্যগণের গৃহে নিহিত হইয়াছেন ।

৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাহাকে বর্ষিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীর অঘিকে যাগ করেন, সেই হৃত, হব্যবাহক, ব্ৰহ্মা এবং (সকলের) ধারক অঘি আগমন করতঃ মহুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন ।

৬। যে নুরগণ পর্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করিয়াছেন, যে মনুষ্যাগণ অবগেছেু হইয়া বর্জিত করেন এবং যে মনুষ্যাগণ সত্ত্বভূত এই (অগ্নিকে) প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নের দ্বারা সমস্ত (পোষ্যবর্গ) বর্জিত করেন।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি ! তুমি বশুময়ের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শৌভ্র অব্রহাম ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বার্থ পালন কর।

৮ মৃত্তি ।

অগ্নি দেবতা। বনিষ্ঠ ঋষি।

১। যাঁহার কপ ঘৃতব্রারা আভিত হয়, মেতাগণ বাধ্যযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হৈবের সহিত স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, (অগ্নি) স্তুতির সহিত সমিক্ষ হইতেছেন। অগ্নি উষাৰ অগ্রে দীপ্ত হন।

২। এই হোতা, মদরিতা, মহানু, অগ্নি মনুষ্যকর্ত্তৃক মুমহানু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্তু অগ্নি পৃথিবীতে স্বষ্টি হইয়া শুধিব্রারা বর্জিত হন।

৩। হে অগ্নি ! তুমি কোনু (মধু) দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করিবে? কুয়মান হইয়া কোনু মধু প্রাপ্ত হইবে? হে শোভমদান (অগ্নি)! আমরা কখন দ্রুত্তর সাধুধনের পতি ও বিভাগকারী হইবে ?

৪। যখন এই অগ্নি সূর্যের ন্যায় মৃহৎ প্রভাণালী হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি ভৱতকর্ত্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসময়ে পুরুকে অভিস্তুত করিয়াছেন, সেই দীপ্যাম্বান দেবগণের অতিথি (অগ্নি) অজ্ঞলিত হইয়াছেন।

৫। হে অগ্নি ! তোমাতে অভূত হ্য (প্রদত্ত) হইয়াছে, তুমি সমস্ত তেজের সহিত অসম হও এবং স্তোতার (স্তোত্র) অবগ কর। হে সুজ্ঞাত ! তুমি কুয়মান হইয়া স্বরং শরীর বর্জিত কর।

৬। শত (গাভীর) বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং স্থানমন্ত্রে মহান্ত(১) (বসিষ্ঠ) এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা দীপ্তিশুল্ক, রোগমিবারুক, রাঙ্কসনাশক এবং স্তোতাগণের ও (ঁাহাদের) বন্ধুর স্মৃথি হউক।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি ! তুমি বস্তুসমূহের পতি ; বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীত্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর ; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্তিদ্বারা পালন কর।

৯ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। অগ্নি আরস্তুপ, হোতাস্তুপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক ; তিনি উষার্থ মধ্যে প্রবৃক্ষ হইয়াছেন ; তিনি উভয় জন্মের(১) প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হয় দান করেন এবং মুকুতকারিগণকে ধন দান করেন।

২। যিনি পশিগণের দ্বার বিহুত করিয়াছেন, সেই অগ্নি সুকর্ম্ম। তিনি আমাদিগের জন্য বচ্ছীরবিশিষ্ট ও অর্চনীয় (গাভীসমূহ) হরণ করেন, তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দাময়ন। অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদ্যুরিত করতঃ দৃষ্ট হন।

৩। অমৃচ, কবি, অদীন, দীপ্তিশান্ত, শোভন গৃহশিবিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি), বিশিষ্ট দীপ্তিশুল্ক হইয়া উষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভকর্পে জাত হইয়া ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন।

৪। (হে অগ্নি ! তুমি মুর্দ্যোর যজ্ঞ কালে স্তুতিযোগ্য। জ্ঞাতবেদা যুক্ত সংজ্ঞ হইয়া দীপ্তি পান; দর্শনীয় তেজোদ্বারা শোভা পান। স্তুতিসমূহ সমিক্ষ অগ্নিকে অভিবোধিত করে।

(১) মূলে “হিবর্হাঃ” আছে। সাধ্য অর্থ করিয়াছেন “জ্ঞাত্যাং বিদ্যা কর্ম্মত্যাং ইহন্ত বসিষ্ঠো বয়ো ছ্যলোকয়ো মহান্ত ব।”

(১) হিপন্দ ও চতুর্লাদ অধৰা দেবতা ও মূর্ম্য। সামান।

୫ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ତୁମি ଦେବଗଣେର ଅଭିଯୁତେ ଦୋତକାର୍ଯ୍ୟେ ଗମନ କର । ସ୍ତ୍ରିକାରୀଦିଗକେ ଦଲେର ସହିତ ହିଁସା କରିବ ନା । ଆମାଦିଗକେ ରତ୍ନ ମୃମ୍ଭ କରିବାର ଜଳ୍ୟ ତୁମି ସରସ୍ଵତୀ, ମକ୍ରଙ୍ଗଳ, ଅର୍ପିଦ୍ଵାୟ, ଜଳ, (ପ୍ରତ୍ତି) ସମ୍ମତ ଦେବଗଣେର ଯାଗ କର ।

୬ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ସମିତି ତୋମାକେ ସମିଦ୍ଧ କରିତେଛେ ; ତୁମି ପକ୍ଷଭାବୀକେ ବଧ କର, ଧନବାନେର ଜଳ୍ୟ ବହୁଧୀ (ଦେବଗଣକେ) ଯାଗ କର । ହେ ଜୀତଦେବ ! ବଳ୍କ୍ଷୋତ୍ତରାରୀ ସ୍ତ୍ରି କର ; ତୋମରୀ ମର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵପ୍ନଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

୧୦ ଜୁଲାଇ ।

ଅଞ୍ଚ ଦେବତା । ସମିତି ଶରୀ ।

୧ । ଉଷାର ଜାର (ମୂର୍ଦ୍ଧର) ନ୍ୟାୟ ଅଞ୍ଚ ବିଶ୍ଵାର୍ତ୍ତ ତେଜଃ ଆଶ୍ୟ କରିତେବେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୌଷିନ୍ୟାନ୍, ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷୀ, ହ୍ୟାତ୍ରେରକ, ଶୁଚି (ଅଞ୍ଚ) କର୍ମ-ମୟୁଦୟ ପ୍ରେରଣ କରିଯା ଦୌଷିନ୍ୟାରୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏବଂ ଅଭିଲାଷୀଦିଗକେ ଆୟଗରିତ କରେନ ।

୨ । ଅଞ୍ଚ ଦିବାଭାଗେ ଉଷାର ଅପ୍ରେ ଆଦିତ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଶୋଭା ପାଇ ; ଶୁତ୍ରିକଗଣ ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ଵାର କରତଃ ମନ୍ତ୍ରନୀୟ (ଶ୍ଵୋତ୍ର ପାଠ କରେନ) ; ବିଦ୍ଵାନ ଦୃତ ଏବଂ ଦେବଗଣେର ମିକଟ ଗମନକାରୀଓ ଦ୍ୱାତାଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଞ୍ଚଦେବ ପ୍ରାଣୀମୂହ ଜ୍ଞବ କରେନ ।

୩ । ଦେବାଭିଲାଷୀ, ଧନଭିକାରୀ, ଗମନଶୀଳ, ସ୍ତ୍ରିକଳପ ବାକ୍ୟ ଅଞ୍ଚର ଅଭିଯୁତେ ଗମନ କରେ । ସେଇ ଅଞ୍ଚ ଦର୍ଶନୀୟ, ମୁକ୍ତପ, ମୁଗମନକାରୀ, ହ୍ୟବାହକ ଏବଂ ମହୁୟଗଣେର ଆୟା ।

୪ । ହେ ଅଞ୍ଚ ! ତୁମି ବନ୍ଧୁଗଣେର ସହିତ ସନ୍ଧତ ହଇଯା ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କର, କର୍ତ୍ତରଗଣେର ସହିତ ସନ୍ଧତ ହଇଯା ମହାନ୍ କର୍ତ୍ତକେ ଆହ୍ଵାନ କର, ଆଦିତ୍ୟଗଣେର ସହିତ ସନ୍ଧତ ହଇଯା ବିଶ୍ୱଜନ ହିତକୁ ଅନ୍ତିକୁ ଆହ୍ଵାନ କର, ସ୍ତ୍ରିଯୋଗ୍ୟ (ଅନ୍ତିରାଗଣେର) ସହିତ ସନ୍ଧତ ହଇଯା ମକଳେର ବରଣୀୟ ମୁହସ୍ପତିକେ ଆହ୍ଵାନ କର ।

৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, শুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করিবার জন্য ইব্যদ্বাত্তার তত্ত্বার্থিত দৃত হইয়াছিলেন।

১১ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। হে অগ্নি ! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হইয়া মহানু হও। দেবগণ তোমাৰ বিনা মত হত্ত্ব নাই। তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত রথযুক্ত হইয়া আগমন কর এবং এই (কুশোপ্তি) মুখ্য হোতা হইয়া উপবেশন কর।

২। হে অগ্নি ! তুমি গমনশীল, ইবিষ্টান্ত, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বদা দীর্ঘ্যকার্যে প্রার্থনা করে; তুমি দেবগণের সহিত যাহার কুশোপ্তি উপবেশন কর, তাহার দিবসসমূহ সুদিন হয়।

৩। হে অগ্নি ! (শুত্রিকগণ) দিবসে তিনি বাঁর ইব্যদ্বাত্তা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হবা প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এই যজ্ঞে দৃত হইয়া যাগ কর এবং আমাদিগকে শক্ত হইতে রক্ষা কর।

৪। অগ্নি মহানু যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত ইব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ ইহার কর্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে ইব্যবাহক করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি ! ইব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এই যজ্ঞে ইস্ত প্রযুক্ত দেবগণকে প্রমত্ত কর, এই যজ্ঞ ত্যালোকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বিদ্বাত্তা পালন কর।

১২ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। যিনি অগ্নিহোত্র সমিক্ষা করিয়া দীপ্তিপাল, সেই শুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচ্ছিন্ন শিখাৰিশিষ্ট এবং মুদ্রুরূপে আল্লত

ও সর্বত্র গমনকারী (অগ্নি) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

২। মেই জ্ঞাতবেদী নিজ মহস্তের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিত্ব করেন। তিনি যজ্ঞ গৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম হইতে রক্ষা করেন। আমরা তাহার স্তুতি করি ও যাঙ্গ করি।

৩। হে অগ্নি ! তুমি বৰুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ ত্রেষুকে স্তুতিদ্বারা বর্ণিত করেন। তোমাঁতে বিদ্যমান ধন মূলত উচ্চ। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৩ স্কৃত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সকলের উদ্দীপক, কর্মের ধারক, অস্ত্র বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশ্য ত্বোত্ত্ব ও কর্ম কর। আমি প্রীত হইয়া অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশ্য যজ্ঞে হয়ের সহিত (স্তুতি) উচ্চারণ করি।

২। হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিদ্বারা দৌত্ত্বিশিষ্ট ও জ্ঞাত হইয়াই দ্যাবা-পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। হে জ্ঞাতবেদী বৈশ্বানর ! তুমি মহস্তদ্বারা দেবগণকে শক্ত হইতে মুক্ত করিয়াছ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি (স্বর্যরূপে) জ্ঞাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যে রূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, মেই রূপ তুমি বখন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফললাভ কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৪ স্কৃত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা হবিষ্যাত, আমরা সমিধদ্বারা জ্ঞাতবেদার পরিচর্যা করিব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্যা করিব এবং হ্বয়দ্বারা শুঙ্গ-দীপ্তি অগ্নির পরিচর্যা করিব।

২। হে অগ্নি ! আমরা সমিথিদ্বাৰা তোমার পরিচর্যা কৰিব ; হে যজ্ঞীয় ! আমরা স্তুতিদ্বাৰা পরিচর্যা কৰিব ; হে যজ্ঞের হোতা ! আমরা স্মৃতিদ্বাৰা পরিচর্যা কৰিব ; হে কল্যাণকৰ শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব ! আমরা হ্বয়দ্বাৰা পরিচর্যা কৰিব ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি বষট্কৃতি (অর্থাৎ হ্বয়) সেবন কৰতঃ দেবগণের সহিত আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও । তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পচিযৰ্যাকাৰী হই । তোমরা সৰ্বদা আমাদিগকে স্তুতিদ্বাৰা পালন কৰ ।

১৫ স্কৃত ।

অগ্নি দেবতা । বশিষ্ঠ কৃষি ।

১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবৰ্ষী অগ্নির জন্য তাঁহার মুখে হ্বয় প্রদান কৰ ।

২। কৰি, গৃহপতি, মুখ্য অগ্নি পঞ্চশ্রেণী যনুষ্ঠোর অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষ্পত্ত হৰ ।

৩। সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হইতে বৃক্ষণ কৰন এবং আমাদিগকে পাপ হইতে বৃক্ষণ কৰন ।

৪। আমি দ্বুলাকের শ্যেৰসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে সূতন স্তোম উৎপাদন কৰিতেছি । তিনি আমাদিগকে বহুধন দান কৰন ।

৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবাল ব্যক্তির ধনের অ্যায় চকুর স্পৃহনীয় ।

৬। যাজিক শ্রেষ্ঠ হ্বয়বাহক, সেই অগ্নি এই বষট্কৃতি কামনা কৰন, আমাদিগের স্তুতি মেৰা কৰন ।

৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহৃত অগ্নিদেব ! তুমি দ্ব্যাতি-মান এবং স্বৰীয় । আমরা তোমাকে স্বাপন কৰিয়াছি ।

৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নি-বিশিষ্ট হইব, তুমি আমাদিগকে কামনা করত; সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও।

৯। মেধাবী মেতাগণ, ধনকর্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার নিকট গমন করে, সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত (স্তুতি) তোমার নিকট গমন করে।

১০। শুভ, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাজসগণকে বাঁধা দান করুন।

১১। হে বলেরপুর ! তুমি ঈশ্বর হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর, তগণ বরণীয় (ধন) দান করুন।

১২। হে অগ্নি ! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অগ্নি দান কর, সবিভাদেবও বরণীয় (ধন দান করুন), তগণ দান করুন, দিতিও দান করুন।

১৩। হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর ; হে জ্যোতি-রহিত দেব ! তুমি হিংসাকারীগণকে অত্যন্ত তাপক তেজোদ্বারা দক্ষ কর।

১৪। তুমি অপ্রতিধৰ্মনীয়, একগে তুমি আমাদিগের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিতা শতগুণ। পূর্ণ হও(১)।

১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক ! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হইতে দিবারাত্রি দুর্ক্ষা কর।

১৬ সূত্র।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি, তোমাদের জন্য বলেরপুর প্রিয়, প্রজাপকশ্রেষ্ঠ, গমন-শীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দৃত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি।

২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং (অশ্঵রকে রথে) যোজিত করেন, তিনি (দেবগণের প্রতি) অত্যন্ত ক্ষতগমন করেন। তিনি

(১) এখানেও অয়োনির্মিত মগরের উল্লেখ আছে। অর্থ নিরাপদ দ্বান।

ମୁନ୍ଦରଙ୍ଗପେ ଆହୁତ, ମୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରିବିଶିଷ୍ଟ, ସଜନୀୟ ଓ ମୁକର୍ମୀ । ବନୁଗଣେ(୧) ଧନ ଅପ୍ରିଦେବେର ନିକଟ (ଗମନ କରକ) ।

୩ । ଅଭୋଟେବସୀ, ଅଭିଛୁଯମାନ ଏହି ଅପ୍ରିର ତେଜ ଉଥିତ ହିତେହେ, ଆବୋଚମାନ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷମ୍ପୀରୀ ଧୂମମୁହ ଉଥିତ ହିତେହେ, ଲରଗଣ ଅପ୍ରିକେ ସମିନ୍ଦ କରିତେହେ ।

୪ । ହେ ବଲେରପୁତ୍ର ! ତୁମି ଅଭାନ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ରୀ, ଆମରା ତୋଷାକେ ଦୃତ କରି, ତୁମି ହ୍ୟ ତୋଜନେର ନିମିତ୍ତ ଦେବଗଣକେ ଆହାନ୍ କର । ଯଥମ ତୋମାର ନିକଟ ଯାତ୍ରା କରି, ତଥନ ତୁମି ମନୁଷ୍ୟଗଣକେ ଭାଗ (ଧର) ଦାନ କର ।

୫ । ହେ ମକଳେର ବରଣୀୟ ଅପ୍ରି ! ତୁମି ଆମାଦେର ଯଜ୍ଞେ ଗୃହପତି, ତୁମି ହୋତୀ, ତୁମି ପୋତୀ, ତୁମି ଅକୃଷ୍ଟମତି, ତୁମି ବରଣୀୟ ହ୍ୟ ଯାଗ କର ଓ କାମନୀ କର ।

୬ । ହେ ଶ୍ରୀରାମ ! ସଜମାନକେ ରତ୍ନ ଦାନ କର, ଯେହେତୁ ତୁମି ରତ୍ନଦାତୀ, ତୁମି ଆମାଦେର ଯଜ୍ଞେ ସମନ୍ତ ଖତ୍ତିକଗଣକେ ତୌଳ କର ; ହୋତୀ ବର୍କିତ ହିତେହେ, (ତାହାକେ ବର୍କିତ କର) ।

୭ । ହେ ମୁନ୍ଦରଙ୍ଗପେ ଆହୁତ ଅପ୍ରି ! ତୋମାର ଶୋତାଗଣ ପ୍ରିୟ ଇଉକ ଏବଂ ଯେ ଧରବାନ ଦାତାଗନ ଅନସମୁହ ଓ ଗୋନୟମୁହ ଦାନ କରେ, ତାହାରୁାଣ ପ୍ରିୟ ଇଉକ ।

୮ । ଯାହାଦେର ଗୃହେ ହୃତହଣ୍ଠ ଇଲୁ(୨) ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯା ନିଷତ୍ତା ଆହେନ, ହେ ବଲବାନ୍ ଅପ୍ରି ! ତାହାଦିଗକେ ଦ୍ରୋହକାରୀ ଓ ନିନ୍ଦକ ହିତେ ଭାଗ କର, ଆମାଦିଗକେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ତ୍ରିଦୋଗ୍ୟ ମୁଖ ଦାନ କର ।

୯ । ହେ ଅପ୍ରି ! ତୁମି ହ୍ୟବାହକ ଓ ଦିଦ୍ଧାନ, ତୁମି ମୋଦରିତ୍ରୀ ଓ ଆମ୍ବାଜ୍ଞାନୀୟା ଜିହ୍ଵାଦାରୀ ଆମାଦିଗକେ ଧରଦାନ କର ; ଆମରା ହବିଷ୍ୱାନ୍ । ତୁମି ହ୍ୟଦାତୀକେ (କର୍ମେ) ପ୍ରେରଣ କର ।

(୧) ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ବାସକ ଜନ, ସଶିଷ୍ଟଗଣ । ସାମ୍ରଣ ।

* (୨) ଅନ୍ତରପା ହବିର୍ଲକ୍ଷଣୀ ଦେବୀ । ସାମ୍ରଣ ।

১০। হে যুবতম! যাহাৰী মহৎ যশ ইচ্ছা কৰিয়া সাধক অশ্বকপ হ্বয় দান কৰে, তুমি তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কৰণ শতমগ্ৰীদ্বাৰা পালন কৰ।

১১। ধৰদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূৰ্ণ সুক কামনা কৱেন, তোমৰা (সোমদ্বাৰা পাত্ৰ) সিন্দ কৰ, (সোম) দান কৰ। অনন্তক অগ্নিদেব তোমাদিগকে বহন কৱেন।

১২। দেবগণ, প্ৰকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা কৰিয়াছেন, অগ্নি, পরিচার্যাকাৰী হ্বযদাতাজনকে স্বীর্য্যমূল রত্ন দান কৰন।

১৭ সূত্র ।

অগ্নি দেবতা। বনিষ্ঠ খৰি।

১। হে অগ্নি ! শোভন সমিধদ্বাৰা সমিক্ষ হও। অধ্যুঃ সম্যক-
কল্পে কুশ বিস্তৃত কৰন।

২। দেবাভিলাষী দ্বারমস্মৃহকে আশ্রয় কৰ এবং যজ্ঞাভিলাষী দেব-
গণকে এই যজ্ঞে আনন্দন কৰ।

৩। হে জ্ঞাতবেদা অগ্নি ! (দেবগণের) অভিযুক্তে গমন কৰ,
হ্বযদ্বাৰা দেবগণের যাগ কৰ এবং তাহাদিগকে শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কৰ।

৪। জ্ঞাতবেদা, অমুর দেবগণকে মুন্দৰ যজ্ঞবিশিষ্ট কৰন, যাগ কৰন
এবং শ্রীত কৰন।

৫। হে মতিমান ! সমন্ত বৱণীয়(খন) দানকৰ, আমাদিগের আশী-
র্ক্ষাদসম্মুহ অন্য সত্য হউক।

৬। হে অগ্নি ! তুমি বলেৱপ্তি, তোমাকে সেই দেবগণ হ্বযবাহক
কৰিয়াছেন।

৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমৰা হ্বয দান কৰিব, তুমি মহান
ও উপগম্য, তুমি আমাদিগকে রত্ন দান কৰ।

১৮ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক্ত হইতে ২৫ ঋক্ত পর্য্যন্ত সুদাম রাজাৰ ঘজেৰ দান ত্ব
কৰা হইয়াছে বলিয়া উহাই দেবতা। বসিষ্ঠ থৰি।

১। হে ইন্দ্র ! আমাদেৱ পিতাগণ স্তুতিকৰতঃ তোমাৰ হইতেই সমস্ত
মনোহৰ ধন লাভ কৱিয়াছেন। তোমাৰ হইতে গাতীমযুহ মুখে দোহনক্ষম
হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিনাধী ব্যক্তিকে অধিকন্তপে
ধন দান কৰ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি জায়াগণেৰ সহিত রাজাৰ ন্যায় দীপ্তিৰ সহিত
বাস কৱ। হে মৰবা ! তুমি বিদ্বান্ম ও কবি হইয়া স্তোত্বাদিগকে ঋপ দান
কৰ এবং গো ও অশ্বদ্বাৰাৰ রক্ষা কৱ। আমৱা তোমাকে কামনা কৱি,
তুমি আমাদিগকে ধনীর্থে সংকৃত কৰ।

৩। হে ইন্দ্র ! এই ঘজেৰ স্পর্কমান ও রমণীয় স্তুতি সকল তোমাৰ
মিকট উপস্থিত হয়, তোমাৰ ধন আমাদেৱ অভিযুখে গমন কৰক। আমৱা
তোমাৰ অমুগ্রহ লাভ কৱিয়া মুখী হইব।

৪। সুত্রণবিশিষ্ট ধেনুৰ ন্যায় তোমাকে দোহন কৱিতে ইচ্ছা কৱিয়া,
বসিষ্ঠ স্তোত্র স্তৰ কৱিতেছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাতীগণেৰ
পতি বলে; ইন্দ্র, আমাদেৱ মস্তুতিৰ নিকট আগমন কৰন।

৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীমযুহ প্ৰথিত কৰতঃ সুদামেৰ জন্য তলস্পৰ্শ-
যোগ্য ও মুখে পাঁৰযোগ্য কৱিয়াছেন। স্তোত্র জন্য নদীগণেৰ উৎসাহ-
মান ও রোধমান শাপ দূৰ কৱিয়াছেন।

৬। যজ্ঞশীল, দানকাৰী, তুর্বশনামেৰ রাজা ছিলেন। মৎস্যেৰ শ্যায়
মিয়াত্তি হইলেও ভৃগু ও ক্রতুগণ ধনীর্থ (সুদাম) এবং তুর্বশেৰ পৱন্পৰ
সাক্ষাৎ কৃতাইয়া দিয়াছিলেন। বাণশীল এই উভয়েৱ(১) মধ্যে সখা,
সখাকে বধ কৱিয়াছিলেন।

(১) সুদাম রাজাৰ ঐ২ ঋক্তে উল্লেখ না থাকিলেও সাধল বলেন তুর্বশ সুদামেৰ
সহিত দেখ। কৱিতে গিয়াছিলেন। সাধল ইহার আঁও এক প্ৰকাৰ অৰ্থ কৱিয়া-
ছেন যথা, বজ্জলীল দানাগ্রহণ তুর্বশনামেৰ রাজা ছিলেন। তিনি মৎস্য জনপদকে
বাধিত কৱিয়াছিলেন। ভৃগু ও ক্রতুগণ তাহাকে সুখী কৱিয়াছিলেন। বাণশ
এই উভয়েৱ মধ্যে সখা ইন্দ্র, সখা রাজাৰ উক্তাৰ কৱিয়াছিলেন।

৭। হ্রসমৃহের পাঁচক, ভদ্রযুথ, অপ্রয়োগ ও বিষাণুহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ (ইন্দ্রের) স্তুতি করে। ইন্দ্র (মোমপানে) মজৎ হইয়া আর্য্যের গাভী-সমৃহ হিংস্কৃগণ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং লাভ করিয়াছেন এবং যুক্তে মনুষ্যগণকে (বধ করিয়াছেন)।

৮। দুরভিসঞ্চিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা মদীর কূল-ভেদ করিয়া দিয়াছিল। (মুদাস) মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ম্যায় শয়ন করিয়াছিল(২)।

৯। (নদীর জল) গন্তব্য প্রদেশাভিযুক্তেই নদীতে গমন করিয়াছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিযুক্তে গমন করে নাই এবং (মুদাসের) অশু গম্ভী (প্রদেশে) গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, মুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপতা-বিশিষ্ট জপ্তক অগ্নিদিগকে অপতাগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন।

১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমৃহ যবের জন্য যে রূপ গমন করে, মাতাকর্তৃক প্রেরিত, একত্রিত মুকুৎগণ(৩) পূর্বকৃত (প্রতিজ্ঞা) অনুসারে মিত্র (ইন্দ্রের) অভিযুক্তে সেইরূপ গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহাদের) মিয়ুৎগণ হস্ত হইয়া শীঘ্ৰ গমন করিয়াছিল।

১১। (মুদাস) রাজা যশোলাভর জন্য দ্বাইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধৰ্য্য) যেরূপ কুশ চেদন করে, সেইরূপ তিনি (শক্তগণকে) ছেদন করেন। শূরইন্দ্র, তাঁহার (মাহা-যাঁর্য্যে) মুকুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১২। আঁর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শূত, কবষ, হৃক ও ক্রহ্যকে আরুপুর্বকরূপে জলমধ্যে বিষম্প করিয়াছিলেন। এই সময়ে ধাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, (তাঁহারা) সন্ধ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল।

(২) অর্থাৎ হত হইয়াছিল। এই ৭৬৮ ঋকে অন্যান্য বর্ষরদিগের উল্লেখ আছে। এই স্তুতের অন্যান্য ঋকেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তস্তির এই স্তুতে মুদাসের অনেক শক্তির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বোধ হয় মুদাসের বিপক্ষ পক্ষীর আর্য্য রাজা, বা যৌবনা ছিলেন।

(৩) মূলে “পৃশ্নিগাবঃ” আছে, অর্থাৎ বাঁহাদের অশুগণ পৃশ্নিবর্ণ। সাঁয়ল কিন্তু পৃশ্নি মুকুৎগণের মাতা তাঁহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

১৩। ইন্দ্র নিজ বলস্থারা উহাদিগের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্তপ্রকার (ব্রহ্মার উপায়ে) তৎসূচণ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অন্যুর প্রভের গৃহ তৎসূচকে সাম করিয়াছিলেন। আমরা যেন দুষ্টব্যক্ষবিশিষ্ট মুম্বকে জয় করিতে পারি।

১৪। অনুর ও কৃত্তার গবাড়িসামী ষষ্ঠীশত এবং ষট্সহস্র ষড়ধিক ষষ্ঠীসংখ্যক পৃষ্ঠগুণ পরিচ্যাভিসামী (মুদ্রাসের) জন্ম শরিত হইয়াছিল, এই সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বৌর্যসূচক।

১৫। দুষ্ট মিত্রবিশিষ্ট এই অজ্ঞান তৎসূচণ ইন্দ্রের সহিত (যুদ্ধে) সম্ভত হইয়া পলায়ন করতঃ নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু অন্দান করিয়াছিল।

১৬। বৌর্যসূচক (মুদ্রাসের) হিংসাকারী ইন্দ্ররহিত, হ্যপাত্তি উৎসাহ-মান ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্র তুমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা অন্দান করিয়াছিলেন। (মুদ্রাসের শক্ত), পথে গমন করতঃ পলায়নমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৭। ইন্দ্র তথন দরিদ্র মুদ্রাসের দ্বারা এক কার্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাঁগিয়াও হত করিয়াছিলেন। স্বৰ্ণবারা যুপাদির কোন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন মুদ্রাস রাজাকে অন্দান করিয়া-ছিলেন।

১৮। হে ইন্দ্র ! তোমার বহুতর শক্ত বশীভূত হইয়াছিল। উৎসাহসূচক তেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এই তেদে তাঁহারই অমিষ্ট করে। ইহার বিকক্ষে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।

১৯। এই যুক্তে ইন্দ্র তেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যন্মা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৎসূচণ তাঁহাকে দুষ্ট করিয়াছিল। অজ, শিগ্ন, যক্ষ এই তিনি জলপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।

২০। হে ইন্দ্র ! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। মুতৰ অনুগ্রহ ও ধন বর্ণনার অতীত। তুমি মন্যমানের পুজ্র দেবককে বধ করিয়াছ। স্বরং মহাশেন হইতে শম্ভুরকে তেদ করিয়াছ।

২১। হে ইন্দ্র ! অনেক রাজ্যস ঘাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সেই পর্বাশুর(৪) বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করিয়া গৃহে আগমন করতঃ তোমার স্তব করিয়াছিল । তাহারা তোমার সথ্য বিশ্বত হয়না, যেহেতু তুমি ভোজ বিশ্বত হওনা বলিয়া তাহাদের সর্বদাই সুদিন থাকে ।

২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবন্মপুত্র, সুদামের, দুই শত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া আঁপ হইয়াছি । হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি ।

২৩। দানাঙ্গদ্রুত স্বর্ণালক্ষ্মীরবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঝঁজুগামী ও প্রথিবীস্থিত, পিজবন্মপুত্র সুদামের প্রদত্ত চারিটী অর্থ পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অর্পণে বহন করিতেছে ।

২৪। যে সুদামের বশ বিশ্বীর্ণ দ্যাবাপুথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দানাঙ্গশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে ধন দান করেন । সপ্তলোক তোহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে । নদীসকল যুক্তে যুধামধি (মামক শক্তকে) বিমাণ করিয়াছেন ।

২৫। হে নেতা মুকৃগণ ! এই সুদাম রাজার পিতা, দিবোদামের (পিজবন্মের) ন্যায় তোমরা ইহাকেও মেবা কর । পিজবন্মপুত্রের গৃহ রক্ষণ করুন । ইহার বল বিমাশ্রহিত এবং অশিখিল হউক ।

১৯ পৃষ্ঠা ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ খৃষি ।

১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্খল বৃষভের ন্যায় ভয়কর হইয়া একাকী সমস্ত শক্রলোকদিগকে স্থানচূড়াত করেন, যিনি হব; রহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি যথম অজ্ঞুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদান-করতঃ দাস, শুশ্র ও কুযবকে বশীচূড় করিয়াছিলে, উখন শতৌরবারী শুশ্রযমান হইয়া যুক্তে কুৎসকে রক্ষণ করিয়াছিলে ।

(৪) মূলে “পরাশুরঃ বসিষ্ঠঃ” আছে ।

৩। হে ধর্ষক ! হ্যদাতা সুদামাকে ধর্ষক (বজ্রে) দ্বারা সমস্ত রক্ষারসহিত রক্ষা কর, যুক্তে তুমি লাভের জন্য পুকুরসের পুত্র অসম্ভবকে ও পুরুকে রক্ষা কর ।

৪। হে মেতুদিগের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র ! তুমি সৎগামে মুক্তির সহিত বহুত্বগণকে বধ করিয়াছ, হে হরিযুক্ত ! তুমি দভীতির জন্য দম্ভ্য, চুম্বুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছ ।

৫। হে বজ্রহন্ত ! তোমার বল একপ যে, তুমি নব অবতী পুরী যুগ-পৎ (বিদীর্ণ করিয়াছ) নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করিয়াছ, মৃতকে বধ করিয়াছ এবং নমুচিকে বধ করিয়াছ ।

৬। হে ইন্দ্র ! হ্যদাতা যজমান সুদামাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সম্মান হইয়াছিল, হে বজ্রকন্দ ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশুদ্ধযকে ঘোজিত করিতেছি । তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করক ।

৭। হে বলবান ! তোমার এই যজ্ঞে আমরা যেন পর-দান ও পাপের (ভাগী) না হই; আমাদিগকে বাধারহিত রক্ষা দ্বারা ত্বাণ কর, স্তোত্রাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হইব ।

৮। হে ধনবান ! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখি ও প্রিয় হইয়া গৃহে ছফ্ট হইব, তুমি অতিথি বৎসল (স্তোত্রসের) মুখ সম্পাদন করতঃ তুর্বশকে বশীভূত কর, যাঁদিকে বশীভূত কর ।

৯। হে ধনবান ! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হ্যদাতা পাণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি । আমাদিগকে সখাকল্পে পরিগ্রহণ কর ।

১০। হে মেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ! এই নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজ-নীয় হ্যদান করতঃ আমাদের অভিযুক্তীন করিয়াছে; তুমি যুক্তে সেই মেতাগণের কল্যাণকর এবং সখী, শূর এবং রক্ষক হও ।

১১। হে শূর ইন্দ্র ! অদ্য তুমি স্তুত্যান ও স্তোত্রযুক্ত হইয়া শব্দীরে বর্ণিত হও, আমাদিগকে অর দান কর ও গৃহদান কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বন্তিদ্বাৰা পালন কর ।

ত্রৃতীয় অধ্যায়।

২০ স্তুতি।

বসিষ্ঠ ঋষি। ইন্দ্র দেবতা।

১। বলবান्, উগ্র ইন্দ্র বীর্য (প্রকাশের) জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই করেন। যুবাও আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞ-গৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হইতে আমাদিগের ত্বাণ করেন।

২। ইন্দ্র বর্দ্ধমান হইয়া হৃতকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শৈশ্বরি আশ্রয় দানদ্বারা স্তোত্রাকে রক্ষা করেন। তিনি মুদ্রাসের জন্য জন-পদ নির্মাণ করিয়াছেন এবং যজ্ঞানের উদ্দেশে বারষ্টার ধর্ম দান করেন।

৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষ শূল্য, যুক্তকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বত্বাবতঃ বহুলোকাভিবাচী; তিনি শক্রদিগের অনভিতবমৌয় ও প্রকৃতে বলযুক্ত। ইন্দ্রই (শক্র) সেনা বিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শক্রতা করে, তাহাদিগকে বধ করেন।

৪। হে বহুধনবান् ইন্দ্র ! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করিয়াছ। অশ্ববান্ ইন্দ্র শক্রদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপ করতঃ যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত হন।

৫। পিতা যুক্তার্থ অভীটবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইন্দ্র-মনুষ্যগণের সেনানী হইয়া প্রভু হন। তিনি ইশ্বর, শক্রবিনাশক, গোসকলের অদ্বেষক ও শক্রগণের পরাভবকারী।

৬। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শক্রবিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সেই ব্যক্তি কথমও (হান) ভুঠ হয় না, কথমও ক্ষীণ হয় ন। যে ব্যক্তি

ଇନ୍ଦ୍ରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ତାନ କରେ, ଯଜ୍ଞଜାତ ଯଜ୍ଞଗାଲକ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଧନାର୍ଥ
ବାସ କରେଲ ।

୭ । ହେ ବିଚିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ! ପୃତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି^(୧) ପରବର୍ତ୍ତୀକେ ଯାହା ଦାନ କରେ
ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି କନିଷ୍ଠେର ନିକଟ ଯେ ଦେଯ ଧନ ଆଁଶ୍ଚ ହୟ (ଏବଂ ଯେ ଧନ ଲାଭ
କରିଯା) ଅମୃତେର ନ୍ୟାୟ ଦୂରଦେଶେ ଗମନ କରେ, ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଧନ ଆମାଦିଗେର
ଅନ୍ୟ ଆହୁରଣ କର ।

୮ । ହେ ବଜ୍ରଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାର ଯେ ପ୍ରିୟ ସଥୀ (ହୃଦୟ) ଦାନ କରେ, ସେ
ତୋମାର ଦାନେଇ ଅବଶ୍ଥାନ କରକ । ଆମରୀ ହିସା ନା କରିଯା ତୋମାର ଅନୁଗ୍ରହ
ଲାଭ କରତଃ ସର୍ଵାପେନ୍ଦ୍ର । ଅଧିକତର ଅନ୍ତରାମ୍ଭ ହିସା ମନୁଷ୍ୟଦିଗେର ରକ୍ଷଣଶୀଳ
ଗୃହେ ଯେମ ଅବଶ୍ଵତି କରିତେ ପାରି ।

୯ । ହେ ଧନବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଏହି ମୌର ତୋମାର ଜଳ୍ୟ ବର୍ଷିତ ହିସା କ୍ରମନ
କରିତେଛେ । ଆରଣ୍ଡ (ଶ୍ରୋତା) ତୋମାର ସ୍ତବ କରିତେଛେ । ହେ ଶକ୍ର ! ଆମି
ତୋମାର ଶ୍ରୋତା, ଧନାତ୍ମିଳ୍ୟ ଆମାକେ ଆଁଶ୍ଚ ହିସାହେ, ଅତେବ ତୁମି ଶୀଘ୍ର
ଆମାଦିଗକେ ଦାସଯୋଗ୍ୟ (ଧନ) ଅନ୍ତାନ କର ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଆମାଦିଗକେ ଧାରଣ କର, ଯେମ ଆମରୀ ତୋମାର
ଦୁନ୍ତ ଅମ୍ଭ ଭୋଗ କରିତେ ପାରି । ଯେ ହବାନ୍ୟୋଗନ ନିଜେଇ ହ୍ୟ ଅନ୍ତାନ କରେଲ,
ତାହାଦିଗକେଓ ଧାରଣ କର । ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶନ୍ତ ସ୍ତୁତି କାହ୍ୟେ ଆମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ
ହିଉକ, ଆମି ତୋମାର ଶ୍ରୋତା, ତୋମରୀ ଆମାଦିଗକେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତିମାର୍ଗ
ପାଳନ କର ।

୨୧ ଶ୍ଲେଷ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ବନିଷ୍ଠ ଖବି ।

୧ । ଦୀପ, ଗଦ୍ୟମିଶ୍ରିତ ମୌର ଅଭିସୁତ ହିସାହେ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୱବତ୍ତଃଇ
ଇହାତେ ସଜ୍ଜତ ହମ । ହେ ହ୍ୟଶ ! ତୋମାୟ ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୋଧିତ କରିବ ।
ମୌରଜଳିତ ମତଭାବ (କାଳେ) ଆମାଦେର ଶ୍ରୋତ ଅବଗତ ହୁ ।

(୧) ପିତା ଅଥବା ଜ୍ୟୋତି ଭାତା । ଶାରଣ ।

୨ । (ଯଜମାନଗଣ) ସଜେ ଗମନ କରିତେହେଲ, ବହି' ବିଭୀର୍ଣ୍ଣ କରିତେ-
ଛେଲ, ସଜେ ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତ କରେ । ଅନ୍ନବାନ୍ତ, ଦୂରଗାୟି ଶଦ୍ଵିଶିଷ୍ଟ,
ଶ୍ଵାସକୁ-ସଙ୍କତ, ବର୍ଷଣକାରୀ (ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର) ଗୃହ ହିତେ ଗୃହିତ ହିତେହେ ।

୩ । ହେ ଶୂର ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମি ହତ୍ରକର୍ତ୍ତ୍ରକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଳର ଜଳ ପ୍ରେରଣ କରିଯା-
ଛିଲେ । ତୁମି ଆହୁ ବନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ରଥିଗଣେର ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣତ ହୁଏ । ମନ୍ଦିର
କୁତ୍ରିମ ତୁବଳ ଭାଯେ କଞ୍ଚିତ ହୁଏ ।

୪ । ଇନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟେର ହିତକର ମନ୍ଦିର କର୍ମ ଅବଗତ ହେଇଯା । ଏବଂ ଆମୁଦନାରୀ
ଭୟକର ହେଇଯା । ଏଇ ଶ୍ରକ୍ରଗଣକେ ବାଣ୍ଶ କରିଯାଛିଲେମ; ତାହାଦିଗେର ନଗର ମନ୍ଦିର
କଞ୍ଚିତ କରିଯାଛିଲେମ । ତିଲି ହଟ, ମହିମାଯୁକ୍ତ ଓ ବଜ୍ରହତ ହେଇଯା । ତାହା-
ଦିଗକେ ବଧ କରିଯାଛିଲେମ ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ରାଜ୍ଞୀମନ୍ଦିର ଯେନ ଆମାଦିଗକେ ହିଂସା ନା କରେ । ହେ
ବଲବତ୍ତମ ଇନ୍ଦ୍ର ! ରାଜ୍ଞୀମନ୍ଦିର ଯେନ ପ୍ରାଜାଗଣ ହିତେ ଆମାଦିଗକେ ନା ପୃଥକ
କରେ । ସ୍ଵାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେନ ବିଷମ ଜନ୍ମର ବଧେ ଉତ୍ସାହାବ୍ରିତ ହୁଏ । ଶିଶୁ ଦେବଗଣ
ଯେନ ଆମାଦିଗେର ସଜେ ବିଷ୍ଣୁ ନା କରେନ ।

୬ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି କର୍ମବାରୀ ପ୍ରଧିବୌତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ମନ୍ଦିରକେ ଅଭି-
ଭୂତ କର । ଲୋକ ମନ୍ଦିର ତୋମାର ମହିମା ବ୍ୟାପ୍ତ କରିତେ ପାରେ ନା । ତୁମି
ମିଜବଳେ ବୃତ୍ତକେ ବଧ କରିଯାଇ । ଶକ୍ରରା ଯୁଦ୍ଧବାରୀ ତୋମାର ଅନ୍ତ ଲାଭ କରିତେ
ପାରେ ନାହିଁ ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ପୂର୍ବ ଦେବଗଣ ଓ ବନ ଓ ଆନିବଧ ବିଷଯେ ତୋମାର ବନ
ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବଲିଯା ବିଦିତ ହେଇଯାଛିଲେମ । ଇନ୍ଦ୍ର (ଶ୍ରକ୍ରଗଣକେ) ଅଭିଭୂତ
କରିଯା (ଭକ୍ତଗଣକେ) ଧନ ଦାତ କରେନ । ସ୍ତୋତ୍ରାଗଣ ଅନ୍ନାଭାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ
ଆହ୍ୱାନ କରେନ ।

୮ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଈଶାନ, ସ୍ତୋତ୍ର ବର୍କ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ତୋମାକେ ଆହ୍ୱାନ
କରିତେହେ । ହେ ବହୁରୁକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଆମାଦେର ଅଭୂତ ଧନେର ରକ୍ଷକ
ହେଇଯାଛିଲେ । ତୋମାର ତୁଳ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି (ଆମାଦେର) ହିଂସା କରେ, ତାହାକେ
ନିରାଗ କର ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମରା ସ୍ତତିଦ୍ଵାରା ତୋମାକେ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତଃ ସର୍ବଦୀ
ଯେନ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ତୁମି ସୌର ମହିମାଯ ମନ୍ଦିରେ ତାରକ, ତୋମାର

ଆପରେ ଆର୍ଥ୍ୟ ସ୍ନୋତ୍ତଗଣ ଯୁଦ୍ଧକାଳେ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଗତ ହିଂସକନ୍ଦିଗେର(୧) ବଳ ହିଂସା କରନ ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମি ଆମାଦିଗକେ ଧାରଣ କର, ଯେମ ଆମରୀ ତୋମାର ଦନ୍ତ ଅହର୍ଭୋଗ କରିତେ ପାଇର । ଯେ ହୃଦୟାୟିଗଣ ନିଜେଇ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାତ୍ତ୍ଵଦିଗକେଓ ଧାରଣ କର । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଵସ୍ତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଛଟକ, ଆମି ତୋମାର ସ୍ନୋତ୍ତ । ତୋମରୀ ଆମାଦିଗକେ ସର୍ବଦୀ ସ୍ଵକ୍ଷିଦ୍ଵାରୀ ପାଲନ କର ।

୨୨ ଜୁଲାଇ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ବମିଠ ଖରି ।

୧ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ମୋମ ପାଇନ କର, (ମୋମ) ତୋମାୟ ମନ୍ତ୍ର କରକ । ହେ ହରି-ନାୟକ ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ! (ରଶ୍ମିଦ୍ଵାରୀ ମଂଯତ) ଅଶ୍ଵେର ନ୍ୟାୟ ଅଭିଷବ-କର୍ତ୍ତାର ହନ୍ତରେ ପରିଗୃହୀତ ଅନ୍ତର, ଏଇ ମୋମ ଅଭିଷବ କରିଯାଛେ ।

୨ । ହେ ହରିନାୟକ ଅଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁତ ଧନବାନ୍ (ଇନ୍ଦ୍ର) ! ତୋମାର ଯେ ଉପ-ୟୁକ୍ତ ଓ ସମୟକୁ ପ୍ରେସ୍ତ୍ରିତ ମୋମ ଆଛେ, ସନ୍ଦାରୀ ତୁମି ରତ୍ନଗଣକେ ହନନ କରିଯାଛ, ମେଇ ମୋମ ତୋମାୟ ଅନ୍ତର କରକ ।

୩ । ହେ ଘସବନ୍ ! ବମିଠ ତୋମାର ସ୍ତ୍ରିଜୀଳ ଏହି ଯେ କଥା ବଲିତେଛେମ, ତୁମି ଆମାର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋ, ଆମି ଯଜ୍ଞେ ଏହି ସକଳ ସ୍ତ୍ରି ମେବା କର ।

୪ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମି ମୋମ ପାଇନ କରିଯାଛି, ତୁମି ଆମାର ପ୍ରେସ୍ତ୍ରରେ ଆହ୍ଵାନ ଶ୍ରବନ କର, ସ୍ତ୍ରିକାରୀ ବିଶ୍ରେର ସ୍ତ୍ରି ଅବଗତ ହୋ । ଏହି ଯେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କରିତେଛି, ସହ୍ୟତ୍ତୁତ ହଇଯା ଇହା ସମ୍ଭବ ବୁନ୍ଦିଛ କର ।

୫ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି (ଶକ୍ତି) ହିଂସକ, ଆମି ତୋମାର ବଳ ଜାନି, ଆମି ତୋମାର ସ୍ତ୍ରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନା । ଆମି ସର୍ବଦୀ ତୋମାର ଅମାଧାରଣ ଶୋବିଶିଷ୍ଟ ନାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ।

(୧) ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାର୍ଥଦିଗେର ।

৬। হে ইন্দ্র ! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক । মনৈষী
তোমাকেই অত্যন্ত আহ্লান করিতেছে । অতএব আপনাকে আমাদের
হইতে দূরে (স্থাপন) করিও না ।

৭। হে শূর ! তোমারই অম্য এই সকল সৌম্যভিষব । তোমারই
অন্য বর্কনকর স্তোত্র করিতেছি । তুমি ই সর্বশ্রান্তের মনুষ্যগণের আহ্লান-
যোগ্য ।

৮। হে দৰ্শকীয় ! তুমি স্তুয়মান হইলে তোমার মহিমা কে না তৎ-
ক্ষণাত্ম প্রাপ্ত হয় ? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয় ? ।

৯। যে সকল প্রাচীন খবি ছিলেন ও যে সকল নৃতন খবি আছেন,
সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করিতেছেন । আমাদের প্রতি তোমার
সখ্য মঙ্গলকর হউক । তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বত্ত্বার্থা পালন
কর ।

২৩ স্কৃত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ খবি ।

১। অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদ্দীরিত হইত । হে বসিষ্ঠ ! তুমিও
যজে ইন্দ্রের স্তোত্র কর । তিনি বলদ্বাৱা সমস্ত ভূবন ব্যাপ্ত কৰিয়াছিলেন ।
আমি তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা কৰি । তিনি আমার স্তুতি বাঁক্য অবগ
বক্তব্য ।

২। যথন শুধি সকল বর্ক্ষিত হয়, তখন দেবগণের প্ৰিয়শব্দ উদ্দীরিত
হয় । আৰুও লোকের মধ্যে কেহই আপনার আয়ু জানিতে পারে না ।
আমাদিগকে সকল পাঁপ হইতে পাঁর কৰ ।

৩। আমি ইরিবৰের দ্বাৱা ইন্দ্ৰের গোপ্যাপক রথ ঘোড়িত কৰি ।
ইন্দ্র স্তুতি সেবা কৰিতেছেন, তাহাকে সকলে উপাসনা কৰিতেছে । তিনি
স্বহিতার দ্যোবাপ্তিথিবী দাঁধিত কৰিয়াছেন । ইন্দ্র শক্রদন্দসমূহ বিনাশ
কৰিয়াছেন ।

৪। হে ইন্দ্র ! অপ্রসূত গাঁতীয় ন্যায় জল বর্ক্ষিত হউক । তোমার
স্তোত্রগণ জল ব্যাপ্ত কৰক । দায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আগমন

লে, মেইরূপ তুমি আমার নিকট আগমন কর। তুমি কর্মদ্বাৰা অৱশ্যান কৰ।

৫। হে ইন্দ্ৰ ! মদকৰ সোম সকল তোমায় মন্ত কৰক। শ্রোতাকে
বলবান্ব বলধন পুজা (দান কৰ)। হে শূর ! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী
মহুষ্যগণের প্রতি অনুকূল্য অদৰ্শন কৰ। এই যজ্ঞে অমন্ত হও।

৬। বসিষ্ঠগণ অচ্ছনৌয় স্তোত্রদ্বাৰা। এই প্রকারেই বজ্রাছ অভোষ্ট-
বৰ্ষী ইন্দ্ৰের পুজা কৰে। তিনি স্তুত ইন্দ্ৰা আমাদিগকে বীৱিশিষ্ট ও
গোবিশিষ্ট ধন দান কৰন, তোমোঁ আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিদ্বাৰা
পালন কৰ।

২৪ স্তুত ।

ইন্দ্ৰ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্ৰ ! তোমার সদনেৰ জন্য স্থান কৰা হইয়াছে। হে পুকৃ-
হৃত ! মৰুগণেৰ সহিত তথায় আগমন কৰ। তুমি যেৱণ আমাদেৱ
উক্ষিত হইয়াছ, যেৱণ আমাদেৱ বৃন্দিৰ জন্য হইয়াছ, মেইরূপ ধন দান
কৰ। আমাদেৱ সোমদ্বাৰা মন্ত হও।

২। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি দ্রুই স্থানে পুজা। আমোঁ তোমার মন গ্ৰহণ কৱি-
য়াছি। সোম অভিষব কৱিয়াছি, মধু পরিমেক কৱিয়াছি, মধ্যম স্বরে
উচ্চার্যামান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্ৰকে আহ্বান কৱিয়া উচ্চারিত
হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি আমাদেৱ এই যজ্ঞে সোমপানেৰ জন্য স্বৰ্গ হইতে
ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কৰ। আৱণ অশুগণ আৰনদেৱ মিথিত আমাৰ
অভিযুথে ইন্দ্ৰকে স্তোত্রাভিযুথে বহন কৰক।

৪। হে হৃষ্ণ, শোভম হৃষুবিশিষ্ট ইন্দ্ৰ ! তুমি সর্বপ্রকাৰ রক্ষাৰসহিত
যিলিত হইয়া হৃষ্ম মৰুগণেৰ সহিত শক্রদিগকে হিংসা কৱতঃ আমাদিগকে
অভীষ্টবৰ্ষী বলবানপুজা প্ৰদান কৱতঃ শ্রোতৃ সেৱা কৱিতে২ আমাদেৱ
নিকট আগমন কৰ।

৫। রথের অশ্বের ন্যায় এই বলকারক শ্রোম মহান्, ওজন্মী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। হে ইন্দ্র ! তোমার মিকট ধম ঘাচ্ছা করে, তুমি আমাদিগকে আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান্ পুন্ন প্রদান কর।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি এইরপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহানু অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হরিশুন্ন, আমাদিগকে দীরপুন্নবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্বস্তিহারা পালন কর।

২৫ স্কৃত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে উগ্র ইন্দ্র ! তুমি মহান् ও মহুয্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান করতঃ যুদ্ধ করে, তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থ পতিত হউক। তোমার সর্বতোগামী মন যেন বিচলিত না হয়।

২। হে ইন্দ্র ! যুক্ত যে মন্ত্রগণ আমাদের অভিযুক্ত হইয়। আমাদিগকে অভিভব করে, সেই শক্তগণকে বিনাশ কর। যাহারা আমাদের মিদা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কথা দূর করিয়া দেও। আমাদের জন্য ধৰ্মসমূহ আহরণ কর।

৩। হে উর্ধীবান্ন ইন্দ্র ! আমি সুদাম, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হউক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হউক, হিংসকের হিংসাসাধন অংযুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর।

৪। হে ইন্দ্র ! আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্ম্ম (নিযুক্ত), তোমার সদৃশ বৃক্ষক ব্যক্তির দানে (নিযুক্ত)। হে বলবান্ন ও জন্মিনু ইন্দ্র ! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান ! আমাদের হিংসা করিষ্য ন।।

৫। আমরা হ্যাঁখ ইজ্জের অন্য সুখকর স্তোত্র করিয়া ইজ্জের নিকট
দেবপ্রেরিত বল যাচ্ছা করতঃ দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করিব।
হে শূর ! তুমি সর্বদা আমাদিগকে শক্রবধে সমর্থ কর ।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি এইস্তে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর ।
আমরা তোমরা মহানু অমৃগ্রহ লাভ করিব । আমরা হবিধূঁন, আমাদিগকে
বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর । তোমরা আমাদিগকে সর্বদা শক্তিশারী
পালন কর ।

২৬ মৃত্তক ।

ইন্দ্র দেবতা । বনিষ্ঠ খবি ।

১। যে সোম ধনবানু ইজ্জের উদ্দেশে অভিযুক্ত নহে, তাহাতে তৃপ্তি
হয় নাহি । অভিযুক্ত হইলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় নাহি । আমাদের
যে উকুখ ইজ্জকে সেবা করে, রাজা যাহাকে শ্রদ্ধণ করে, সেই সূতন উকুখ
আমি ইজ্জের উদ্দেশে পাঠ করি ।

২। প্রতি উকুখ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবানু ইজ্জকে তৃপ্ত করে ।
প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিযুক্ত সোম তাহাকে তৃপ্ত করে । অতএব পুর-
স্ক্রায় মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট (খত্তিকৃগণ) পুল্ল যেরূপ পিঙাকে
আহ্বান করে, সেইস্তে রুক্ষার্থ তাহাকে আহ্বান করিতেছে ।

৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিযুক্ত হইলে যে সকল কর্ম্মের কথা বলে,
ইজ্জ পূর্বকালে সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন । সম্পত্তি অন্য কর্ম্মণ
করিতেছেন । সম্মতি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন
করেন, সেইস্তে সমস্ত শক্রমগরী শোধন করিয়াছিলেন ।

৪। ইজ্জের পুরস্কার সংঘিষ্ঠ বচ্ছত্র রুক্ষা আছে । (খষিগণ) তাহাকে
(এষ্টকপ) বলিয়াছেন । আরও ইন্দ্র পুজনীয় ধনের দাতা ও আপন
উকুঙ্গ বলিয়া অনিতে পাই । (তাহার অসাদে) প্রৌতিকর কল্যাণ সকল
আমাদিগকে সেবা করক ।

୫ । ସମିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଜାଗଣେର ଅଭୀଷ୍ଟବର୍ଷଗାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ମୋମାନ୍ତିଷବେ
ଏଇକପେ ସ୍ତବ କରିତେଛେ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାଦିଗକେ ସହସ୍ରମଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ତର୍ଭୂତ
ଅଦ୍ୟାନ କର । ତୋମରୀ ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵନ୍ତିଦ୍ୱାରା ପାଳନ କର ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ।

ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା । ସମିଷ୍ଟ ଖବି ।

୬ । ସଥଳ ଯୁଦ୍ଧାଦୋଷଗ ମନ୍ତ୍ରକୀୟ କର୍ମ ମକଳ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୟ, ତଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରକେ
ଲୋକେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ଵାନ କରେ । ତୁମି ଇନ୍ଦ୍ର, ମନୁଷ୍ୟଦିଗେର ଧନପ୍ରଦ ଓ ବଳାଭି-
ଲାବୀ ହଇୟା ଗୋପୁର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଆମାଦିଗକେ ଲାଇୟା ଯାଏ ।

୭ । ହେ ପୁରୁଷ ! ତୋମାର ସେ ବଳ ଆହେ ତାହା କ୍ଷୋଭାଦିଗକେ
ଅଦ୍ୟାନ କର । ହେ ଧନବନ୍ ! ଯେହେତୁ ଦୃଢ଼ ପୁରସମ୍ଭୁ (ଭେଦ କରିଯାଇ) ଅଭ-
ଏବ ପ୍ରଜୀ ପ୍ରକାଶ କରତଃ ଲୁଙ୍କାରିତ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଦେଉ ।

୮ । ଇନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମମ ଅଗତେର ଓ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ରାଜା । ପୃଷ୍ଠାବୀତେ ନାମ
ଅକାରେର ସେ ଧନ ଆହେ (ତାହାରୁଷ ରାଜା) । ତିବି ହସ୍ତାଯୀକେ ଧନ ପ୍ରଦାନ
କରେନ । ମେହି ଇନ୍ଦ୍ର ଆମାଦିଗେର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତ ହଇୟା ଆମାଦେର ଅଭିମୁଖେ ଧନ
ପ୍ରେରଣ କରନ ।

୯ । ଧନବାନ୍ ଓ ଦାନଶୌଲ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆମରା (ମରଣଗଣେର) ସହିତ ଆହ୍ଵାନ
କରାଯ, ଆମାଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତିନି ଶୀଆଇ ଅମ ପ୍ରେରଣ କରନ । ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଇ
ମଥୁରାଗଙ୍କେ ଯେ ମୂର୍ଚ୍ଛନ୍ ଓ ସର୍ବତୋବ୍ୟାପୀ ଦାନ କରେନ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ
ମନୋହର ଧନ ଦୋହନ କରେ ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ବିମିତ ଶୀଆ ଆମାଦିଗକେ ଧନ ଦାନ
କର । ଆମରା ପୁଜମୀଯ ସ୍ତତିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ତୋମାର ମନ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରିବ ।
ତୋମରୀ ଗୋ, ଅଶ୍ଵ ଓ ରଥବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଧନବାନ୍, ତୋମରୀ ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ
ସ୍ଵନ୍ତିଦ୍ୱାରା ପାଳନ କର ।

২৮ স্তুতি ।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি অবগত হইয়া আমাদের স্তোত্রে আগমন কর। তোমার অশ্঵গণ আমাদের অভিযুক্তে ঘোজিত হউক। হে সকলের প্রীতি-প্রদ ইন্দ্র ! সমস্ত মনুষ্যাঙ্গ যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই অবগ কর।

২। হে বলবান ইন্দ্র ! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর, তখন তোমার মহিমা স্তোত্রাকে ব্যাপ্ত করক। হে শুজিষ্ঠ ইন্দ্র ! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর, তখন কর্মসূরী ভবন হইয়া শক্রগণের দুর্দৰ্শ হও।

৩। হে ইন্দ্র ! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বারষ্বার স্বর করে, তাহাদিগকে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি মহাবল ও মহাধৰের জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে বজ্রবিরতদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ হয়।

৪। হে ইন্দ্র ! শক্রভূত মনুষ্যাঙ্গ আগমন করিতেছে। এই সকল দিনে আমাদিগকে দাঁম কর। আরও পাঁপহারী পঞ্জাবান বৰুণ আমাদিগের সম্মুক্তে যে পাঁপ দেখিতে পাঁন, তাঁহা দ্রুই প্রকারে বিমোচন কর।

৫। যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দাঁন করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিসূরী পালন কর।

২৯ স্তুতি ।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে এই সৌম অভিযুক্ত হইয়াছে। হে হরিবান ইন্দ্র ! উহার সেবার্থ সত্ত্ব আগমন কর। সম্যক অভিযুক্ত চাক সৌম পাল কর। হে মঘবন ! আমরা যান্ত্রা করিতেছি, আমাদিগকে ধন দাঁন কর।

২। হে ব্ৰহ্মবীৰ ইন্দ্ৰ ! স্তোত্ৰকাৰ্য্য সেৱা কৰতঃ অশ্বযামে শীত্ৰ
আমাৰদেৱ অভিমুখে আগমন কৰ । এই যজ্ঞেই সম্যক্কৰণে হটে হও ।
আমাৰদিগেৱ এই স্তোত্ৰ সকল অবণ কৰ ।

৩। হে ইন্দ্ৰ ! স্ফুর্তুদ্বাৰা তোমাৰ যে অলঙ্কৃতি কিৱপে সম্পাদন কৰিব ?
আমৰা কথন তোমাৰ পৌত্ৰি উৎপাদন কৰিব ? তোমাকে কামনা কৱিয়াই
সমস্ত স্তুতি কৱিতেছি, অতএব হে ইন্দ্ৰ ! আমাৰ এই স্তুতি শৰণ কৰ ।

৪। হে যথবন্ন ! যে সকল শুষ্ঠিৰ স্তুতি অবণ কৱিয়াছ, সেই পূৰ্বে শুষ্ঠিগণ
পুৰুষগণেৱ হিতকাৰী ছিলেন । অতএব আমি তোমায় বাৰষ্টাৰ আহ্বান
কৱিতেছি । হে ইন্দ্ৰ ! তুমি পিতাৰ ন্যায় আমাৰদেৱ বন্ধু ।

৫। যে ইন্দ্ৰ আমাৰদিগকে সমাৰাধনীয় মহাধন দান কৱিয়াছেন ও
যিনি স্তুতিকাৰীৰ স্তোত্ৰ কাৰ্য্য রক্ষা কৰেন, সেই ধনবান্ন ইন্দ্ৰকে স্তুতি
কৱিব । তোমৰা সন্দৰ্ব আমাৰদিগকে স্বন্তিদ্বাৰা পালন কৰ ।

৩০ স্কৃত ।

ইন্দ্ৰ দেবতা । বনিষ্ঠ শুণি ।

১। হে বলবান্ন, দ্যুতিমান ইন্দ্ৰ ! বলেৱ সহিত আমাৰদেৱ মিকট
আগমন কৰ । আমাৰদিগেৱ ধন্মেৱ বৰ্দ্ধণিতা হও । হে সুবজ্জ নৃপতি !
মহাবলবান্ন হও এবং শক্রবিমোগক মহা পুৰুষত্ব লাভ কৰ ।

২। হে ইন্দ্ৰ ! তুমি আহ্বানযোগ্য । মহা কোলাহল সময়ে শৱীৰ
(রক্ষাৰ) জন্য এবং সূৰ্য্যকে পাইবাৰ জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান
কৰে । সমস্ত লোকেৱ মধ্যে তুমি ই সেনাহৰ্তা । তুমি সুহন্ত (নামক বজ্জদ্বাৰা)
শক্রগণকে আমাৰদেৱ বশীভূত কৰ ।

৩। হে ইন্দ্ৰ ! যথন দিন সকল সুদিন হইয়া অভাস হয়; যথন
যুক্তে সমীপবৰ্তী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কৰ ; তথন হোতা, অগ্নি আমা-
দিগকে উত্তম ধন দিবাৰ জন্য দেবগণকে আহ্বান কৰত ; এই যজ্ঞে উপবেশন
কৰেন ।

৪। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার ; যাহারা তোমাকে পুজনীয় হব্য দান করতঃ স্তুতি করে, তাহারাও তোমার । সেই স্তোত্রাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর । আরও তাহারা সুসমৃক্ষ হইয়া জরী প্রাপ্ত হউক ।

৫। যে ইন্দ্র ! আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষণ করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করিব । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৩১ স্কৃত ।

ইন্দ্র দেবতা । বনিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে সখাগণ ! তোমরা সৌমপায়ী হর্যশ ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান্ত কর ।

২। শোভন দানযুক্ত সত্তাধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোত্রা যেন্নপ দীপ্তস্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেইন্নপ কর, আমরাও করিব ।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের অব্রকাম হও, হে শতক্রত্তো ! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও ।

৪। হে অভীটবর্ণী ইন্দ্র ! আমরা তোমার কামনা করিয়া বিশেষ-
রূপে স্তুতি করিতেছি । হে বাসপ্রদ ইন্দ্র ! তুমি শৈত্র আমাদের স্তুতি
অবধারণ কর ।

৫। হে আর্য ইন্দ্র ! যে পক্ষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান
করে না, আমাদিগকে তাহার বশীভূত করিষ্য না । আমার স্তোত্র
তোমাতেই গমন করক ।

৬। হে হত্তহন ! তুমি আমাদের বর্ষ ; তুমি সর্বতঃ প্রথিত সম্মুখ
যুক্তকারী । তোমাকে সহায় পাইয়া শক্তদিগকে হমন করিব ।

৭। অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল শ্বীকার করেন, সেই
তুমি ইন্দ্র মহান् হইয়াছ ।

৮। হে ইন্দ্র ! তোমার সহগায়িনী তেজোযুক্তা ও স্তোত্রবিশিষ্ট
স্তুতি তোমাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করক ।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি স্বর্গসমীকে ছিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে। এজা সকল তোমাকে নবন্ধনীর করিতেছে।

১০। তোমরা মহাধন বর্জিতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে (সোম) প্রণয়ন কর। অক্ষষ্টমতির উদ্দেশে অক্ষষ্টস্তুতি কর। এজাগণের কাম-পূরক, যাহারা হ্যব্রাহ্ম তোমার পুণ্য করে, তাহাদের অভিমুখে আগমন কর।

১১। যে ইন্দ্র প্রভৃত বাণিজিশ্ট ও মহান्, তাহার উদ্দেশে মেধাবী-গণ স্তুতি ও হ্য উৎপাদন করিতেছেন। প্রাঙ্গলোকে তাহার ব্রত হিংসা করিতে পারে ন।

১২। সর্বপ্রকারে (অগতের) দৈশ্বর, অপ্রতিহত ক্রোধ ইন্দ্রের শুভি সকল শক্তিদিগের অভিভবার্থ ধ্বন্ত হয়। অতএব ইন্দ্রের স্তুত্যর্থ বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর।

৩২ স্কত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। হে ইন্দ্র ! এই যজমানগণও যেন আমা হইতে দূরে তোমার সহিত আমোদ ন। করে। তুমি দূরে ধাকিনেও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। এই স্থানে আসিয়া অবণ কর।

২। যেমন মধুতে মধুমক্কিকা উপবেশন করে, মেইন্দ্রপ স্তোত্রকারীগণ তোমার জন্য সোম অভিযুক্ত হইলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোত্রাগণ মেইন্দ্রপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে।

৩। পুত্র যেকোপ পিতাকে আহ্বান করে, আবি ধনাত্মার্থী হইয়া মুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মেইন্দ্রপ আহ্বান করি।

৪। এই সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে, হে বজ্রহন্ত ! আনন্দের জন্য মেইসোম পাল করণার্থ অশ্বের সহিত যজ্ঞ সদনাভিমুখে আগমন কর।

৫। অবগুলীম কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচাণী করিতেছি। তিনি বাক্য অবগ করুন, যেন নিষ্কলন না করেন। যে ইন্দ্র সদ্যই সহস্র ও শত দাম করেন, সৌম্যাভিজান্মী সেই ইন্দ্রকে যেন কেহ বারণ না করে।

৬। হে হৃত্তব্ধ ! যে তোমার জন্য গভীর সৌম অভিষব করে ও (তোমার) অমুগমন করে, সে বীর ; কেহ তাহার বিকল্পে কথা কহিতে পারে না। সে পরিচারকগণকর্তৃক বেঞ্চিত হয়।

৭। হে মঘবানু ইন্দ্র ! তুমি হৃবিষ্ণুন্মগনের বর্মস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শক্তগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শক্তকে বিনাশ করিয়াছ, তাহার ধন আমরা বিভাগ করিয়া লই। তোমাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর।

৮। বজ্রযুক্ত সৌমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সৌম্যাভিষব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পঞ্চব্য পাক কর ও কর্তব্য কাৰ্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ অদান করতঃ হ্য পূর্ণ করেন।

৯। সোমবিশিষ্ট (যজ) হিংসা করিও না। উৎসাহবান হও, মহানু ও শক্তবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থ কর্ম কর। ত্বরাবান ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নাই।

১০। সুদামশীল ব্যক্তির রথ কেহ দূরে মিক্ষেপ করিতে পারে না এবং কেহ রোধ করিতে পারে না। ইন্দ্র যাহার রুক্ষক, মকংগণ যাহার রুক্ষক, সে গোযুক্ত গোঠে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র ! তুমি যে মর্ত্যের রুক্ষক হইবে, সে তোমাকে বনবান্ম করতঃ অৱ আশ্পু হইবে। হে শূর ! আমাদের রুথের রুক্ষক হও, আমাদের পুন্ড্রাদিরও রুক্ষক হও।

১২। যে হরিবানু ইন্দ্র সৌমযুক্ত ব্যক্তিকে বল অদান করেন এবং শক্তর্য যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জরশীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।

১৩। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অম্পা, মুবিহিত, শোভনাত্মক অপর্ণ করে। যে ব্যক্তি কর্মদাঁরা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, বহু অকার বক্তৃনাম তাহার নিকট বাইতে পারে ন।

১৪। তুমি যাহাকে ব্যাপ্ত কর, কোনু মহুষ্য তাহাকে ধর্ষণ করিতে পারে ? হে মঘবান ! তোমার প্রতি অদ্বায় কৃ ইঙ্গি যে হবিষ্যুল হয়, মে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে।

১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি মঘবান, যাহার তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্যশ ! তোমার উপদেশমত স্তোত্রগণের সহিত সমস্ত দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

১৬। হে ইন্দ্র ! অথম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্তা (একথা) সত্তা। গো বিষয়ে কেহই তোমাকে বাঁরণ করিতে পারে ন।

১৭। তুমি সকলের ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে যুক্ত সকল হয় ইহাতেও (ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) হে পুরুষ ! এই সমস্ত পার্থিব লোক বৃক্ষাভিলাষে (তোমার নিকট) অন্ন ভিক্ষা করে।

১৮। হে ইন্দ্র ! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ ! আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করিব। পাপচ্ছের জন্য ধন দান করিব ন।

১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী মোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করিব। হে ইন্দ্র ! তুমি ভিন্ন আমাদের বক্তু অশস্য পিতা নাই।

২০। দ্বৰ্বান ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ডজন করে। ত্রুট্টি যেমন উত্তম কাঠবিশিষ্ট ঈনশিকে নমিত করেন, মেইঝে স্তুতিদ্বারা পুকৃত ইন্দ্রকে নমিত করিব।

২১। মর্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করিতে পারে ন। ধন হিংসা-কারীর নিকট যায় ন। হে মঘবান ! দ্যুলোকে ও দিবসে মৎসদৃশ লোকের প্রতি তোমার যাহা দাতব্য আছে, তাহা মুকৰ্মা ব্যক্তিই লাভ করে।

২২। হে শূর ! তুমি এই জগতের (অর্থাৎ জগত পদার্থের) জৈবে,
শ্বাবর পদার্থের জৈবে ও সর্বদৰ্শী, অথবা অশুক্র ধেনুর ন্যায় তোমার স্বতি
করিতেছি ।

২৩। হে অবসন্ন ! তোমার মত কেহ অর্ণে বা পৃথিবীতে জয়ে নাই ও
জন্মিবে ন। আমরা অশু, অন্ন ও গাঢ়ী অভিলাষী, তোমাকে আহ্বান
করিতেছি ।

২৪। হে ইন্দ্র ! তুমি জোষ্ট ও আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি । আমার অন্য
সেই ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বল্ধনবান् এবং অত্যেক যুক্ত
হ্য লাভ ঘোগ্য ।

২৫। হে অবসন্ন ! শক্রদিগকে পরাঞ্জ্যুথ করতঃ গ্রেরণ কর । আমা-
দের ধন শুলভ কর । সংগ্রামে আমাদিগের বক্ষক হও । আমরা সখ ।
আমাদের বর্জয়িতা হও ।

২৬। হে ইন্দ্র ! আমাদের কর্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ
দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধন দান কর, হে পুরুষ ! আমরা
যজ্ঞের জীব, আমরা যেন অত্যহ সুর্যাকে প্রাপ্ত হই ।

২৭। হে ইন্দ্র ! হিংসক, দুর্প্রসাদ্য, অমঙ্গলময় (শক্র) যেন অজ্ঞাত-
সারে আমাদিগকে আক্রমণ ন করে । হে শূর ! আমরা তোমার নিকট
ন্যায় হইয়া অনেক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইব ।

‘ ৩৩ স্কৃত ।

অধ্য৯ শ্লকে বসিষ্ঠ ঋষি । বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা । পরবর্তী শ্লকের
বসিষ্ঠপুত্রগণ ঋষি । বসিষ্ঠ দেবতা ।

১। শ্বেতবর্ণ কর্মপূরক দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারীগণ(১) আমাকে হর্ষিত
করিতেছেন । আমি বহিঃ হইতে উঠিবাঁর সময়ে লোক সকলকে বলি, যে
বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান ।

(১) বসিষ্ঠপুত্রগণ মন্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করিত ।

୨ । ବସିଷ୍ଠପୁରୁଣ ଚମସିତ ସୋମପାଯୀ ଉପି ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଦୂର ହିତେ
(ପାଶୁଦ୍ୱାରକେ) ତିରନ୍ଦାର କରତଃ ସୋମଦାରୀ ଆନୟନ କରିଯାଇଲେନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ
ବୟତେର ପୁତ୍ର ପାଶୁଦ୍ୱାରକେ (ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ) ସୋମାଭିଷବଧ୍ୟୁକ୍ତ ବସିଷ୍ଠଗଣକେ
ବରଣ କରିଯାଇଲେନ(୨) ।

୩ । ଏଇକପେଇ ଇହାରୀ ମୁଖେ ନନ୍ଦିପାଇଁ ହଇଯାଇଲେନ । ଏଇକପେଇ ଇହାରୀ
ଭେଦକେ ବିରାଣ କରିଯାଇଲେନ । ହେ ବାସିଷ୍ଠଗଣ ! ଏଇକପେଇ ଦଶଜଳ_ରାଜାର
ମହିତ ଯୁଦ୍ଧ ତୋମାଦେର ମସ୍ତବଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଦ୍ଦାସରାଜାକେ ରକ୍ଷା କରିଯାଇ-
ଛିଲେ ।

୪ । ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ! ତୋମାଦେର ସ୍ତୋତଦାରୀ ପିତୃଗଣେର ତୃପ୍ତି ହୟ ।
ଆମି ବୁଝେଇ ଅକ୍ଷ କ୍ଷୟ କରିଯାଇ । ତୋମର କୌଣ ହଣ୍ଡା । ହେ ବସିଷ୍ଠଗଣ !
ତୋମରୀ ଶକ୍ତରୀ ଶକ୍ତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଦଦାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର ବଳ ମଞ୍ଚାଦିନ କରିଯାଇଲେ ।

୫ । ଆତତ୍କଷ, ରାଜଗଣକର୍ତ୍ତକ ପରିବ୍ରତ ହଣ୍ଡିଆଥୀ ବାସିଷ୍ଠଗଣ ଦଶଜଳର
ମହିତ ସଂଗ୍ରାମେ ଆଦିତୋର ନ୍ୟାୟ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଉର୍କେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଯାଇଲେନ ।
ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତିକାରୀ ବସିଷ୍ଠର ସ୍ତୋତ୍ର ଅବଳ କରିଯାଇଲେନ ଏବଂ ରାଜଗଣେର ଜନ୍ୟ
ବିଶ୍ଵାର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଲେନ ।

୬ । ଗୋପେରକ ଦଶେର ନ୍ୟାୟ ଭରତୁଗଣ (ଶତର୍ଣ୍ଣଗଣ) ପରିଚିତ ଓ
ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଛିଲ । ଅନୁଷ୍ଠର ବସିଷ୍ଠ ତାହାଦିଗେରଇ ପୁରୋହିତ ହଇଲେନ ।
ଏବଂ ତୃତ୍ୟଦିଗେର ଅଜାହନ୍ତି ହିତେ ଲାଗିଲ ।

୭ । ତିନ ଜନଇ(୩) ଭୂବନେ ଜଳ କରେନ । ତାହାଦିଗେରଇ ଜୋତିଃ ପ୍ରମୁଖ
ଆର୍ଯ୍ୟ ତିନ ପ୍ରଜା ଆହେ । ଦୌଷିଷ୍ମାନ୍ ତିନ ଜନଇ ଉଷାକେ ବଯନ କରେନ ।
ବସିଷ୍ଠଗଣ ତାହାଦେର ସକଳକେଇ ଜୀବନେ ।

୮ । ହେ ବାସିଷ୍ଠଗଣ ! ତୋମାଦିଗେର ସ୍ତୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୋତିର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକା-
ଶିତ ହୟ । ତୋମାଦେର ମହିମା ମୁଦ୍ରେର ନ୍ୟାୟ ଗଭୀର । ତୋମାଦେର ସ୍ତୋମ
ବାୟୁବେଗେର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟେର ଅନୁଗମନେର ଅଣକ୍ୟ ।

(୨) ପୁର୍ବ କାଳେ ସଥନ ବସିଷ୍ଠପୁରୁଣ ଶୁଦ୍ଧଦାରାଜାର ସଜେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଛିଲେନ, ତଥନ
ବୟତେର ପୁତ୍ର ପାଶୁଦ୍ୱାର ନାମକ ରାଜା ବ୍ୟତ କରେନ, ଇନ୍ଦ୍ର ସଥନ ଉତ୍ତ ରାଜାର ସଜେ ସୋମ
ପାଇ କରିତେ ଛିଲେନ, ସେଇ ଲମ୍ବେ ବସିଷ୍ଠଗଣ ମସ୍ତବଳେ ତାହାକେ ଉଠାଇଯା ଆବିଯା
ଶୁଦ୍ଧଦେର ସଜେ ଉପର୍ଚିତ କରିଯାଇଲେମ । ଲାଗିଲ ।

(୩) ଅଞ୍ଚି, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଗାୟନ ।

৯। "সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে
বিচরণ করেন। উঁচারা যমকর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ল করতঃ অপ্সর-
গণের নিকট গমন করিয়াছিলেন(৪)।

১০। হে বাসিষ্ঠ ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীরজ্যোতিঃ পরিত্যাগ কালে
মিত্র ও বক্ষণ তোমায় দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়।
আরও যখন অগন্ত বাসস্থান হইতে তোমায় আহরণ করিয়াছিলেন।

(৪) ৯ হইতে ১০ খকে বসিষ্ঠের জয় সহকে একটি বৈদিক আধ্যাত্মের উল্লেখ
আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বক্ষণের পুত্র ; বসিষ্ঠ উর্বশী হইতে জাত। এই আধ্যাত্মের
উৎপত্তি কোথা হইতে ? এই আধ্যাত্মের প্রাকৃতিক অর্থ কি ?

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বন্ধুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও
বক্ষণ অর্থে দিবা ও রাত্রি, উর্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বক্ষণের
পুত্র এবং উর্বশী হইতে জাত। এই আধ্যাত্মের প্রাকৃতিক অর্থ।

পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় খৰিগণ খণ্ডেদের অনেক মৃত রচনা করিয়া
খ্যাতিলাভ করেন, অতএব খণ্ডেদের রচনার সময়েও বসিষ্ঠ অর্থে সেই খৰিদিপের
বুয়াইত, বসিষ্ঠের সূর্য অর্থ লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। (See Max
Müller's Selected Essays (1881), vol. I, p. 406.)

এইরূপে বসিষ্ঠ খৰি মিত্র ও বক্ষণের সন্ধান, অপ্সরা! বা উর্বশীর সন্ধান,
অথবা উর্বশীর প্রণয়ী এইরূপ বৈদিক আধ্যাত্ম উৎপন্ন হইল। সেই উপাধ্যাত্ম
শেষে যেকোন কলেবর ধারণ করিল, তাহা নিষেচ্ছৃত শ্লোক হইতে প্রকাশ পাই-
তেছে।

তয়োরাদিত্যয়েঃ সত্ত্বে দৃষ্টাপ্সরসমুর্বশীঃ ।

বেকচচন্দন তৎকুত্তে ন্যপতঘাসভৌবরে ॥

তেনৈব তু মুহূর্তেন বীর্যবত্তো তপশিনোঁ ।

অগন্ত্যশচ বসিষ্ঠশচ তত্ত্বো সৎবত্তুঃ ॥

বৃত্থা পতিতং রেতঃ কলশেচ জলে ছলে ।

ছলে বসিষ্ঠস্ত মুনিঃ সন্তুত খৰিসন্তমঃ ॥

কৃত্তে অগন্ত্যঃ সংতুতো জলে যৎস্যো মহাছুতিঃ ।

উদ্দিয়ায় ততোৎগাম্যাঃ শব্দা বাতো মহাতপাঃ ॥

মানেন সংমিতো যম্যাত্মামান ইহোচ্যতে ।

যম্বা কৃত্তান্তবির্জিতঃ কুত্তেনাপি হিমীয়তে ॥

কৃত্ত ইত্যভিধানং চ পরিমাণম্য লক্ষ্যতে ।

ততোৎপন্ন শুভমাণামু বসিষ্ঠঃ পুক্ষার চ্ছিতঃ ॥

সর্বতঃ পুক্ষার তৎহিবিষ্ঠে দেবা অধীরযন ॥

১১। আরও হে বসিষ্ঠ ! তুমি মিত্র ও বকুগের পুত্র । হে বৃক্ষণ ! উর্বৰ-শীর মনঃ হইতে তুমি আত । তথন (মিত্র ও বকুগের) রেতঃস্থলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব্য স্তোত্রদ্বারা পুন্নর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন ।

১২। অকৃষ্ণ জানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র দান বা সর্বদানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন । যমকর্তৃক বিজীর্ণ বন্ধু বয়ন কর-শেছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হইতে জমিয়াছিলেন ।

১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন (মিত্র ও বকুণ) স্তুতিদ্বারা আর্থিত হইয়া, কুন্ত মধ্যে মুগ্ধপাদ বেতঃ সেক করিয়াছিলেন । অনন্তর মধ্য হইতে মান(৫) প্রাচু-কুর্তৃত হইলেন । খবি তাহা হইতেই জমিয়াছিলেন লোকে বলে ।

১৪। হে প্রতুদগ্ন(৬) ! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগমন করিতেছেন । তোমরা এসন্নমনে ইহার পৃজ্ঞ কর । ইনি অগ্রবর্তী হইয়া উকুথধারী, সাম-ধারী ও প্রস্তুরাভিষবনকারীকে ধারণ করেন এবং বক্তব্য বাচন করেন ।

৩৪ স্তুত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠঞ্চি ।

১। দীপ্ত ও অভৌতঘন স্তুতি বেগবান, মুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হইতে দেবগণের নিকট গমন করন ।

২। ক্ষত্রগুলীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর (স্তুতি) অবন করেন ।

৩। হিস্তীর জল ও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে । উপদ্রব সংজ্ঞাত হইলে উগ্র শূরগণ উইঁয়াই স্তুতি করেন ।

৪। উইঁয়ার অন্য অশুগণকে রথাত্ত্বে যোজনা কর । ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট ।

৫। যজ্ঞের অভিযুক্তে গমন কর । গন্ত্বার ন্যায় আপনিই যে আর্পণে গমন কর ।

(৫) অগ্ন্য । ন্যায় ।

(৬) অর্ধাৎ তৎসূরগণ ।

৬। সৎপ্রাণে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপ-বাঁরক যজ্ঞ বিধান কর।

৭। এই যজ্ঞের বল হইতে স্মর্য উদ্দিত হইতেছেন। পৃথিবী ধেনু ছুতগণের ভাঁর বহন, করেন, মেইন্স যজ্ঞভার বহন করিতেছেন।

৮। হে অগ্নি ! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞবার্ষ মনোরথ পূর্ণ করতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাহাদের উদ্দেশে কর্ম করিতেছি।

৯। তোমরা (দেবগণের) উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম ধাঁরণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১০। উগ্র সহস্র চক্ষু বক্ষ এই নদীগণের জল দর্শন করেন।

১১। বক্ষ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাহার বল অবাস্তুত ও সর্বতোগামী

১২। (হে দেবগণ) ! সকল প্রজার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর, মিদী করণেছু শক্তকে দীপ্তিরহিত কর।

১৩। অস্মুখজনক শক্তদিগের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হউক। হে দেবগণ ! শক্তীরের পাপ আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর।

১৪। হ্যবৈজ্ঞানী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রয়ত্ন হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করন। আরুরা তাহার উদ্দেশে প্রোত্র করিতেছি।

১৫। দেবগণের সহচর অপার নগার্থকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হউক।

১৬। মেষের আহস্ত নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্নেত্রবার্ষ স্তুতি কর।

১৭। অহিবুঝ্য যেন আমাদিগকে হিংসক হন্তে সমর্পণ না করেন।
যজ্ঞক ৰুক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়।

দেবগণ যেন আমাদের এই লোকগুলির জন্য অম্ব ধাঁরণ করেন। ধন্বন্তরি উৎসাহমান শক্তগণ প্রগত হউক।

১৯। আদিত্য যেমন তুবমগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট (রাজ-গণ) ইইদিগের বলে মেইন্স শক্তগণকে তাপ দেন।

২০। যথম দেবপত্রীগণ আমাদের অভিযুক্তে আগমন করেন, তখন উক্ত হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদিগেকে বীরপুত্র প্রদান করুন ।

২১। ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন । পর্যাপ্ত বুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হউন ।

২২। দাঁনদক্ষ দেবপত্রীগণ আমাদিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রদান করুন । দ্যাবাপৃথিবী ও বৰুণানী শ্রবণ করুন । কলাণকর দাঁন-বিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্রীগণের সহিত আমাদিগের সুশৃঙ্খল-প্রদ হউন ।

২৩। পর্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন । অল সকল আমাদের সেই ধন পালন করুন । দাঁনদক্ষ (দেব পত্রীগণ) তাহা পালন করুন । শৈথিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন । বনস্পতিগণের সহিত অন্তরীক্ষ তাহা পালন করুন । দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে বৃক্ষ করুন ।

২৪। আমরা ধাৰণীয় ধনের আধাৰ হইব, বিশ্বীণা দ্যাবাপৃথিবী তাহার অনুমোদন করুন । দৌশির আধাৰ ইন্দ্র, সখা বৰুণ তাহার অনুমোদন করুন । যাহারা পরাজয় করেন, সেই মুকুৎগণও অনুমোদন করুন ।

২৫। ইন্দ্র, বৰুণ, মিত্র ও অঞ্চি, আপ, শৈথি ও হৃকগণ আমাদিগের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন । মুকুৎগণের সমীপে থাকিয়া আমরা সুখে থাকিব । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বারা পালন কর ।

৩৫ সূত্র(১)।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। হে ইন্দ্র ! অগ্নি ! রক্ষাদ্বারা আমাদিগের শান্তিপ্রদ হও । হে ইন্দ্র ! ও বক্ত ! (যজমান) ইব্য প্রদান করিয়াছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও । ইন্দ্র ও সৌম আমাদিগের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হউন । ইন্দ্র ও পুষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হউন ।

২। তৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । নরাশৎস আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পুরক্ষি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । উক্তম যমযুক্ত সত্ত্বের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । বহুবার আচুর্বৃত অর্যস্বা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৩। ধৰ্তা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধৰ্তা বক্ত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধিবর্ত্তগমনা (পৃথিবী) অব্রের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন যত্তী দ্যাবৎপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পর্বতগন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৪। জ্যোতির্ষ্য অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । মিত্র ও বক্ত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অশ্বদ্বয় আমাদিগের শান্তিপ্রদ হউন । পুণ্যকারীদিগের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বহিতে থাকুন ।

৫। অথবা আহ্বানে দ্যাবৎপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অস্ত্রীক্ষ দর্শকার্থ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । শুধি সকল ও রূক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৬। দেব ইন্দ্র ! বনুগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । শোভন-অতিযুক্ত বক্ত অন্দিত্যগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । কন্দদেব

(১) এট সূত্রে বে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নহে, গো, অশ্ব, গুরুধ, পর্বত, নদী রুক্ষ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বা বিন্দুয়কর বা উপকারী দ্রব্য সমূদ্রেরও অর্কনা আছে ।

কর্মগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ত্রৈ দেবগতীগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের শ্রোত্র শ্রবণ করুন।

৭। মোম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শ্রোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। মুপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৮। বিষ্ণুরত্নেজ্ঞ সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হউন। চারিটী মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ছির পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জলও আমাদের শান্তির জন্ম হউন।

৯। অদিতি কর্মদ্বাৰা আমদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভন সুতিযুক্ত মুকুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বিমুও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পূৰ্ণা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১০। সবিভাদেব রক্ষা করতঃ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। তমো-মিয়ারিনী উৎসাহগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পঞ্জম্য আমাদের প্রজ্ঞাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। ক্ষেত্ৰগতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১১। দ্যুতিমাল বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সরস্বতী কর্ম্মৰ সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞমেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ভূলোক, ছালোক ও অন্তরীক্ষলোকভৰ সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গোসকল আমাদের মুখপ্রদ হউন। মুকুম্বায়ী সুহস্তযুক্ত খতুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শ্রোত্র হইলে আমাদের পিতৃগণ ও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১৩। অজ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অহিবুধু দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সমুদ্র আমদের শান্তিপ্রদ হউন।

ଉପଦ୍ରବ ପାରଯିତୀ ଅପାଂ ନପାଂ ଆମାଦେର ଶାନ୍ତିଅନ୍ତଃର ହଉମ । ଦେବପଲିବୀ
ପୃଷ୍ଠ ଆମାଦେର ଶାନ୍ତିଅନ୍ତଃର ହଉମ ।

୧୪ । ଆମି ଏହି ମୃତନ କ୍ଷୋତ୍ର କରିଭେଛି, ହେ ଆଦିତାଗଣ, କର୍ତ୍ତଗଣ,
ବାସୁଗଣ ! ଇହାକେ ମେବା କର । ହ୍ରାଳୋକତବ ପାର୍ଥିବ ଓ ପୃଣ୍ଡିଆତ ଏବଂ
ଯେ କେହ ସଜୀଯ ଆଛ, ସକଳେ ଆମାଦେର ଆହାନ ଅବଶ କର ।

୧୫ । ସଜ୍ଜାର୍ଥ ଦେବଗଣେର ଓ ସଜ୍ଜନୀଯ ମନୁର, ସଜ୍ଜନୀର ମତ୍ରଗରହିତ ମତ୍ୟଜ୍ଞ ଯେ
(ଦେବଗଣ) ଆହେନ, ତାହାରୀ ଅଦ୍ୟ ଆମାଦିଗକେ ବହୁକୀର୍ତ୍ତିମନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରୁମ । ତୋମର ମର୍ମନୀ ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵନ୍ତିଦ୍ୱାରା ପାଲନ କର ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

৩৬ সূত্র ।

বিশ্বদেব দেবতা । বশিষ্ঠ ঋষি ।

১। যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃটীরপে গমন করক। সূর্যা কিরণসমূহদ্বারা রাষ্ট্রির জল স্ফটি করিয়াছেন। পৃথিবী নানুসমূহ বিস্তৌর্ণকরিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জুলিতেছেন।

২। হে অমুর মিত্র ও বকণ ! তোমাদের উদ্দেশে অঘের ন্যায় মূতন স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বকণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র সূর্যমাণ হইয়া আণিজাতকে প্রবর্তিত করে ।

৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদাঁয়ীধেনু সকল হৃদ্দি প্রাপ্ত হইতেছে। মহান ও দোষত্যান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জন্য মেই অন্তর্যাক্ষে ক্রন্দন করিতেছেন।

৪। হে শূর ইন্দ্র ! তোমার প্রিয় মুন্দুরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশুদ্ধয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্যমা হিংসাকরণেছু কোপ বিস্তৃত করেন, সেই শোভন কর্মবিশিষ্ট অর্যমাকে আবর্তিত করি।

৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্বিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ তাঁচার সথ্য কামনা করিতেছেন। নেতৃগণকর্তৃক সূর্যমাণ হইয়া কহ অন্ন দাঁম করিতেছেন। আমি কন্দের প্রিয় নমস্কার করিতেছি ।

৬। যে বন্দীগণের মধ্যে সিঙ্গুমাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া(১), সেই কামদুষ্য সুধারা বন্দীগণ প্রাপ্তি হইতেছে। স্বীয় জনে বর্দ্ধমান ও অশ্ববিশিষ্ট ও কাময়মান বন্দীসকল মুগপৎ আগমন করন ।

(১) ইহার পূর্বে অনেক স্থানে সপ্তবন্দীর উল্লেখ পাইয়াছি। ঋথেদে কৌম্বান্তী বন্দীকে সপ্তবন্দী বলিয়া উল্লেখ করিত তাহা নির্ণয় করা হৃদের, এখানে সিঙ্গুকে তাহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তবন্দীনীয়া বল। হইয়াছে। অতএব বোধ হয় সিঙ্গু ও তাহার পঞ্চাশা ও সরস্বতী এই সাতটীকে সপ্তবন্দী বলিত ।

৭। ষষ্ঠ ও বেগবানু মুকৎগণ আমাদের যজ্ঞকর্ত্ত্ব ও আমাদের পুত্র
রক্ষা করুন। বাঁপ্ত ও বিচরণশীল (বাগদেবতা) আমাদের তাঁগ করিয়া
যেন আম্যকে না দেখেন। মুকৎ ও বাঁক আমাদের ধন নিয়ত হইলেও
উৎকৈ বর্জিত করুন।

৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী তুমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বৌর
পুর্বাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্মরক্ষক উগকে আহ্বান কর। দান-
দক্ষ পুরাণ (খতুগণের অন্যতম) বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর।

৯। হে মুকৎগণ ! আমাদিগের এই শ্রেণীক ত্বদভিমুখে গমন বকুক।
অংশ্রদ্ধাতা গর্তপালক বিমুক্ত নিকট গমন করুক। (উৎকৈ) স্তুতিকাঁঠীকে
পুত্র ও অস্ত প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন
কর।

৩৭ শৃঙ্খল।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ খ্য।

১। হে খতুকা বাজগণ ! বহনশীল ও প্রশংসামৌগ্য ও হিংসারহিত
রুথ তোমাদিগকে বহন করুক। হে শুন্দর হনুমিশিষ্ট খতুগণ ! যজ্ঞে
আমদ্বাৰ্থ ত্ৰিপুর(১) মহানু মোৰমসম্ভাৱা (তোমাদের উদৱ) পূৰ্ণ কৰ।

২। হে শৰ্বদশী খতুকাগণ ! তোমরা হৃষিবিশিষ্ট লোকদিগের
নিমিত্ত হিংসারহিত রুথ ধাৰণ কৰ। অনন্তৰ বলবান্ম হইয়া যজ্ঞে পান কৰ
ও অনুগ্রহদ্বাৱা বিশেষক্রমে আমাদিগকে ধন দান কৰ।

৩। হে মঘবন্ম ইন্দ্র ! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন
দেবা কৰ। তোমার উভয় বালু ধনে পূৰ্ণ। তোমার বৃক্ষ ধনলাভে
অতিবৰ্ক্কতা কৰে না।

৪। হে ইন্দ্র ! তুমি অসাধাৰণ, কৌতুকান্ম, খতুকা ও সাধু; তুমি
অন্তৰ ন্যায় স্তোতাৰ গৃহে আগমন কৰ, হে হরিবানু! অন্য আমৱা বসিষ্ঠ-
গণ তোমাৰ অন্য হৰ্য অদান কৱিয়া স্তোত্ৰ কৱিতে থাকিব।

(১) কীৰ, দধি ও সজুমিঞ্জিত। সায়ণ।

৫। হে হর্যশ ! তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে, অতএব তুমি হব্যদ্বায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা । হে ইন্দ্র ! তুমি কবে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবে ? আদা তোমার যোগ্য রক্ষাকার্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইব ।

৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদিগের বাক্য অবগত হইবে ? তুমি আমাদিগকে এক্ষণে নিবাস প্রদান করিতেছ । বলবান্ত ও বেগবান্ত অশ্চ আমাদিগের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করিয়া আনেন ।

৭। ছাতিয়ভিত, নিখতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করিবার জন্ম ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, যর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাস্তীতে লইয়া যায়, ত্রিলোকধারী সেই ইন্দ্র, অৱ জীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হইতেছেন ।

৮। হে দেব সবিতা ! (তোমার নিকট হইতে) প্রশংসাযোগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক । পর্বত(২) ধন দান করিলে পন আমাদের নিকট আগমন করুক । সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন । হে দেবগণ ! তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৮ স্কৃত ।

সবিতা দেবতা । বস্তিত ঋষি ।

১। সবিতাদেব যে হিরণ্যুয়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উদ্বাত করিতেছেন । সবিতাদেব মনুষ্যের হৃবনীয় । বহুধর্মবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন ।

২। হে দেব সবিতা ! উদ্বাত হও । হে হিরণ্যাপাণি ! দিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করতঃ এবং মনুষ্যগণের ভোগযোগ্য ধন, মেতাগণের

(২) অর্থাৎ ইন্দ্রস্থা মেঘ বা পর্জন্য ।

উদ্দেশে প্রেরণ করতঃ যজ্ঞ আঁওক ছইলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর ।

৩। সবিতা দেবতা আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউন, সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করিতেছে, সকলের পুজার্হ সেই সবিতা আমাদিগের স্তোষ ও অপ্র ধারণ করন । সর্বপ্রকার পালন কার্যান্বারী স্তোত্রগণকে পালন করন ।

৪। দেবি অনিতি, সবিতাদের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শৌভমান বক্ষনাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিমুক্ত অর্থায় তোহার স্তব করেন ।

৫। দানদক্ষ ভজনাশীল যজমান পরম্পর মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রত্ব সবিতার পরিচর্যা করেন । অহিবুদ্ধ আমাদের স্তোত্র এবণ করন, বাংদেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণারী আমাদিগকে পালন করন ।

৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তাহার সেই ব্রহ্ম-লীয় ধন (প্রাপ্ত) অনুমোদন করন । উজস্বী স্তোত্রা আমাদের বৃক্ষগার্থ ভগ-নামক দেবতাকে বারষ্বার ঝোহান করিতেছে । অসমর্থ স্তোত্রা বত্ত যাক্ত্রা করিতেছেন ।

৭। যজকালে আমাদের স্তোত্র পঢ়িমিল, পথবিশিষ্ট ও মুদ্র অম্বৃত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের স্মৃথপ্রদ হউন । এই দেবগণ অদাতা ইন্তা ও রাঙ্কসগণকে হিংসা করতঃ পুরাতন রোগ সকলকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ক করন ।

৮। হে বাজিগণ ! তোমরা যেধাৰী, যৱণৰহিত ও সত্যজ হইয়া ধনের মিহিত সকল দুষ্ক্র আমাদিগকে পালন কর । এই সোম পান কর ও প্রমত্ত হও । পরে তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে গমন কর ।

୩୭ ମୃତ୍ତ୍ଵ ।

ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ଦେବତା । ବନିଷ୍ଠ ଝରି ।

୧ । ଅପି ଉତ୍ସୁଥ ହଇଯା ତୋତାର ମୁକ୍ତତି ମେବୀ କରନ । ସକଳେର ଜାଗା-
ପଦାତୀ ଉଷାଦେବୀ ଅଭିମୁଖୀ ହଇଯା ଯଜେ ଗମନ କରେନ । ଆଦରବିଶିଷ୍ଟ
(ପତ୍ନୀ ଓ ସଜମାନ) ରଥିଦ୍ୱରେର ଲ୍ୟାଙ୍କ ଯଜ୍ଞମାର୍ଗ ମେବା କରିତେଛେନ । ଆମାଦେର
ହୋତା ସଂପ୍ରେସିତ ହଇଯା ଯଜ୍ଞ କରିତେଛେନ ।

୨ । ଇହାଦିଗେର ମୁଅମ୍ବୁଳ୍କ ବହିଃ ପାଣ୍ୟ ଯାଇତେଛେ, ଇନ୍ଦାନୀଂ ପ୍ରଜା-
ପାଳକ ନିୟୁକ୍ତ ବାଯୁ ଓ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଜାଗଣେର ମଜ୍ଜନାର୍ଥ ରାତ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେ ହଇବାର ପୁର୍ବ-
କାଲୀନ ଆହ୍ଵାନ (ପ୍ରାଣ ହଇଯା) ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆଗମନ କରେନ ।

୩ । ବନ୍ଧୁମାତ୍ରକ ଦେବଗଣ ଏହି ଯଜେ ପୃଥିବୀତେ ମକଳକେ ଆମନ୍ଦିତ କରନ,
ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର୍ଥିତ ଦୀପ୍ୟମାନ ମକ୍ରଗଣେର ମେବା କରେନ । ହେ ଏତୁତ-
ଗାମୀ ବନ୍ଦ ଓ ମକ୍ରଗନ ! ତୋମାର ପଥ ଆମାଦେର ଅଭିମୁଖ କର । ଆମାଦେର
ଦୃତ ତୋମାଦେର ନିକଟ ଗମନ କରିଯାଛେ । ତୋମବା ଉହାର ଆହ୍ଵାନ ଅବଣ
କର ।

୪ । ପ୍ରମିଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞାହଁ ରକ୍ଷାକାରୀ ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ଯଜ୍ଞଶ୍ଳାନେ ଆଗମନ କରେନ ।
ହେ ଅପି ! ଆମାଦେର ଯଜେ ଅଭିଲାଷବିଶିଷ୍ଟ ଦେବଗଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଯାଗ କର ।
ଭଗ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଶୌଭ୍ର ପୂଜା କର ।

୫ । ହେ ଅପି ! ତୁମି ଦୁଃଖୋକ ହିତେ ଶୁଭିଯୋଗ୍ୟ ଶିତ୍ର, ବକଳ, ଇନ୍ଦ୍ର,
ଅପି, ଅର୍ଯ୍ୟା, ଅଦିତି ଓ ବିଷ୍ଣୁକେ ଆମାଦେର ଯଜେ ଆହ୍ଵାନ କର । ପୃଥିବୀ
ହିତେଓ ଆହ୍ଵାନ କର, ସରସ୍ଵତୀ ଓ ମକ୍ରଗନ ହଟ୍ଟ ହଟ୍ଟେନ ।

୬ । ଆମରା ଯଜ୍ଞାହଁ ଦେବଗଣେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଜ୍ଞାତିର ସହିତ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରିତେଛି । ଅପି ଆମାଦେର ଅଭିଲାଷେ ଏତିବନ୍ଧକ ନା ହଇଯା ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟାପ୍ତ
କରିତେଛେ । ହେ ଦେବଗଣ ! ତୋମରା ଅନୁପେକ୍ଷନୀୟ ଓ ସର୍ବଦୀ ସନ୍ତ୍ରଜନୀୟ ଧନ
ଦାନ କର । ଅଦ୍ୟ ଆମରା ସହୀୟଭୂତ ଦେବଗଣେର ସହିତ ମିଲିତ ହରବ ।

୭ । ଅନ୍ୟ ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀ ବନିଷ୍ଠଗଣେର ଦ୍ୟାବା ସର୍ବତୋଭାବେ ତ୍ରତ୍ତ ହିଲେନ ।
ଯଜ୍ଞବିଶିଷ୍ଟ ବକଳ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅପି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଲେନ । ଆଜାନକର ଦେବଗନ
୯୭

আমাদিগকে অচেতনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে প্রস্তুত্বার্থ পালন কর।

৪০ শুক্র ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ডি।

১। হে দেবগণ ! তোমাদের চিত্তব্যার সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করক। আমরা বেগবান দেবগণের উক্তেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিত্তী যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রঞ্জিষ্ঠ সবিত্তার সেই ধন অঙ্গ করিব।

২। মিত্র, বক্ষণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে সেই ধন দান করুন। ইস্ত্র ও অর্যমা আমাদিগকে দ্যুতিমান স্তোত্রগণের মেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও তগ যে ধন আমাদিগের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন (দান) আজ্ঞা করুন।

৩। হে পৃষ্ঠদশ হকুগণ ! যে মর্ত্তাকে তোমরা রক্ষা কর, সেই উজ্জ্বল ইউক, সেই বলবান ইউক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্তিত করিতেছেন, এই যজমানের ধনের কেহ বিলাশক নাই।

৪। যজ্ঞের প্রাপয়িতা এই বক্ষণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থ্যবিশিষ্ট, ইহারা আমাদের যজকর্ম ধারণ করিতেছেন। অপ্রতিরুক্তা, দ্যুতিমতো অদ্বিতীয় শোভন আহ্বানবিশিষ্ট। তোহারা সকলে যাহাতে আমাদের বাধা না হয়, এই রূপে পাপ হইতে উক্তার করুন।

৫। অম্য দেবগণ যজ্ঞে হ্যব্যারা প্রাপনীয়, অভৌষ্ঠবর্ণ বিষ্ণুর শাখা-অন্তর্গত। কজ্জ কস্তীয় যথিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের হ্যব্যুক্ত গৃহে আগমন কর।

৬। সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদিগকে দান করেন, হে দৌশিষ্যুক্ত পুরা ! এই দানে বাধা দিও না। সুখপ্রদ, গমসমীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন। সর্বত্রগামী বায়ু হাস্তির জল প্রদান করুন।

৭। অদ্য ম্যাবাপৃথিবী দেবগণের ঢাঁড়া সর্বোত্তমাবে স্তুত হইলেন
যজ্ঞবিশিষ্ট বক্ণ, ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুত হইলেন। আমাদিগুলি
আমাদিগকে অচলীয় সর্বোৎকৃষ্ট অব অদান করন। তোমরা সর্বদা
আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪১ স্কৃত।

প্রথম খক ইন্দ্রাদি দেবতা ; হিতীয় অবধি পাঁচটীর তগ দেবতা ; সপ্তমটীর
উষা দেবতা। ইহার নাম উগ্নত্ব। বসিষ্ঠ খবি।

১। আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে
আহ্বান করি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বক্ণকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে
অশুদ্ধয়কে স্তব করি। প্রাতঃকালে তগকে, পুর্যকে ও ব্রহ্মাঙ্গভিকে স্তব
করি, প্রাতঃকালে সৌম ও কদ্রকে স্তব করি।

২। যিনি জগতের ধর্মাক, জয়শীল উপ্র অদিতির পুত্র সেই তগ-
দেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করিব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধর্মশালী
রাজা উভয়েই তগদেবকে স্তুতি করতঃ “আমার তত্ত্বময়ী ধূম মাত্র”
বলিয়া ঘাস্ত্রী করে।

৩। হে তগ ! তুমি প্রকৃষ্ট মেতা, হে তগ ! তুমি সত্যধন। তুমি
আমাদের অভিস্থিত বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের স্তুতি সকল কর।
হে তগ ! তুমি আমাদিগকে গো ও অশুদ্ধদ্বাৰা প্ৰহৃষ্ট কৰ। হে তগ ! আমরা
মেতাগদ্বাৰা মহুয়বাল হইব।

৪। আৱশ্য আমরা যেন ইদানীং তগবাল হইতে পারি; দিবসের
আৱস্তে ও মধ্যেও যেন তগবাল হইতে পারি। আৱশ্য হে মহুবল !
সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্ৰহ লাভ কৰিতে পারি।

৫। হে দেবগণ ! তগই তগবালু হউন। আমরা তগের (অশুগ্রহেই)
তগবালু হইব। হে তগ ! সকলেই তোমার বারছাৰ আহ্বান কৰেন। হে
তগ ! তুমি এই বজ্জে আমাদিগের অপ্রগামী হও।

୬ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମେର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଧର୍ମକ୍ରାଚାର ନୀର ଉଷାଦେବତା ଆମାଦିଗେର ସଜ୍ଜେ ଆଗ୍ରହମ କରନ । ବେଗବାନୁ ଅଶ୍ଵ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ଉଷାଦେବତା ଧନ୍ତ୍ରମ ଭଗଦେବକେ ଆମାଦିର ଅଭିଯୁକ୍ତେ ଆମରମ କରନ ।

୭ । ସର୍ବଶୁଣେ ଅନୁକ୍ତ ଭଜନୀୟ ଉଷାଦେବତାଗଣ ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବୀରବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା ଜଳମେକ କରନ୍ତଃ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦେର ଲୈଶ ଭାବେ ନାଶ କରନ । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଞ୍ଚିଦ୍ଧାରୀ ପାଲନ କର ।

୪୨ ମୁଦ୍ରଣ ।

ବିଶ୍ଵଦେବଗଣ ଦେବତା । ବସିଷ୍ଠ ଖବି ।

୧ । କ୍ଷୋତ୍ରାଚ୍ଛିରାଗଣ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାକୁ ହିଉଳ । ପର୍ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର କ୍ଷୋତ୍ର ବିଶେଷକୁଳପେ ଇଚ୍ଛା କରନ । ଶ୍ରୀତିଦୀଯିନୀ ମଦୀଗଣ ଜଳମେଚନ କରନ୍ତଃ ଗନ୍ଧ କରନ । ଆମରବିଶିଷ୍ଟା ପତ୍ରୀ ଓ ଯଜମାନ ସଜ୍ଜେର ରଂଗ ଯୋଜନା କରନ ।

୨ । ହେ ଅପ୍ତି ! ତୋମାର ଚିତ୍ରଲଙ୍କ ପଥ ମୁଗ୍ମ ହିଉକ । ଯେ ହରିଏ ଓ ରୋହିଣୀଗଣ ସଜ୍ଜାରୁଥେ (ତୋମାର ନ୍ୟାୟ) ବୌରକେ ବହନ କରନ୍ତଃ ଶୋଭା ପାୟ, ତାହାଦିଗଙ୍କେ ରୂପେ ଯୋଜନା କର । ଆୟି ଉପବିଷ୍ଟ ହଇଯା ଦେବଗଣଙ୍କେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି ।

୩ । ହେ ଦେବଗଣ ! ମମକ୍ଷାରୁକୁ ଏହି କ୍ଷୋତ୍ରାଗଣ ତୋମାଦେର ସଜ୍ଜ ସମାକୁଳପେ ପୁର୍ଜା କରେ । ଆମାଦେର ସମ୍ମାପନ୍ତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଵତିତ୍ତୀଳ ହୋତା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ସମ । ହେ ସଜାତୀ ! ତୁମ ଦେବଗଣଙ୍କେ ମୁନ୍ଦରକୁଳପେ ସଜ୍ଜ କର । ହେ ବର୍ତ୍ତେଜନ୍ମି ! ତୁମ ସଜ୍ଜାର୍ଥ ଭୁମିକେ ଆବାର୍ତ୍ତନ କର ।

୪ । ସକଳେର ଅଭିଧି ଅପି, ସଥଳ ବୀର ଧନବାନେର ଗୃହେ ମୁଖେ ଶାନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ହେବେ, ସଥଳ ଅପି ଗୃହେ ମୁନିହିତ ହଇଯା ଶ୍ରୀତ ହେବେ, ତଥଳ ତିନି ମିକଟଗୀରୀ ଅଜାକେ ବରଣୀୟ ଧନ ଦାନ କରେମ ।

୫ । ଅପି ଆମାଦେର ଏହି ସଜ୍ଜ ମେବା କର । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମକ୍ରଗଣେର ମଧ୍ୟ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଶୋଭକୁ କର । ରାତ୍ରି ଓ ଉଦ୍‌ବାକାଳେ ସର୍ବିତ୍ତେ ଉପବେଶନ କର । ସଜ୍ଜାଭିଲାବୀ ମିତ୍ର ଓ ସକଳଙ୍କେ ଏହି ସଜ୍ଜେ ପୁର୍ଜା କର ।

୬ । ବସିଷ୍ଠ ଧାତିଲାବୀ ହଇଯା ଏହି ପ୍ରକାରେ ବଲେରପୁତ୍ର ଅପିକେ ବଲୁରପିଲିଶିଷ୍ଟ ଧରମାତାର୍ଥ ସ୍ଵତି କରିଯାଇଲେମ । ଅପି ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅଶ୍ଵ, ବଲ ଓ ଧନ ଆଦାନ କରନ । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଞ୍ଚିଦ୍ଧାରୀ ପାଲନ କର ।

୪୩ ମୁଦ୍ରଣ ।

ବିଶ୍ୱଦେବଗନ ଦେବତା । ସମିଷ୍ଟ ଋବି ।

୧ । ହଙ୍କେର ଶାଖାର ନ୍ୟାୟ ସେ ସେବାବୀଗଣେର ସ୍ତୋତ୍ର ବିଶେଷକ୍ରମପେ ଚାରି-
ଦିକେ ଗମନ କରେ, ସେଇ ଦେବାଭିଲାସୀଗନ ସଜେ ନରକ୍ଷାରଦ୍ୱାରା ତୋମାଦିଗଙ୍କେ
ପାଇବାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷକ୍ରମପେ କ୍ଷବ କରିତେଛେ, ଦ୍ୟାବାପ୍ରଥିବୀକେଣ କ୍ଷବ କରି-
ଦେଛେ ।

୨ । ଶ୍ରୀଭ୍ରାଗାମୀ ଅଶ୍ୱେର ନ୍ୟାୟ ଏଇ ସଜେ ଗମନ କରନ । ତୋମରୀ ଏକଥିନେ
ଘୃତକ୍ରମକାରିଣୀ (ଶ୍ରୀ) ଉତ୍ତୋଳନ କର । ଅଧିରେଇ ଜନ୍ୟ ସାଧୁବିହିବିଜ୍ଞାନ
କର । ହେ ଅଧି ! ତୋମାର ଦେବାଭିଲାସୀ କିରଣସମ୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵମୁଖ ହଇଯୀ ବାସ
କରନ ।

୩ । ବିଶେଷକ୍ରମପେ ପ୍ରତିପାଳମୀୟ ପୁରୁଣ ମାତାର କୋଡ଼େ ବେଳେପ ଉପ-
ବେଶନ କରେ, ସେଇକ୍ରମ ଦେବଗନ ସଜେର ଉତ୍ସତ ପ୍ରଦେଶେ ଉପବେଶନ କରନ ।
ହେ ଅଧି ! ଜୁହ ତୋମାର ଯାଗମୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାଲୀ ସମ୍ଯକ୍ରମପେ ସିନ୍ତନ କରନ । ତୁମ
ମୁକ୍ତେ ଆୟାଦେର ଶତ୍ରୁଗଣେର (ସହାୟତା) କରିବ ନା ।

୪ । ଯଜନୀୟ (ଦେବଗନ) ଉଦକେର ଦୌହନ ଯୋଗୀ ଧାରୀ ସର୍ବନ କରନ୍ତଃ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତକ୍ଷାବେ ଆୟାଦେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ (ସ୍ଵିକାର) କରନ । ହେ ଦେବଗନ !
ଅନ୍ୟ ଧନେର ମଧ୍ୟେ ସେ ପୂଜନୀୟ ଧନ ଆଛେ, ତାହା ଆଗମନ କରନ, ତୋମରୀ ଓ
ସକଳ ଏକମନ ହଇଯୀ ଆଗମନ କର ।

୫ । ହେ ଅଧି ! ତୁମ ଏଇ ଏକାରେ ପ୍ରଜାଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଆୟାଦିଗଙ୍କେ
ଧନ ପ୍ରଦାନ କର; ହେ ବଲବାନ ! ଆମରୀ (ତୋମାକଣ୍ଠକ) ଅପରିତ କୁ ହଇଯୀ
ମିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଧନେର ସହିତ ମତ ଓ ଅହିଂସିତ ହେବ । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆୟା-
ଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵଭ୍ରାତା ପାଲନ କର ।

୪୪ ଶ୍ଲତ ।

ଦଧିକ୍ରାନ୍ତୀ ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଋବି ।

୧ । ତୋର୍ମାଦେର ରଙ୍ଗର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଦଧିକ୍ରାନ୍ତିକେ ଆହ୍ଵାନ କରି । ତଦନନ୍ତର ଅଶ୍ଵିଦୟ, ଉଷା ସମିକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ଓ ଭଗକେ ଆହ୍ଵାନ କରି । ଇଞ୍ଜ, ବିଶୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରକ୍ଷଗ୍ରଂଥିତି, ଆଦିତ୍ୟଗଣ, ଦ୍ୟାୟାପୃଥିବୀ, ଅମ ଦେବତା ଓ ଶ୍ରୀଯକେ ଆହ୍ଵାନ କରି ।

୨ । ଶ୍ରୋତ୍ରଦୀର୍ଘ ଦଧିକ୍ରାନ୍ତି ଦେବତାକେ ପ୍ରବୋଧିତ ଓ ଶ୍ରୀବର୍ତ୍ତି କରତଃ ଆମୟୀ ସଞ୍ଜେର ଉପକ୍ରମେ କୁଶୋପରୀ ଇଲାଦେବୀକେ ପ୍ରାପନ କରତଃ ଶୌଭନ ଆହ୍ଵାନଯୁକ୍ତ ସେଖାମୀ ଅଶ୍ଵିଦୟକେ ଆହ୍ଵାନ କରି ।

୩ । ଆୟି ଦଧିକ୍ରାନ୍ତିକେ ପ୍ରବୋଧିତ କରତଃ ଅଗ୍ନି, ଉଷା, ଶ୍ରୀ ଓ ତୁମିର ତ୍ରବ କରି । ଆୟି (ଶତ) ବିନାଶକାରୀ ବକଣେର ଯହି ପିଙ୍ଗଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵକେ ତ୍ରବ କରି, ମେଇ ଦେବଗଣ ସମ୍ପନ୍ତ ପାପ ଆୟା ହିତେ ପୃଥିକ କରନ ।

୪ । ଅଶ୍ଵ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରୀଯୁଗାମୀ, ଗମରଶୀଲ ଦଧିକ୍ରାନ୍ତା ସମାକରନପେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅବଗତ ହଇଯେ ଉଷା, ଶ୍ରୀ, ଆଦିତ୍ୟଗଣ, ବନ୍ଦୁଗଣ, ଅଞ୍ଜରାଂଗଣେର ସହିତ ଏକ ମତ ହଇଯେ ରଥେର ଅତ୍ରେ ଲଘୁ ହନ ।

୪୫ ଶ୍ଲତ ।

ସବିତା ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଋବି ।

୧ । ରତ୍ନବିଶିଷ୍ଟ, ଅନ୍ତଶୀକ୍ଷେର ପୂର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଅଶ୍ଵକର୍ତ୍ତକ ଉହମାନ ସବିତା-ଦେବ ବନୁମ୍ୟେର ହିତକର ବହୁଧମ ହିତେ ଧ୍ୟାନ କରତଃ ଚୁତଗଣକେ ସର୍ବାମ୍ବଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ଓ ଶ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସନ କରତଃ ଆଗମନ କରନ ।

୨ । ଶିଥିଲ ଏବଂ ହହି ହିରମ୍ୟାର ବାହୁଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେର ଅନ୍ତସମୂହକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରକ । ଆମରା ଅମ୍ୟ ସବିତାର ମେଇ ସହିମାର ଶ୍ଲତି କରି । ଶ୍ରୀଶ ସବିତାକେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ ।

୩ । ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦୁଗତି ସବିତାଦେବଈ ଆମାଦିଗକେ ଉଛେଶେ ଧନ ପ୍ରେସନ କରନ । ତିବି ବହୁବିଜ୍ଞାରଳିପ ଧ୍ୟାନ କରତଃ ଆମାଦିଗକେ ସମୁଦ୍ର-ଦିଗେର ତୋଗ୍ୟୋଗ୍ୟ ଧନ ମାନ କରନ ।

৪। এই স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিভাবকে
স্বৰ করিতেছে। তিনি আমাদিগকে বিচিত্র হৃষে অস্মদাম করন।
তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৬ স্কৃত।

ঝজ দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। ছিরকার্ম্মিক, শীঘ্ৰগামী, বাণবিশিষ্ট, অম্ববান्, কাহারও দ্বাৰা।
অনভিভূত, সকলের অভিভবক এবং তৌক্ষ্যান্ত্র বিধানকারী কর্তৃৱ উদ্দেশে
স্তুতি কর। তিনি অবগ করন।

২। পৃথিবীচ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্যদ্বারা তাহাকে আনিতে পারা
যায়। হে ক্ষে ! তোমার স্বৰকারী (আমাদের অঙ্গণকে) পালন-
করতঃ আমাদের ঘৃহে গমন কর। আমাদিগকে রোগ দান করিও না।

৩। অস্ত্রীক্ষ হইতে বিযুক্ত তোমার যে বিদ্রো ক্ষিতিতলে বিচুণ
করে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ কৰক। হে স্বপিবাত ! তোমার সহস্র
ভেষজ আছে; আমাদের পুত্র বী পৌত্রের প্রতি হিংসা করিও না।

৪। হে ক্ষে ! আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ
করিও না। তুমি ক্রুক্ষ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি,
জীবগণের প্রসংশাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্বদা
আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৭ স্কৃত।

অগ্ দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। হে অপ् দেবতা ! দেৰাভিসাধীগণ ইজ্জেৱ পাতবা, তুমিসম্মুত,
যে তোমাদিগের সোম্যস প্রথমে সংকৃত করিয়াছে, সেই শুচি, পাপরহিত,
মৃত্তিজলসেকী, অধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও মেবন কৰিব।

୨ । ହେ ଅପ୍ ଦେବତା ! ଶୀଘ୍ରଗତି ଅପାଂ ବପାଂ ଦେବତା ତୋମାଦେର
ମେଇ ମଧୁମତ୍ତମ ପ୍ରମିଳ ଉର୍ମି ପାଲନ କରନ । ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାତେ ବମ୍ବଗଣେର ସହିତ
ମତ୍ତ ହମ, ଆମରୀ ଦେବାଭିଲାଷୀ ହଇୟା ଅନ୍ୟ ତୋମାଦେର ମେଇ ଉର୍ମି ପ୍ରାଣ ହିଁବ ।

୩ । ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତ ତପବିଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵଦ୍ଵାରା ଲୋକେର ହର୍ଷ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଦୋଷ-
ମାନ ଜଳ ଦେବଗଣେର ଛାମେ ପ୍ରବେଶ କରେନ । ତୋହାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରେର କର୍ମ ହିସା
କରେନ ନା । ତୋମରୀ ମିଳୁଗଣେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଘୃତ୍ୟୁକ୍ତ ହ୍ୟ ହୋଇ କର ।

୪ । ହର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଣିଦ୍ଵାରା ଯେ ଅପ୍ସମୁହକେ ବିନ୍ଦୀର୍ କରେନ, ଯାହାଦେର ଜଳ,
ଇନ୍ଦ୍ର ଗମନ୍ୟୋଗ୍ୟ ପଥ ବିନ୍ଦୀର୍ କରିଯାଇଛେ, ହେ ମିଳୁଗଣ ! ମେଇ ତୋମରୀ ଆମା-
ଦେର ଧନ ଧାରଣ କର । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଂକ୍ଷିଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

୪୮ ସ୍ତୁତ ।

ଖର୍ମେଦ ଦେବତା । ବନିଷ୍ଠ ଖର୍ମ ।

୧ । ହେ ନେତୀ ଧରବାନ୍ତ ଖର୍ମଗଣ ! ତୋମରୀ ଆମାଦେର ମୋହପାନେ ପ୍ରମତ୍ତ
ହୁଏ । ତୋମରୀ ଗମନ କରିତେଛ, ତୋମାଦେର କର୍ମନେତା ସମର୍ଥ ଅଶ୍ଵଗଣ ଆମାଦେର
ଅଭିମୁଖ ହଇୟା ଯମୁନା ହିତକର ରଥ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରକ ।

୨ । ହେ ଖର୍ମଗଣ ! ଆମରୀ ତୋମାଦିଗେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥିତ । ତୋମରୀ
ସମର୍ଥ; ତୋମାଦିଗେର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥ ହଇୟା ତୋମାଦିଗେର ବଳେ ଶକ୍ରବଳ
ଅଭିଭବ କରିବ । ବାଜ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧେ ରକ୍ଷା କରନ । ଇନ୍ଦ୍ରକେ ମହାୟ
ପାଇୟା ଆମରୀ ହତେର ହତ ହିଁତେ ଉତ୍ତିର୍ ହିଁବ ।

୩ । ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଖର୍ମଗଣ ଆମାଦେର ବହୁତର ଶକ୍ର ମେନ୍ ଆଜ୍ଞାଦ୍ଵାରା ଅଭିଭବ
କରେନ । ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରମତ୍ତ ହିଁଲେ ସମ୍ମତ ଶକ୍ରଗଣକେ ହିସା କରେନ । ବିଦ୍ୟା, ଖର୍ମକୁ
ଓ ବାଜ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ଦ ହଇୟା ମଥୁରାଦ୍ଵାରା ଶକ୍ର ବଳ ବିକୃତ କରେନ ।

୪ । ହେ ଦୋତମୀନ ଖର୍ମଗଣ ! ତୋମରୀ ଅନ୍ୟ ଆମାଦେର ଧନ ଦାଙ୍ଗ ।
ହେ ସମତ ଖର୍ମଗଣ ! ତୋମରୀ ଶୌତ ହଇୟା ଆମାଦେର ରଜଣ୍ୟର୍ ହୁଏ । ବନ୍ଦ ଖର୍ମଗଣ
ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅନ୍ ଅନ୍ଦାମ କରନ । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସଂକ୍ଷିଦ୍ଵାରା
ପାଲନ କର ।

৪৯ সূক্ত ।

আপ্‌ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋবি ।

১। সমুদ্র যে অপ্সম্যহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদাগমশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্সম্যহ অন্তরীক্ষের মধ্য হইতে গমন করেন । বজ্রধাৰী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপ্সম্যহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারা এই স্থানে আমায় রক্ষা করুন ।

২। যে অপ্সম্যহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা প্রবাহিত হইয়া থানন্দারা যাহাদিগকে মাত করা যায়, যাহা স্বরং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভি-মুখে গমন করে, দীপ্তিমুক্ত পরিত্বকর সেই অপ্দেবীসম্যহ আমায় রক্ষা করুন ।

৩। যে অপ্সম্যহের স্বামী বক্ণ জলসম্যহ মধ্যে সত্তা ও মিথ্যার স্বাক্ষী স্বরূপ হইয়া মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুকারিণীদীপ্তিমুক্ত, শোধয়িতা, সেই অপ্দেবীসম্যহ আমায় রক্ষা করুন ।

৪। যাহাতে রাজা বক্ণ বাস করেন, যাহাতে সৌম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অপ্প পাঁইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অঘি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যাতিমান্ত অপ্সম্যহ আমায় রক্ষা করুন ।

৫০ সূক্ত(১) ।

প্রথম ঋকের মিত্র ও বক্ণ দেবতা ; দ্বিতীয়ের অঘি দেবতা ; তৃতীয়ের বৈশ্বানর ; চতুর্থের নদী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋবি ।

১। হে মিত্র ও বক্ণ ! তোমরা এখানে আমাদিগকে রক্ষা কর । কুলায়কারী ও সর্বদা বর্জনান বিষ আমাদের অভিযুক্ত যেমন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দশন বিষ বিমষ্ট হউক । ছদ্মগামী সর্প পদ-শব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পাঁরে ।

(১) এই সূক্তে সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ও রোগের উল্লেখ আছে ।

୨ । ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ମକ ବିଷ ନାମା ଅର୍ଥେ ରଙ୍ଗାଦିର ପର୍ବତୀମେ ଉତ୍ତୃତ ହୟ, ଯେ ବିଷ ଜୀମୁ ଓ ଗୁଲ୍ଫ ଶ୍ଫୌତ କରେ, ଦୀଣିମାନ୍ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଏହି ବାତିର ନିକଟ ହଇତେ ମେ ବିଷ ଦୂରୀକୃତ କରନ୍ତି । ଛନ୍ଦଗାଁମୀ ସର୍ପ ପଦଶଦେର ଦ୍ଵାରା ଯେଣ ଆମାକେ ନା ଜାଣିତେ ପାଇରେ ।

୩ । ଯେ ବିଷ ଶାଲ୍ମାଲୀତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ, ଯାହା ନଦୀଜଳେ ଶ୍ରୀମିତ୍ତ ହଇତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ, ବିଶ୍ଵଦେଶଗଣ ମେଇ ବିଷ ଆମାଦିଗେର ନିକଟ ହଇତେ ଦୂର କରିଯା ଦେନ । ଛନ୍ଦଗାଁମୀ ସର୍ପ ଯେଣ ପଦଶଦେର ଦ୍ଵାରା ଆମାକେ ଜାଣିତେ ନା ପାଇରେ ।

୪ । ଯେ ନଦୀଗଣ ପ୍ରାବଳ ଦେଶେ ଗମନ କରେ, ଯାହାରା ନିମ୍ନଦେଶେ ଗମନ କରେ, ଯାହାରା ଉତ୍ତର ଦେଶେ ଗମନ କରେ, ଯେ ନଦୀ ସକଳ ଉଦକବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଯାହାରା ଅମୁଦକ ଜଳଦ୍ଵାରା ଅଗଣ ଆପାର୍ଯ୍ୟିତ କରେ, ମେଇ ଦ୍ୟାତିରୀଳ ନଦୀ ସକଳ ଆମାଦେର ଶିପୁର ରୋଗ ନିବାରଣ କରିଯା କଲ୍ୟାଣକର ହିଉକ । ଆରା ମେଇ ନଦୀ ସକଳ ଅହିଂସାପ୍ରଦ ହିଉକ ।

୧୧ ମୁକ୍ତ ।

ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତା । ବନ୍ଦିତ ଖୟ ।

୧ । ଆମରା ଯେବ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବଗଣେର ଆଶ୍ରମ ଲାଭ କରିଯା କୁତୁମ୍ବ ମୁଖକର ଗୃହ ପୋଷ ହୈ । ଦ୍ୱାରାହିତ ଆଦିତ୍ୟଗଣ ଆମାଦିଗେର ସ୍ତୋତ୍ର ସକଳ ଅବଶ କରିଯା ଏହି ଯଜ୍ଞକାରୀକେ ଅବପରାଧ ଓ ଅନୀବ କରିଯା ଦିନ ।

୨ । ଆଦିତ୍ୟଗଣ ଓ ଅନ୍ଦିତ ଓ ଅତିଶୟ ଶଜୁଷ୍ଠାବ ମିତ୍ର, ବକଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧାରୀ ପ୍ରୟକ୍ଷ ହିଉନ । ଭୁବମେର ରଙ୍ଗକ ଦେବଗଣ ଆମାଦେର ହିଉନ । ଅନ୍ୟ ଆମାଦେର ରଙ୍ଗାର୍ଥେ ମୋଷ ପାଇ କରନ ।

୩ । ଆମରା ସମନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟଗଣ, ସମନ୍ତ ମକ୍ରଗଣ, ସମନ୍ତ ଦେବଗଣ ଓ ଲମନ୍ତ ଶୁଭଗଣ ଓ ଇଞ୍ଜ, ଅଗ୍ନି ଓ ଅଶ୍ଵଦ୍ଵାରେର ଶ୍ଵର କରିଲାମ । ତୋମରା ନରଦୀ ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵଭିଷାରା ପାଇନ କର ।

৫২ স্কৃত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হইব(১)। দেবগণের মধ্যে হে
বসুগণ ! মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বৰ্কণ ! তোমা-
দিগকে সন্তুষ্জনা করতঃ ধন উপভোগ করিব। হে দ্যাবাপৃথিবী ! আমরা
যেন চুতিবিশিষ্ট হই।

২। মিত্র ও বৰ্কণপ্রযুক্তরক্ষক (আদিত্য) গণ আমাদের পুজ্ঞ ও
পৌজ্ঞকে সুখ প্রদান করণ। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করিতে
না হয়, তোমরা যে কর্ম করিলে নাশকর, হে বসুগণ ! আমরা যেন সে কর্ম
না করি।

৩। ত্বরাবান্ত অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাঁক্তা করতঃ তাঁহার যে
রূপনীয় ধন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, যাগশীল মহান্ত পিতা ও সমস্ত দেবগণ
এক মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করন।

৫৩ স্কৃত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে মহত্ত্ব ও দেবগণের জন্ময়তী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্বতন
স্তোত্রগণ স্তুতি করতঃ পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি সেই
যজন্মীয়। ও মহত্ত্ব দ্যাবাপৃথিবীকে (খন্দকুগণের) সম্মাধ্যুক্ত হইয়া যজ্ঞ ও
নমস্কারের সহিত স্তুতি করি।

২। হে স্তোত্রাগণ ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্বপ্রজ্ঞাতা এবং
বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) ষজস্ত্বলের পুরোভাগে সংস্থাপিত
কর। হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমালিঙ্গের মহৎ ও বুরণীয় (ধন দানার্থ)
দেবগণের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর।

(১) আদিত্যের আক্রীয় এই অর্থে আদিত্য। অদিতি অর্থ অখণ্ডনীয়।
সারল।

৩। হে ম্যার্বাপৃথিবী ! তোমাদিগের সামে দেয় বভুমণীর ধন
আছে, তথ্যে যাহা অক্ষয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। হে ম্যার্বা-
পৃথিবী ! তোমরা সর্বসা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত পালন কর।

৫৪ মৃত্ত।

বাঞ্ছোচ্চতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। হে বাঞ্ছোচ্চতি!(১) ! তুমি আমাদিগকে প্রবোধিত কর।
আমাদিগের নিবাস মৌরোং কর। আমরা যে ধন যাঁক্তা করি তাহা
প্রদান কর এবং আমাদিগের (পুত্রপোত্তানি) দ্বিপদজনের ও (গবাখানি)
চতুর্পদবর্ণের মুখকর হও।

২। হে বাঞ্ছোচ্চতি ! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের ধনের
বর্জনিতা হও। তুমি সখা হইলে আমরা গাভী ও অশ্যুক্ত ও অরারহিত
হইব। পিতা যেকপ পুত্রদিগকে পালন করে, তুমি আমাদিগকে দেইকপ
পালন কর।

৩। হে বাঞ্ছোচ্চতি ! আমরা যেন তোমার মুখকর, রমণীর ও
ধনশুক্ত স্থান আপ্ত হই। তুমি আমাদিগের আপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন
রক্ষণ কর ও আমাদিগকে কল্যাণের সহিত সর্বসা পালন কর।

৫৫ মৃত্ত।

বাঞ্ছোচ্চতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋবি।

১। হে বাঞ্ছোচ্চতে ! তুমি রোগনাশক, তুমি সর্বশক্তির রূপ যথ্য
প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা ও মুখকর হও।

২। হে খেতবর্ণ ও কোর কোন অংশে পিশক বর্ণ সরমা পুত্র ! তুমি
যথন মৃত্ত শ্রীকাণ কর তাহা আমার নিকট আহারের সময় স্থক্তনী প্রদেশে
আমুদের ম্যার বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি স্বর্থে রিত্বা যাও।

(১) বাঞ্ছোচ্চতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমানামী দেবতুকুরীর
কুলোন্তব, সেই জন্য পরে সারবের নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। হে সারমেয়! তুমি যে ছান হইতে গমন কর, পুনরাবৃ মেই ছানে আঁগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাইতের প্রতি গমন কর। ইস্তের স্তোত্রাগণের নিকট কেন যাও? আমাদিগকে কেন বাধা দাও? মুখে নিদ্রা যাও।

৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকর ও তোমায় বিদারণ করুক। ইস্তের স্তোত্রাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদিগকে বাধা দেও? মুখে নিদ্রা যাও।

৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমাতু পিতা নিদ্রা যান। কুকুর নিদ্রা যাউক, গৃহস্থাদী নিদ্রা যাউক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাউক। চতুর্দিকবর্জী এই জনগণও নিদ্রা যাউক।

৬। যে ব্যক্তি এই ছানে আছে, যে বিচরণ করিতেছে, যে আমাদিগকে দেখিতেছে, তাহাদের চক্ষু: সকল বিলাশ করিব। এই হর্ষ্য যেকপ (তাহারা ও মেই রূপ হইবে)।

৭। যে সহস্রশৃঙ্খল সমূজ হইতে উদ্ভাব হইল (২) মেই অভিভব-কারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিশ্চিত করিব।

৮। যে ক্রীগণ প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তল্পে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা, তাহাদের সকলকে নিশ্চিত করিব।

৫৬ শৃঙ্খল।

মুনুৎ দেবতা। বনিষ্ঠ ঋষি।

১। ব্যক্তকপ মেড়া, সমানস্থানবাসী নমুন্যের হিতকর, অথচ মুনুৎ অঞ্চলিষ্ঠ এই কুজ পুরুগণ, ইঁহারা কে?।

২। কেহই ইঁহাদের অম্ব জানেন না। তাহারাই পরম্পর আপনাদের অম্ব কথা জানেন।

৩। আপনারাই সঞ্চরণকরতঃ পরম্পর যিনিত হল। বায়ুবৎ বেগ-শালী শ্যেন পঞ্চীর ন্যায় পরম্পর স্পর্শ্বী করেন।

(২) সমূজ হইতে উদ্ভাব সহস্র শৃঙ্খল তৃষ্ণ কি?

৪। ধীমানু বাঞ্ছি এই খেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন
মহত্তী পৃশ্চি ইহাদিগকে অস্তরীকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই প্রজা মর্কৎগণের (অনুগ্রহে) চিরকাল শত্রুগণের অভিভূত-
কারিণী ও ধনের পুষ্টি প্রদানিণী ও বীরপুত্রবিশিষ্টী হউক।

৬। মর্কৎগণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে গমন করেন,
অলঙ্কারস্থার। সর্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তাহার। শ্রীসমুর্বিত
ও উগ্র।

৭। তোমাদের তেজ উগ্র; তোমাদের বল স্থির। মর্কৎগণ বুদ্ধিমান
হউন।

৮। তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান; তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল।
ধর্মগবোগ্য, বলমুক্ত (মর্কৎ) গণের বেগ ক্ষেত্রার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী।

৯। (হে মর্কৎগণ)! পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক
কর। তোমাদের কুরুক্ষিয়েন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

১০। তোমরা স্বরাবানু। তোমাদের শ্রিয় নাম ধরিয়া আহ্বান
করি। অভিজ্ঞায়বান্ম মর্কৎগণ ইহাতেই তৃপ্ত হন।

১১। মর্কৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত
এবং তাহারা আমাদের শরীর অলঙ্কৃত করেন।

১২। হে মর্কৎগণ! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হউক।
তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশ্যে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি। উদকস্পর্শী
মর্কৎগণ সত্যস্থারা সত্য আপ্ত হইয়াছেন। তাহারা শুচি, তাহাদের অস্ত্র
শুচি ও তাহারা অন্যকে শুচি করেন।

১৩। হে মর্কৎগণ! তোমাদের স্বক্ষে ধার্ম সকল রহিয়াছে। উত্তম
ক্ষম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে(১)। রুষ্টির সহিত
বিজ্যৎ যেকোপ শোভা পায়, মেইকোপ জল প্রদানের সময় স্বীকৃত আয়ুধস্থারা
তোমরা শোভা পাও।

(১) ধার্ম অর্থে বলয় ও ক্ষম অর্থে বক্ষঃ স্বলের স্বীকৃতের অলঙ্কার, তাহা
পুরুষে বলা হইয়াছে।

১৪। তোমাদের অস্তরীক্ষভব তেজঃ বিশেষজ্ঞপে গমন করিতেছে। হে বিশেষজ্ঞপে যষ্টব্য মকুৎগণ ! তোমরা অম হৃক্ষি কর। হে মকুৎগণ ! তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহমেধিদন্ত এই ভাঁগ সেবা কর।

১৫। হে মকুৎগণ ! যেহেতু তোমরা অলবিশিষ্ট যৈধাবীর হযাযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুজ্জবিশিষ্টের ধন শৌচ প্রদান কর, সে ধন শক্ত অভিহন্ন করিতে পাঁরে না।

১৬। যে মকুৎগণ সত্তগামী অশ্বের ন্যায় মুদ্র গমনবিশিষ্ট, উৎসবদশী মনুষ্যগণের ন্যায় অলক্ষারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ, তাহারা কীড়া পরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা।

১৭। মকুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করতঃ সুন্দরকপবিশিষ্ট দাঁবা-পৃথিবীকে পূর্ণ করতঃ মুখী করন। হে বাঁসপ্রদগণ ! যেঘভেদক, মনুষ্যালাশক তোমাদের আযুথ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। তোমরা মুখের সহিত আমাদের অভিমুখ হও।

১৮। নিষ্ঠ হোতা তোমাদের সর্বত্রগামী দাঁবকার্ষ্যের প্রশংস। করতঃ তোমাদিগকে সমাকৃতপে বাঁরস্থার আহ্বান করিতেছেম। হে কামবর্ষিগণ ! যে হোতা যজ্ঞালের রক্ষক, সে কপটতা রহিত হইয়া স্তোত্রবাবু। তোমা-দিগকে শুব করে।

১৯। এই মকুৎগণ যজ্ঞে দুর্বাসিত যজমানকে প্রীত করেন। ইইঁরা বলের দ্বারা বলখন্দ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বঙ্গগণ যেকে কামনা করেন, হে কামবর্ষীগণ ! তোমরা তোমো বিমাশ কর, আরও আমাদিগকে বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর।

২০। ইইঁরা সম্মুখ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বঙ্গগণ যেকে কামনা করেন, হে কামবর্ষীগণ ! তোমরা তোমো বিমাশ কর, আরও আমাদিগকে বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর।

২১। হে মকুৎগণ তোমাদের দান হইতে আমরা যেন নির্গত হই না। হে রথবিশিষ্টগণ ! ধন দান কালে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিও না। স্মৃহন্তির ধনসমূহে আমাদিগকে ভাগী কর। হে কামবর্ষীগণ ! তোমাদের যে স্মৃজ্ঞাত ধন আছে, তাহারও ভাগী কর।

২২। যথম বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের (জয়ের) অন্য কোপপূর্ণ হল, তখন হে কুত্রপুত্র মকৎগণ ! যুক্তে শক্তর নিকট হইতে আমাদের ত্রাতা হও ।

২৩। হে মকৎগণ ! আমাদের পূর্বপুরুষ সমস্কে অনেক কার্য করিয়াছ । তোমাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম প্রশংসিত হয়, তাহাতে করিয়াছ, ওজৰ্বী ব্যক্তি যুক্তে মরৎগণের সাহায্যে শক্তগণের অভিভিত্তি হল, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অঞ্চল ভোগ করে ।

২৪। হে মকৎগণ ! আমাদের বীর বলবান্ত হউক । সে অন্ধরঙ্গ লোকের বিদ্যায়ক হউক । আমরা নিবাসার্থ প্রাণ্ত শক্তদিগকে বিমাশ করিব । আমরা তোমাদের আশীর্বাদ ছান্মে অবশ্যিতি করিব ।

২৫। ইন্দ্র, বৃক্ষ, মিত্র, অশ্ব, আপ, ওষধি ও রূক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করেন । মরৎগণের ক্ষেত্রে আমরা মুখে থাকিব । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বার্থ পালন কর ।

৫৭ স্কৃত।

মরৎগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋবি ।

১। হে যজনীয় মকৎগণ ! মাদঘিতা স্তোত্রাগণ যজ্ঞকালে বলের সহিত তোমাদের মাঝ স্বত করে । মরৎগণ বিষ্ণুর্ণ দ্যাবাপ্তিদ্বী কল্পিত করেন । যেথকে বর্ষণ করান ও উগ্র হইয়া সর্বত্র গমন করেন ।

২। মকৎগণ স্তুতিকারীকে অব্বেষ করেন । যজমালের অভীষ্টপূরণ করেন । তোমরা শ্রীত হইয়া আমাদের যজ্ঞে সোমপালার্থ বহিতে উপবেশন কর ।

৩। এই মকৎগণ যত দান করেন, এত আর কেহই (দেন না), ইহারা কল্প, আযুধ ও শরীর (শোভায়) শোভিত হল । দ্যাবাপ্তিদ্বী অকাশকারী ব্যাখ্যদৌশি, মকৎগণ শোভার্থ সমানজনপ আভরণ ব্যক্ত করে ।

৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আযুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক । যদিও যন্মুক্ত আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ ! যেম

তোমাদের মেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অল্প-
অন্দ তাহাই আমাদের হউক।

৫। আমাদের যজকর্ম্মেই মুকুৎগণ তৃপ্ত হউন। তাহারা অবিলিত,
দীপ্তিশুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মুকুৎগণ ! অমুগ্রহ করিয়া অথবা উত্তৰ
স্মতিপ্রযুক্ত আমাদিগকে বিশেষজ্ঞপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থ
আমাদিগকে প্রবর্ক্ষিত কর।

৬। মুকুৎগণ স্তুত হইয়া হিবি ভক্ষণ করন, তাহারা মেতা ও সমস্ত
জলের সহিত বর্ণনান। হে মুকুৎগণ ! আমাদের সম্মতির জন্য উদক্ত প্রদান
কর। হ্বয়দায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধর্ম দান কর।

৭। মুকুৎগণ স্তুত হইয়া সকল রক্ষণারসসহিত যজ্ঞে স্তোত্রার অভিমুখে
আংগমন কর। ইহারা আপনিই স্তোত্রগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া
বর্ক্ষিত করেন, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বারা পালন কর।

৫৮ শত্রু।

মুকুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। তোমরা সতত বর্ষণকারী, মুকুৎ সংঘকে অচ্ছেদ কর, ইহারা
দেবতাদিগের স্থানে সর্বাপেক্ষা অবৃক্ত, আরও ইহারা মহিমায় দ্যাবা-
পৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অস্তরীক্ষ হইতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন।

২। হে ভীম ! হে অবৃক্তমতি ও গমবশীল মুকুৎগণ ! তোমাদের জন্য
দৌপ্ত (কদ্র) হইতে, আরও ইহারা তেজোবলে অবল হইয়াছেন। তোমা-
দের গমনে সূর্যাদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়।

৩। তোমরা হ্বয়বিশিষ্টকে প্রচুর অৱ প্রদান কর। আমাদের
সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মুকুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তাহা প্রাণি-
গণকে বিমাশ করে না। তাহারা স্মৃত্যুর রক্ষণাবারা আমাদিগকে প্রবর্ক্ষিত
করন।

৪। হে মুকুৎগণ স্তোত্র ! তোমাদের কর্তৃক বৃক্ষিত হইয়া শতসংখ্যক
ধনবান্ম হন। তোমাদের কর্তৃক বৃক্ষিত হইয়া (স্তোত্র) আক্রমণকারী

ଅଭିଭବିତା ଓ ସହିତ ଧରିବାନ୍ତ ହୁଏ । ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତ୍ଵ ରକ୍ଷିତ ହଇଯାଏ ମେ ସତ୍ରାଜୟୁତ ହୁଏ ଓ ଶକ୍ତିନାଶ କରେ । ହେ କମ୍ପାନକାରୀଗଣ ! ତୋମାଦେର ଦେବ ମେହି ଥର ଆଚୁତ ହଟୁକ ।

୫ । କାମବର୍ତ୍ତୀ ମେହି କର୍ତ୍ତ୍ଵଗର୍ଥକେ ଆମି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରି । ତୋମାରା ପୂଲବ୍ରାହ୍ମ ବହିବାର ଆମାଦିଗେର ଅଭିଭୂତ ହଟୁଳ । ସେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ ସେ ଏକା-ଶିତ ପାପାୟୁତ ମକ୍ରଗଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଯେନ, ମକ୍ରଗଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମେହି ପାପ ଅପନୀତ କରିବ ।

୬ । ଧରିବାନ୍ତ ମକ୍ରଗଣେର ମେହି ମୁକ୍ତତି ଆମରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଛି । ଅକ୍ରଗଣ ଏହି ମୁକ୍ତ ମେହି କରୁନ । ହେ ଅଭିଷେଷବର୍ଷୀଗଣ ! ତୋମରା ଦୂର ହଇତେଇ ଶକ୍ରଗଣକେ ପୃଥିକ କର । ତୋମରା ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵତ୍ତ୍ସବୀରା ପାଲନ କର ।

୧୯ ମୁକ୍ତ ।

୧୧୩ ଝକେର ମର୍ଦ୍ଦ ଦେବତା ; ୧୨୩ ଝକେ ରନ୍ଦ ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଝବି ।

୧ । ହେ ଦେବଗଣ ! ଇହା ହଇତେ ଶ୍ରୋତାକେ ତ୍ରାଣ କର । ହେ ଅଶ୍ଵ, ବରଣ, ମିତ୍ର, ଅର୍ଯ୍ୟମାଣ ଓ ମକ୍ରଗଣ ! ତୋମରା ଯାହାକେ ବିନୀତ କରୁ, ତୋମାକେ ମୁଖ ଅନ୍ତର୍ମାନ କର ।

୨ । ହେ ଦେବଗଣ ! ତୋମାଦେର ଆଶ୍ୟାରେ ତୋମାଦେର ପ୍ରିୟ ଦିଲେ ସେ ଯାଗ କରେ, ସେ ଶକ୍ରଗଣକେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେ ତୋମାଦିଗକେ (ଅମ୍ୟତ ଗମନ ହଇତେ) ମିହନ୍ତ କରିବାର ଅଳ୍ୟ ଆଚୁତ ହ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମେହି ଆପନାର ନିବାସଶାଳ ହୁଣ୍ଡି କରେ ।

୩ । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ତୋମାଦେର ବଧ୍ୟେ ହୀନ ସ୍ୱକ୍ଷିକେଓ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ତୁବ କରେ ନା । ହେ ମର୍ଦ୍ଦଗଣ ! ଅମ୍ୟ ମୋମାଭିଲାସୀ ହଇଯା ତୋମରା ସକଳେ ମିଲିଯା ଆମାଦେର ମୋମ ଅଭିଷୂତ ହଇଲେ ପାନ କର ।

୪ । ହେ ମେତାଗଣ ! ଯାହାକେ ଅଭିଲାଷିତ ପ୍ରଦାନ କର, ତୋମାଦେର ରଙ୍ଗ ତାହାକେ ଶୁଦ୍ଧ ହିଂସା କରେ ନା, ତୋମାଦେର ମୁତ୍ତମତର ଅମୁଶ୍ରଦ୍ଧି ଆମାଦେର ଅଭିଭୂତେ ଆଗମନ କରକ । ହେ ମୋମପାମାଭିଲାସୀଗଣ ! ତୋମରା ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କର ।

৫। হে মুকুৎগণ ! তোমাদের ধন পরম্পর সংহত, তোমরা সোম ভজ্ঞ-
গের জন্য উত্তমরূপে আগমন কর। যেহেতু আমি তোমাদিগকে এই হবা
দান করিতেছি, অতএব তোমরা অন্যত্ব ষাইও না।

৬। হে মুকুৎগণ ! তোমরা আমাদের বহি'তে আসীল হও। সূহ-
নীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। তোমরা হিংসারহিত
হইয়া এই যজ্ঞে মদকর সৌমাত্রক হব্য স্বাহা বলিয়া প্রমত্ত হও।

৭। অস্ত্রহিত মুকুৎগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করিয়া, লীলপূর্ণ
হংসগনের ন্যায় আগমন করন, আমাদের যজ্ঞে আশ্রমিত রূমনীয় মনুষ্য-
গনের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মুকুৎগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করন।

৮। হে বসু মুকুৎগণ ! অন্যায় ক্রোধ করিয়া যে তিরকৃত বাস্তি
আমাদের চিত্ত বিনাশ করিতে চাহে, সে বাস্তি পাপস্তোষী বক্ষের
পাণ আমাদের প্রতি বস্তুম করে। তোমরা তাঁহাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ
আযুধস্বার্থ বিনাশ কর।

৯। হে শক্রভাগকগণ ! এই তোমাদের হব্য, তোমরা শক্রভক্ত,
তোমাদের রক্ষণাবাসী তাঁহা সেবা কর।

১০। (হে মুকুৎগণ) ! তোমরা গৃহ ঘথ্যেও উত্তম দানশীল। তোমা-
দের রক্ষণাবস্থিত আগমন কর, অপগত হইও না।

১১। হে স্বাধ্যক্ষ বলবিশিষ্টকারী ও সূর্যবর্ণ মুকুৎগণ ! আমি যজ্ঞ
কল্পনা করিতেছি।

১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক অস্ত্রকের যজ্ঞ করি। উর্বারক কলের ন্যায়
বেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন না হই(১)।

(১) এই মন্ত্র জপ করিলে শত বৎসর পরমায়ুঃ সাত্ত করা বায়। সায়ণ।
উপরে মূলের শব্দার্থ অদ্বৃত হইল, সারণ অ্যুব্রক শব্দের পৌরাণিক অর্থ অধৃত
করিয়াছেন।

পঁঠঁম অধ্যায়।

৬০ স্কৃত।

প্রথম খকের স্মৃত্য দেবতা; আবশিষ্টের মিত্র ও বক্ষণ দেবতা। বসিষ্ঠ খবি।

১। হে সুর্য ! তুমি উদিত হইয়া অন্য আমাদিগকে পাপ শূন্য বল।
হে অদিতি ! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বক্ষণের নিকট সত্য হইব। হে অর্যামা !
তোমাকে স্তব করিয়া তোমার প্রিয় হইব।

২। হে মিত্র ও বক্ষণ ! এই সেই মনুষ্যাদিগের সংক্ষী সূর্য অন্তরীক্ষে
(গমন করতঃ) দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত
স্থাবর ও অঙ্গমের পালক, মনুষ্যমধ্যে ছিত মুক্ত ও ছুক্ত দর্শন করে না।

৩। হে মিত্র ও বক্ষণ ! তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিং যোজিত করি-
তেছেন। উহারা জলে আত্ম হইয়া এই স্র্যাকে বহন করিতেছে।
গোপাল যেকুপ গোযুক্ত দর্শন করেন, সেইকুপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে
দর্শন করেন ও তোমাদিগকে অভিমান করেন।

৪। তোমাদিগের ছাইজনের জন্য অন্য ও মধুর (পদার্থ) বর্তমান
ছিল। সূর্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত
মিত্র, অর্যামা ও বক্ষণ (প্রতৃতি) আদিত্যগণ, এই সূর্যের অন্য পথ প্রস্তুত
করেন।

৫। মিত্র, অর্যামা ও বক্ষণ প্রভৃত পাপের হন্তা, ইঁহারা মুখকর
ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুঁজ, ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বদ্ধিত হন।

৬। মিত্র ও বক্ষণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যহারা চৈতন্যশূন্যের
চৈতন্য করিয়াছেন। ইঁহারা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে
গমন করতঃ পাপ নাশ করিয়া সুপথে লইয়া যান।

৭। ইঁহারা মিষ্বেরহিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত
ব্যক্তিকে অবগত হইয়া (সুপথে) লইয়া যান। (ইঁহাদের প্রভাবে) অস্ত্যন্ত

মিমপ্রদেশে ও অনীর তল থাকে। ইঁহারা আমাদিগের এই কর্মকে পারে নাইয়া যাউন।

৮। অদিতি, মিত্র ও বক্ষ হ্বয়দায়ীকে যে ইচ্ছাবিশিষ্ট এবং প্রশংসা-
যোগ্য মুখ অদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই মুখ দান করত
আমরা ত্বরান্বযুক্ত দেবগণের কেঁপকর কার্য বেন না করি।

৯। (আমাদিগের দ্বষকারীব্যক্তি) যদি স্তুতির সহিত বেদীভাগ
করে, তাহা হইলে বক্ষকর্তৃক হিংসিত হইয়া যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ
হয়। অর্যমা দ্বষকারীগণ হইতে আমাদিগকে বর্জিত করন। হে কাম-
বর্ষী (মিত্র ও বক্ষ)! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিজ্ঞীর্ণ হ্বান প্রদান কর।

১০। ইঁহাদিগের সংহতি নিঘৃত ও দীপ্ত। নিঘৃত বলছারা ইঁহারা
অভিভব করেন। হে কামবর্ষীগণ! তোমাদিগের ভরে লোকে কম্পাত্তি হয়।
(তোমাদের) বলের মহিমা দ্বারা আমাদিগকে মুখী কর।

১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনসানের অন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি
মতি শিষ্ঠ করে, সেই স্তোত্রার স্তোত্র মহবাগণ সেবা করেন ও তাহার
বিজ্ঞীর্ণ মিবাসের অন্য উত্তম হ্বান করেন।

১২। হে দেব মিত্র ও বক্ষ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হই-
যাচে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করিয়া আমাদিগকে পাঁর কর,
তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বারা পালন কর।

৬১ সূত্র।

মিত্র ও বক্ষ দেবতা। বসিষ্ঠ খবি।

১। (হে মিত্র)! হে বক্ষ! তোমাদের তোত্ত্বান্ত পুরুষ পুরুষ
শোভনকৃপবিশিষ্ট স্র্য (তেজ) বিভার করতঃ উদিত হইতেছেন। তিনি
সমস্ত ভূবন দর্শন করেন, তিনি শর্তাগণের অধ্যে অনুস্ত স্তোত্র অবগত
আছেন।

২। হে মিত্র ও বক্ষ! সেই যজ্ঞবান্ন, দৌর্যশ্রোতা বিষ্ণ (বসিষ্ঠ)
তোমাদের অনোহর স্তোত্র শ্রেণ করিতেছেন। তোমরা সুকর্মবান্ন।

তোমরা ইইঁত স্তোত্র রূপা করিয়াছ । তোমরা বহুবৎসর ব্যাপিয়া ইহার
কর্ম পূর্ণ করিয়াছিলে ।

৩। হে মিত্র ও বক্ষণ ! তোমরা বিজীর্ণ পৃথিবীকে অভিক্রম করিয়াছ,
তোমরা দর্শনীয় এবং মহানু দ্যুলোকও অভিক্রম করিয়াছ । তোমাদের
দান মরোহর । তোমরা শুব্ধি ও প্রজ্ঞাগণের জন্য রূপ ধারণ কর ।
তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্তাপথগামীদিগকে পালন করিয়া থাক ।

৪। মিত্র ও বক্ষণের তেজের স্তুতি কর । (তোমাদের) বল দ্যাঁবাঁপৃথিবী
(আপন) মহিমার পৃথক্করণে স্থাপন করেন । যজ্ঞরহিতগণের মান-
সকল পুত্ররহিত ভাবে গমন করুক । যজ্ঞে শুরুমতি ব্যক্তি বল প্রবর্দ্ধিত
করুক ।

৫। হে অমৃচ ! হে ব্যাঁশ ! হে কামবধীন্বয় ! এই তোমাদের (স্তুতি)
হইতে বিশ্বযক্তর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না । মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি
স্রোতকারীগণ সেবা করে । তোমাদের বৃহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয় ।

৬। হে মিত্র ও বক্ষণ ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা পূজা করি-
তেছি । আমি বাধ্যাযুক্ত হইয়া আহ্লান করিতেছি । তোমাদের সেবার্থ
নৃতন স্তোত্র সকল রচিত হউক । অৰ্থকৃত এই স্তোত্র তোমাদিগকে প্রীত
করুক ।

৭। হে দেব মিত্র ও বক্ষণ ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে,
তোমরা সমস্ত দুর্গম (আপন) দ্বার করতঃ আমাদিগকে পার কর । তোমরা
সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৬২ স্কৃত ।

মিত্র ও বক্ষণ দেবতা । বসিষ্ঠ খণ্ড ।

১। সূর্য উর্জ্জিযুথে মহৎ ও বহুতেজঃ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্য-
গণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন । তিনি দিবসে দ্যুতিমান হইয়। এক-
রূপেই দৃষ্ট হন । তিনি কর্তা এবং কৃত এবং কর্তৃদ্বারা স্বৃত হইয়া-
ছেন ।

২। হে শৰ্য্য ! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল (অশ্বমোগে) উদ্ধৃত মুখে গমন কর। তুমি, মিত্র, বক্ষ, অর্যামা ও অশ্বির নিকট আমাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর।

৩। দুঃখ অতিরোধক, সত্ত্বাম বক্ষ, মিত্র ও অশ্বি আমাদিগকে সহস্র থল দান করন। তোহারা আহ্লাদকর; আমাদিগকে স্তুত্য ও আচ্ছাদীয় বস্তু দান করন। (আমাদের কর্তৃক) স্তুরমান হইয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করম।

৪। হে দ্যাবাপূর্থিবী! হে অদিতি ! হে মুদর্শন ! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা সুজন্মা, তোমাদিগকে অবগত হইয়াছি। আমরা যেন বক্ষের, বাঁয়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই।

৫। হে মিত্র ও বক্ষ ! বাহু অসারিত কর। আমাদের জ্ঞানার্থ আমাদের গোপ্যচরণ স্থান জলদ্বারা সিন্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদিগকে বিখ্যাত কর। তোমরা নিতি; তক্ষণ, আমাদের এই আহ্লান শ্রবণ কর।

৬। হে মিত্র, বক্ষ ও অর্যামা ! আমাদের নিজের ও পুন্নের জন্য থল আদান করম। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বাস্তিদ্বারা পাসন কর।

৬৩ স্কৃত।

প্রথম চারি খকের ও পঞ্চমের প্রথম অর্কের শৰ্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বক্ষ দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। সুভগ, সর্বদশী, মহুষ্যগণের সাংধারণ, মিত্র ও বক্ষের চক্রঃস্বরূপ, চতুর্ভিমানু শৰ্য্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্মের ন্যায় ভদ্রোরাশি সংবেষ্টিত করেন।

২। মহুষ্যগণের অসবিতা, মহানু, পদাৰ্থ প্রকাশক, জনপ্রদ এই শৰ্য্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উদিত হইতেছেন। রথভারে মিযুক্ত হরিতবর্ণ (অশ্ব) উহাকে বহন করিতেছে।

৩। অন্ত্যস্ত দীপ্তিমান् এই সুর্য স্নোভাগণের (স্নোত্ত অবগু) অন্ত হইয়া উষাগণের মধ্যে উদিত হইতেছেন। ইনি আমাদিগকে অভিজ্ঞতিপ্রদান করেন। ইলি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজঃ সঙ্খচিত করেন না।

৪। এই দুরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান্ সুর্য শোভমান ও প্রভুত্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে উদিত হইতেছেন। আবীগণ - নিশ্চয়ই সুর্যকর্তৃক প্রস্তুত হইয়া অসুস্থেয় কর্ম করিয়া থাকে।

৫। মরণরহিত (দেবগণ) যে স্থলে এই সুর্যের জন্য পথ করিয়া- ছিলেন, গমনশীল গৃহের ন্যায় সেই পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বক্তৃ ! সুর্য উদিত হইলে নমস্কার ও হ্যব্দারা তোষাদের পরিচর্যা করিব।

৬। মিত্র, বক্তৃ ও অর্ধ্যমা আমাদের নিজের ও পুজ্জের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বনিষ্ঠারা পালন কর।

৬৪ পৃষ্ঠা।

মিত্র ও বক্তৃ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বক্তৃ ! ছুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের- স্বামী। তোমাদের (প্রেরিত যেষ) জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, মুজাত অর্ধ্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বক্তৃ আমাদের হ্য মেবা করুন।

২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিদ্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়(১); তোমরা আমাদের অভিযুক্তে আগমন কর। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বক্তৃ ! আমাদের অন্ন ও হৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর।

৩। মিত্র, বক্তৃ ও অর্ধ্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই স আমাদিগকে লইয়া যাউন। অর্ধ্যমা(২) যেন সুন্দর দানশীল লোকের

(১) মুলে “ক্ষত্রিয়” আছে। অর্থ বলবান্। “ক্ষত্রিয়” নামে একটী বিত্তিম জাতি শব্দের স্থলে হয় নাই। মিত্র ও বক্তৃ ক্ষত্রিয় জাতীয় নহেন।

(২) মুলে “অরিঃ” আছে। সারল বলেন আদর অতিশয়ার্থ অর্ধ্যমাৰ্থ পুনরুন্মেথ হইয়াছে।

ମିକଟ ଆମାଦେର କଥା ବସେନ । ଆମରା ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତ୍ଵକ ରଙ୍ଗିତ ହଇଯା ଅଳ୍ପଦ୍ଵାରା (ପୁଞ୍ଜ ପୌତ୍ରାଦିର ସହିତ) ଅଗ୍ରତ ହିଁବ ।

୪ । ହେ ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ! ସେ ମନେର ଦ୍ଵାରା ତୋମାଦେର ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଯାଇଛେ, ସେ ଉପ୍ରତ କର୍ଷ କରେ ଓ (ବଜେ ତୋମାଦେର) ଧାରଣ କରେ, ତୋମରା ରାଜା, ତୋମରା ତାହାକେ ଜଳେର ଦ୍ଵାରା ମିଳି କର, ତାହାକେ ମୁକ୍ତି (ଆମାନ କରିରା) ତୃପ୍ତ କର ।

୫ । ହେ ମିତ୍ର ! ହେ ବକଣ ! ତୋମାଦେର ଓ ବାୟୁର ଅମ୍ବ ଦୀପ ମୋଦେର ମ୍ୟାଘ ଏହି ମୋମ କରା ହିଁଲ । ଆମାଦେର କର୍ମ ପ୍ରବେଶ କର, ଶୁତି ଅବଗତ ହୁଏ, ତୋମରା ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵତ୍ତିଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

୬୫ ଶୃଜ ।

ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ଦେବତା । ବମିତ ଖବି ।

୧ । ଶ୍ରୀ ଉଦିତ ହିଁଲେ ମିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧଦଳ ବକଣ, ତୋମାଦେର ଦୁଇ ଜରକେ ଅଳ୍ପଦ୍ଵାରା ଆହାମ କରି । ଇହାଦେର ଉଭୟରେ ବଳ ଅକ୍ଷିଣ ଓ ଅଭୂତ ; ସଂଗ୍ରାମ ଆୟରକ ହିଁଲେ ଉହା ଅଯ ଲାଭ କରେ ।

୨ । ତୋହାରା ଦେବଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଅମୁର । ତୋହାରା ଆର୍ଯ୍ୟ, ତୋହାରା ଆମାଦେର ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍କଳ କରେନ । ହେ ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ! ଆମରା ତୋମାଦିଗକେ ବ୍ୟାପ୍ତି କରିବ । ତୋମାଦେର ବ୍ୟାପ୍ତିତେ (ଦ୍ୟାବାପ୍ତିଧିବୀ) ଆମାଦିଗକେ ଦିବା (ରାତି) ଆପ୍ୟାରିତ କରିବେ ।

୩ । ତୋହାଦିଗେର ପାଶ ଅଭୂତ । ତୋହାରା ଅନୁତେର ମେତ୍ର(୧) ଏବଂ ଶକ୍ତଜମେର ଦୁରତିକ୍ରମ । ହେ ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ମୌକାଦ୍ଵାରା ଯେମନ ଜଳ ପାର ହୁଏ ତୋମାଦେର ଘଜେର ପଥେ ମେଇଲପ ଦୁରିତ ହିଁତେ ପାର ହିଁବ ।

୪ । ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ଆମାଦେର ହ୍ୟ ମେବାୟ ଆଗମମ କରମ ; ଅଧେର ମହିତ ଅଳ୍ପଦ୍ଵାରା ଆମାଦେର ଗେଣ ଅଚାରଣ ଛାନ ମିଳି କରମ । ତୋମାଦେର ଅତି

(୧) ଅର୍ଦ୍ଦାଂଶ୍ଚରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପକ୍ଷେ ମେତ୍ର ମ୍ୟାର ବନ୍ଦମକାରୀ ।

ଏଇ ଲୋକେ ଉତ୍ସହିତ ହସ୍ତ କେ ଦିବେ ? ତୋମରା ଲୋକେର ଅଳ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ରୂପଗୀର ଅଳ ପ୍ରଦାନ କର ।

୫ । ହେ ମିତ୍ର ! ହେ ବକଣ ! ତୋମାଦେର ଓ ବୌଯୁର ଅଳ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରୋମ ଦୀପ ମୋମେର ଝ୍ୟାର କରା ହିଲ । ଆମାଦେର କର୍ମ୍ମ ପ୍ରବେଶ କର, ସ୍ତ୍ରତି ଅବଗତ ହୁଏ, ତୋମରା ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵଜିଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

୬୬ ପୃଷ୍ଠା ।

ଚତୁର୍ଥ ଖକ ହିତେ ଭାଯୋଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବତା ; ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ହିତେ ସୋଚଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ; ଆଦିର ଓ ଅଜ୍ଞେର ତୃତୀୟ ମିତ୍ର ଓ ବକଣ ଦେବତା । ବନିଷ୍ଟ ଖବି ।

୧ । ବାରମ୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ମିତ୍ର ଓ ବକଣରେ ମୁଖକର ଓ ଅନ୍ନବାଲୁ ଶ୍ରୋମ ଗମନ କର ।

୨ । ଶୋଭନ ବଲବିଶିଷ୍ଟ, ବଲପାଳକ, ଅକୃତ ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ ମିତ୍ର ଓ ବକଣକେ ଦେବଗଣ ବଲେର ଜନ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାଛିଲେ ।

୩ । ମେହି (ମିତ୍ର ଓ ବକଣ) ଗୃହପାଳକ ଓ ଶରୀରପାଳକ । ହେ ମିତ୍ର ! ହେ ବକଣ ! ତୋମରା ଶ୍ରୋତାଗଣେର କର୍ମ୍ମ ସାଧନ କର ।

୪ । ଅନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହିଲେ ପାପହତ୍ତା ମିତ୍ର, ସବିତା, ଅର୍ଯ୍ୟମା ଓ ଭାଗ୍ୟଧନ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷିତ ତାହା ପ୍ରେରଣ କର ।

୫ । ହେ ଶୋଭମ ଦାନଶୀଳଗନ ! ତୋମରା ଆମାଦିମେର ପାପ ଦୂର କର, ତୋମାଦେର ଆଗମନ ହିଲେ ମେହି ନିବାସ ମୁରକ୍ଷିତ ହଟକ ।

୬ । (ମିତ୍ରାଦି) ଓ ଅଦିତି ହିଂସାରହିତ ବ୍ରତେର ଈଶ୍ଵର, ତାହାରା ମହା ଧନେର ଈଶ୍ଵର ।

୭ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହିଲେ ମିତ୍ର, ବକଣ ଓ ଶକ୍ତତଙ୍କ ଅର୍ଯ୍ୟମାକେ ଶ୍ଵର କରିବ ।

୮ । ଏହି ସ୍ତ୍ରତି ହିରଣ୍ୟ ଧମେର ସହିତ ଆମାଦେର ଅହିଂସନୀୟ ବଲେର ମିଶିତ ହଟକ ।

୯ । ହେ ଦେବ ବକଣ ! ହେ ମିତ୍ର ! ଆମରା ସ୍ତୁରିଗଣେର ସହିତ ତୋମାର ଶ୍ରୋତା ହିବ, ଅର ଓ ଜଳ ଧାରଣ କରିବ ।

১০। মহামু সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্জনক, যে (শিতাংসি) তিনি যাঁপ্ত ছান পরিবকর কর্মদ্বারা প্রদান করেন।

১১। বাঁছারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও খৃ স্তুতি করিয়াছেন, সেই বক্ষণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমানু হইয়া অঞ্চল বল লাভ করিয়াছেন।

১২। অদ্য সূর্য উদিত হইলে, স্তুতুছারা তোমাদিগের নিকট সেই ধন যাঁচ্ছা করিব, যাই জলের নেতা মিত্র, বক্ষণ, অর্যমা ধীরণ করেন।

১৩। তোমরা যজ্ঞবান্ম, যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, যজ্ঞবর্জনক, ভয়ালক ও যজ্ঞ-
হীনের দ্বেষকারী। তোমাদিগের মুখস্তম ধনের জন্য অন্য যে স্মরিতা
আছেন, শোভারা ও আংশরা মেতা হইব।

১৪। সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অন্তরীক্ষের সমীপে উদিত হইতেছে।
শীত্রগামী হরিতবর্ণ (অশঙ্গগ) সকলকে সমক্ষ দর্শনার্থ উহাকে ধারণ
করিতেছেন।

১৫। মন্তকেরও মন্তক, ছাবর অন্তরের পতি, রথক সূর্যকে কল্পনারে
অন্য সমসংখ্যক গামনশীল হরিতগণ সর্বলোকের সমীপে বহন করিতেছে।

১৬। সেই চক্রুংস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নিশ্চল, (স্বর্যমণ্ডল) উদিত
হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাঁচিয়া
ধাঁকি(১)।

১৭। হে বক্ষণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতিমানু। তোমরা
স্তোত্রপ্রযুক্ত সোম পানীর্থ আগমন কর।

১৮। হে মিত্র! তুমি ও বক্ষণ হোহরহিত। তোমরা দ্যুলোকের
ছান হইতে আগমন কর, শক্রদিগের হিংসাকর হইয়া সোম পান কর।

১৯। হে মেতা মিত্র ও বক্ষণ! আলতি সেবা করতঃ আগমন কর।
হে যজ্ঞবর্জনক! তোমরা সোম পান কর।

১ (১) মহুষ্যের পরমায়ুক্ত দীপ্তি প্রত্যঙ্গের।

৬৭ সূত্র।

অশ্বিন্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নৃপতিদ্বয় ! আমরা হ্যযুক্ত স্তোত্রের সহিত তোমাদের
রথের স্তুতি করিবার জন্য গমন করিতেছি । হে স্তোত্রার্থদ্বয় ! পুরু ষেন্টু
পিতাকে আগরিত করে, মেইন্স এই রথ তোমাদের দৃতের নাম্য লোককে
আগরিত করে । মেই রথ আমাদিগের অভিযুক্তে আগমন করিতে বলি-
তেছি ।

২। আমাদের কর্তৃক সমিক্ষ হইয়া অগ্নি দীপ্তি হইতেছেন । অক্ষ-
কারের অন্তর প্রাদেশ ও দৃষ্ট হইতেছে । অজ্ঞাপক স্র্য দ্যুমোক দুহিতার
পূর্বদিকে শোভার্থ জাঁত হইয়া জাত হইতেছেন ।

৩। হে নাসত্য অশ্বিন্য ! মুহোতা এবং (স্তুতি সমূহের) বক্তা স্তোত্র-
দ্বাৰা তোমাদিগকে সেবা করিতেছেন । অতএব তোমরা পূর্বপথে স্রগ্বিন্থ
ও ধনবান্ন রথে আগমন কর ।

৪। হে রক্ষক ও মধুর (সোমার্থ) অশ্বিন্য ! যেহেতু (সোম) অভি-
মৃত হইলে, আমি তোমাদিগকে কামনা করিয়া ধনাভিলাষী হইয়া তোমাদি-
গকে স্তুতি করি, অতএব অদ্য (তোমাদের) প্রয়োক্ত অশুগণ তোমাদিগকে
বহন করিয়া আনন্দন করক । তোমরা আমাদিগের কর্তৃক অভিযুক্ত মধুর
(সোম) পান কর ।

৫। হে অশ্বিন্দেবদ্বয় ! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং
হিংসারহিত বুক্ষিকে লাভক্ষয় কর, সংগ্রামেও আমাদের সমন্ব বুক্ষিকে রক্ষা
কর । হে শচীপতিদ্বয়(১) ! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান কর ।

(১) খন্দে শচীজার্থে শচী, শচীপতি অর্থে শচীপতি । ইন্দুকেই অনেক ছানে শচীপতি, অর্থাৎ শচীপতি বলা হইয়াছে । এই শকে যিত্ব ও বর্ণণকে শচীপতি বলা
হইয়াছে অন্যান্য ছানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা
হইয়াছে । পৌরাণিক কালে লোকে শচী খন্দের প্রকৃত অর্থ তুলিয়া গেল এবং
ইন্দুকে শচীপতি বলে বলিয়া ইন্দ্রের দ্বীপ নাম শচী বিবেচনা করিল । এইরপে
পৌরাণিক গল্প স্মৃত হইয়াছে ।

৬। হে অশ্বিদ্বয় ! এই কর্মসমূহে আমাদিগকে রক্ষাকর, আমাদের রেংতঃ অক্ষীণ এবং পুজ্জবিশিষ্ট হউক। তোমাদের (অমুগ্রহে) পুজ্জ এবং পৌজ্জে অভিমত ধন প্রদান করিয়া এবং মুন্দুর ধৰ্মবিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন দেবলাভকর (যজ্ঞে) আগমন করি।

৭। হে মধুপ্রিয় (অশ্বিদ্বয়) ! বঙ্গুর জন্ম পুরোগামী দৃতের ন্যায় আমাদের সংকল্পিত এই সোম বিধিস্বরূপ তোমাদের (মসুথে) স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধবহুত মনে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, মহুষ্য প্রজামধ্যে (অবস্থিত) হব্য ভক্ত কর।

৮। হে ভর্তাদ্বয় ! তোমাদের উভয়ের শিলন হইলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত (নদী) অভিক্রম করিয়া আগমন করে। সুজ্ঞাত, দেবযুক্ত যে অগশ্যণ রূপভাবে তরণীস্বরূপ তোমাদিগকে বহন করে, তাহারা আস্ত হয় না।

৯। তোমরা কোথায়ও আসক্ত হও না। যে ধনবৰ্ণনুগ্রহ ধনের নিহিত দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যাহারা বঙ্গুকে স্মৃত বাক্যব্রাচ্য প্রবর্জিত করে, যাহারা গো, অশ এবং ধন দান করে, তোমরা তাহাদের জন্মই হইয়াছ।

১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রদ্ধন কর। হে নিত্যার্ঘে-বন অশ্বিদ্বয় ! হ্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর, রত্ন দান কর, স্নোতাকে বর্জিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বার্থ পালন কর।

৬৮ স্কৃত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ খণ্ড।

১। হে শীঁশু, মুন্দুর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! আগমন কর। তোমরা শক্রব্রাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তাহার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সন্তুত হব্য ভক্ত কর।

২। (হে অশ্বিদ্বয়) ! তোমাদের জন্ম মনকর অশ্ব রহিয়াছে, তোমরা আমার হবিঃ ভক্ত্যার্থ শীত্র গমন কর, শক্র আহ্বান অবগ না করিয়া আমাদের আহ্বান অবগ কর।

୩ । ତୋମରୀ ଶୁର୍ଯ୍ୟାର ସହିତ ରଥେ ବାସ କର, ମନେର ମ୍ୟାଯ ବେଗଶାଳୀ
ଓ ଅପରିମିତ ରକ୍ଷାବିଶିଷ୍ଟ ତୋମାଦେର ରଥ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଆର୍ଥିତ ହଇଯା,
ଲୋକ ସକଳକେ ଅଭିକ୍ରମ କରିଯା ଆଗମନ କରିତେଛେ ।

୪ । ତୋମାଦିଗକେ ଦେବତା କରିତେ ଅଭିଲାଷ କରି, ତୋମାଦେର ବିଶିଷ୍ଟ
ସୋମାଭିଷବକାରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥନ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଯା ଶକ କରେ, ତଥନ ହେ ମୁଦ୍ରନ
(ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାରା) ! ବିଶ୍ଵ ହବ୍ୟାସ୍ତାରୀ ତୋମାଦିଗକେ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରେ ।

୫ । ତୋମାଦେର ଯେ ଚିତ୍ରଧନ ଆହେ (ତାହା ଆମାଦେର ଦାଓ) । ଯିନି ତୀର୍ଯ୍ୟ
ହଇଯା ତୋମାଦେର (ଦତ) ମୁଖ ଧାରଣ କରେଲେ, ମେହି ଅତି ହଇତେ ମହିୟୁଂକେ
(ଶ୍ଵରୀମଙ୍କେ) ପୃଥକ୍ କର ।

୬ । ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାର ! ତୋମାଦେର (କ୍ରତିକାରୀ) ଜୀବ ହବ୍ୟାସୀ ଚାବନେର
ଜନ୍ୟ ଯେତେକଥାରୀ ଏଦିକେ ଆନିଯା ଦୀନ କରିଯାଇଲେ, ତାହା ତାହାର ଅଭିଗମନ
କରିଯାଇଲ ।

୭ । ଆରା ହୃଦୟରୁଦ୍ଧି ମଥାଗନ ଯେ ଭୁଜୁକେ ମୁଦ୍ରମଧ୍ୟେ ଡ୍ୟାଗ କରି-
ଯାଇଲ, ତୋମରୀ ତାହାକେ ପାର କରିଯାଇଲେ । ମେ ତୋମାଦିଗକେ କାମନା
କରିଯାଇଲ ଏବଂ ବିକର୍ଷାଚରଣ କରେ ନାହିଁ ।

୮ । ମୁକ ଯଥନ ଜୀବ ହଇଯା ଯାଇତେହିଲ, ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାର ! ତୋମରୀ କର୍ମ
ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟଦ୍ଵାରା ତାହାକେ ଧଳ ଦିଯାଇଲେ । ଆହୂରମାଳ ହଇଯା ଶ୍ଵୟକେ ଅବଶ
କରିଯାଇଲେ । ମଦୀ ଯେତେକ ଜଳଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ମେତେକ ନିର୍ମତ ପ୍ରସବ
ଗାତ୍ରୀକେ ଦୁର୍ଫ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଇଲେ ।

୯ । ମେହି ଶୋତା, ମୁଦନା : ହଇଯା ଉଷ୍ଣାର ପୁର୍ବେ ଜାଗରିତ ହଇଯାଶ୍ରଦ୍ଧ-
ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵତି କରିତେହେ, ଉହାକେ ଅଶ୍ଵଦ୍ଵାରା ବର୍କ୍ଷିତ କର, ଦୁର୍ଫଦ୍ଵାରା ବର୍କ୍ଷିତ କର,
ଏବଂ ଇହାର ଗାତ୍ରୀକେ ବର୍କ୍ଷିତ କର । ତୋମରୀ ସର୍ବନା ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵନ୍ତଦ୍ଵାରା
ପାଲନ କର ।

৬৯ পৃষ্ঠা।

অশ্বিন্দয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রথ তকশ অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন করুক। উহা দ্যাবা-
পৃথিবীকে বাধা দাও করে এবং হিরণ্য। উহার চক্রে জল আছে। উহা
রথমেশিদ্বাৱাৰা দৌশিমাল, অম্বৰাহক, নৃপতি এবং অম্বৰাল।

২। উহা পঞ্চভূতে প্রথিত, বঙ্গুরত্যবিশিষ্ট ও সুর্তিবিশিষ্ট। উহা
আগমন করুক। হে অশ্বিন্দয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থ উদ্বোগ
করিয়া, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর।

৩। তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অৱের সহিত অশ্বদভিযুথে আগমন কর।
হে সন্তুষ্ট! তোমরা মধুমালু নিধি (সোম) পাই কর। তোমাদের রথ
বধুর সহিত গমন করত: চক্রের দ্বাৱা ছালোকের পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে
বাধা দাও করে।

৪। রাজ্ঞিতে যোষিৎ সুর্যাদ্বিতীয়া তোমাদের রথ পরিষ্কৃত করে। যথন
তোমরা দেবাভিলাষীকে কৰ্মদ্বাৱা রক্ষা কর, তখন দৈশ্বত্ব রক্ষাৰ জন্য
তোমাদিগকে পরিগমন করে।

৫। হে রথিন্দয়! সেই রথ তেজসমূহ আচ্ছাদিত করে ও (অশ্বের
সহিত) যুক্ত হইয়া মার্গে গমন করে, হে অশ্বিন্দয়! উষা প্রকাশিত হইলে
আমাদিগের এই যজ্ঞে সেই রথদ্বাৱা (পাণ্পের) শান্তি ও (সুখের) বিশ্রাগের
জন্য উপস্থিত হও।

৬। হে নেতৃদ্বয়! শৃঙ্গীর ন্যায় বিশেষজ্ঞপে দীপ্যমাল (সোম)
পারেছু হইয়া অদ্য আমাদের সবমসমূহে আগমন কর। যেহেতু বছ
(যজ্ঞে) তোমাদিগকে সুতিদ্বাৱা আহ্বান করে (অতএব) অন্য দেবাভি-
লাষীগণ তোমাদিগকে থেন দাও না করে।

৭। হে অশ্বিন্দয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে (নিমফ) ভূজুকে
অক্ষত, অস্তরহিত ও শীত্রগায়ী (অশ্বদ্বাৱা) এবং কৰ্মদ্বাৱা পাই কৰত:
অল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা আজ্য আমাদের আক্রান্ত অবগ কর। হে নিতার্থোবল
অশিষ্টয়! হ্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে
স্বন্তিদ্বারা পালন কর।

১০ স্কৃত।

অশিষ্টয় দেবতা। বসিষ্ঠ খৰি।

১। হে সকলের বরণীয় (অশিষ্টয়)! আমাদিগের (যজ্ঞ বেদিতে) আগ-
মন কর, পৃথিবীতে তৈমাদের ঐ স্থান বলিয়া থাকে। যে অশ্চে তোমরা
উপবেশন কর, সেই মুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্চ (তোমাদেরই নিকট)
থাকুক।

২। অতিশয় অমৃতী সেই সুস্তি তোমাদিগকে সেবা করে। ষষ্ঠি
মনুষ্যের গৃহে জপ হইয়াছে। উৎ। তোমাদিগকে (প্রাণ হয়)। সর্বিঃ ও
সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্চ যেরূপ (রথে) যোজিত হয়, সেইরূপ তোমা-
দিগকে (যজ্ঞে) যোজিত করে।

৩। হে অশিষ্টয়! তোমরা দ্যালোক হইতে (আগমন করিয়া) মহতী
শব্দি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্বতের মন্তকে উপবেশন
করতঃ অন্নদাতাকে (সেই স্থান) প্রাপ্তি কর।

৪। হে দেবদ্বয়! যেহেতু তোমরা খৰিদিগের অন্ত উপযুক্ত পদার্থ
ব্যাপ্ত করিয়া থাক, অতএব তোমরা শুব্দি ও জল কাননা কর। আমা-
দিগকে বহুতর রত্ন দান করতঃ তোমরা পূর্ব মিথুন সকলকে আকর্ষণ
করিয়াছিলে।

৫। হে অশিষ্টয়! তোমরা অবগ করিয়া খৰিদিগের বহুকৰ্ম অভি-
দর্শন করিয়া থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। আমা-
দের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অঙ্গুষ্ঠ অনুগ্রহ হউক।

৬। হে মাসত্যব্য! যে যজমান হ্যযুক্ত, কৃতজ্ঞোত্ত ও মৰ্জিগণের
সহিত মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন কর। এই যত্ন সকল
তোমাদের অন্য স্তুত্য হইতেছে।

১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল, হে কামবর্হিদ্বয় ! এই শোভিম স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম সকল তোমাদিগকে কৈবর্তী করতঃ সম্ভৃত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্তিদ্বারা পালন করুণ হু

৭১ স্থৰ্ক্ষ ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। উগনী উৎবার মিকট হইতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রি সূর্যাশ্ব) অকথের জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বথন ! হে গোধুম অশ্বিদ্বয় ! তোমাদিগকে আহ্বান করি, তোমরা দিবাৰাত্রি হিংসকদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর ।

২। হে অশ্বিদ্বয় ! হৃদ্যায়ির জন্য রথদ্বাৰা রথনীয় পদার্থ বহন করতঃ তোমরা আগমন কর। অন্নদারিদ্ব্য ও রোগ আহ্বানের নিকট হইতে পৃথক কর । হে মধুবিশিষ্টদ্বয় ! তোমরা আমাদিগকে দিবাৰাত্রি রক্ষা কর ।

৩। এই আসন্ন আতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবৰ্ষী আশৃণ তোমাদিগকে আনন্দ করক। হে অশ্বিদ্বয় ! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধন্যুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বাৰা বাহিত কর ।

৪। হে মৃপতিদ্বয় ! তোমাদিগের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্যযুক্ত, ধন্বাল, দ্বিসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাংশুক্রপ হউয়া গমন করে, তোমরা সেই রথে আমাদের মিকট আগমন কর ।

৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলে, পেন্দুর জন্য শীশুগামী অশ্ব যুক্তে প্রেরণ করিয়াছিলে, অত্রিকে পাপ ও অস্ককার হইতে পার করিয়াছিলে, যাহুস্কে ভুট্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলে ।

৬। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে অভীষ্টবর্হিদ্বয় ! এই শোভিম স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সম্ভত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্তিদ্বারা পালন কর ।

୭୨ ସ୍ତୁତ ।

ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ

୧ । ହେ ନାସତ୍ୟଦୟ ! ତୋମରୀ ଗୋୟୁକୁ, ଆଶ୍ୟକ ଆଗମନ କର, ବଲ୍ ନିୟୁତ ତୋମାଦେର ମେବା କରେ, ତୋମରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାବ୍ଲେ ଶୋଭା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ଦୀପ୍ୟମାନ ହୁ ।

୨ । ହେ ନାସତ୍ୟଦୟ ! ତୋମରୀ ଦେବଗଣେର ସହିତ ମମାନ ପୌତ୍ୟୁକୁ ହିଁଯା ରୁଥାରୋହଣେ ଆମାଦେର ନିକଟେ ଉପଚ୍ଛିତ ହୁ । ତୋମାଦେର ସହିତ ଆମାଦେର ବଙ୍ଗୁତ୍ତ ପିତୃତ୍ରମାଗତ, ଆମାଦେର ବଙ୍ଗୁ ଏକ ବଲିଯା ଜାନିଓ, ତୋହାର ଧଳ ଓ ଏକ ।

୩ । ସ୍ତୁତିମୂଳ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁକେ ସୁନ୍ଦରକଟେ ଜାଗରିତ କରିତେଛେ, ସବୁ ହାତୀଯ କର୍ମ ସକଳ ଦ୍ୟାତମାନ ଉଷାକେ ଜାଗରିତ କରିତେଛେ । ମେଧାବୀ (ବନ୍ଦିଷ୍ଠ) ଏହି ଶୋଭାହି ଦ୍ୟାବପୃଥିବୀର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରତଃ ନାସତ୍ୟଦୟେର ଅଭିଯୁଥେ ତ୍ଵବ କରିତେଛେ ।

୪ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ସଦି ଉସା ସକଳ ତର୍ମାନିବାରୁଷ କରେ, ତାହା ହିଁଲେ ଶୋଭାତ୍ମା ବିଶେଷକଟେ ତୋମାଦେର ଶୋଭ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ସବିତାଦେବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ତେଜଃ ଆଶ୍ରମ କରେନ, ଅଞ୍ଚିଦେବ ମମିଧବାରୀ ବିଶେଷକଟେ ତ୍ଵବ କରେନ ।

୫ । ହେ ନାସତ୍ୟଦୟ ! ପଞ୍ଚାଂଦେଶ ହିଁତେ ଓ ସମୁଖ୍ୟଦେଶ ହିଁତେ ଆଗମନ କର, ଦକ୍ଷିଣଦିକ ଓ ଉତ୍ତରଦିକ ହିଁତେ ଆଗମନ କର, ପଞ୍ଚଶ୍ରେଣୀ ଲୋକେର ହିତକର ସକଳ ଦିକ୍ ହିଁତେଇ ଆଗମନ କର । ତୋମରୀ ମର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵତ୍ସିଦ୍ଧାରୀ ପାଲନ କର ।

୧୩ ସ୍ତୁତ ।

ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଖବି ।

୧ । ଆମରୀ ଦେବାଭିଲାଷୀ ହିଁଯା ଶୋଭ ସମ୍ପାଦନ କରତଃ ଅଜ୍ଞାନେର ପାରେ ଉତ୍କଳିଷ ହିଁବ । ହେ ବହୁକର୍ମୀ, ଅଛୁତତମ, ପୂର୍ବଜୀତ, ଅମର୍ଜ୍ଞ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦୁ ! ଶୋଭା ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛେ ।

২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এই উপবিষ্ট রহিয়াছে, হে নামস্ত্যদ্বয়! যে যাঁগ করে ও বদনা করে, হে অশ্চিদ্বয়! তাঁহার মধ্যে সৌম্যরস সমীপে ধাঁকিয়া ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবানু হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৩। আমরা যথানু স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্ক্ষিত করিতেছি। হে অভীষ্ঠবর্ষৈর্দ্বয় এই মুক্তি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ ক্রতগামী দৃতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া, স্তোত্রবারা শুব করতঃ প্রবোধিত হইয়াছি।

৪। সেই হ্যবাহীদ্বয় রাক্ষসমঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁহারা আমাদের প্রজ্ঞার নিকট উপস্থিত উল। তোমরা মদকর অঘের সহিত সজ্জত ইও, আমাদিগকে হিংসা করিও না, মঙ্গলের সহিত আগমন কর।

৫। হে নামস্ত্যদ্বয়! পশ্চাদ্দেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক্ষ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বার্থা পালন কর।

৭৪ স্কুল।

অশ্চিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নিবাসপ্রদ অশ্চিদ্বয়! এই শর্গেচ্ছুগণ(১), তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, হে কর্মধনদ্বয়! আমিও রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজ্ঞার নিকট গমন করিয়া থাক।

২। হে অশ্চিদ্বয়! তোমরা যে চিত্রধন ধাঁরণ কর, স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তাঁহা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হইয়া তোমাদের রথ আমাদের অভিযুক্তে প্রেরণ কর, সোমসম্বৰ্জীয় মধু পান কর।

৩। হে অশ্চিদ্বয়! তোমরা আগমন কর, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্ঠবর্ষী ধমঞ্জয়দ্বয়! তোমরা পরঃ দোহন কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আগমন কর।

(১) মূলে “দিবিষ্টয়ঃ” আছে।

୪ । ତୋମାଦେର ଯେ ଅଶ୍ଵଗଣ ହ୍ୟାନ୍ତାର ଗୃହେ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଧାରଣ କରତଃ ଗମନ କରେ, ହେ ନେତା ଅଖିଦେବଦ୍ୱୟ ! ଆମାଦିଗଙ୍କେ କାମରୀ କରିଯା ମେହି ଶୌଭ୍ରଗୀମୀ ଅଥେର ସାହାଯ୍ୟ ଆଗମନ କର ।

୫ । ହେ ଅଖିଦ୍ୱୟ ! ଗମନକାରୌ ତୋତାଗଣ ପ୍ରଭୃତ ଅନ୍ନ ମେବା କରେ, ତୋମରୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅବିଚଳିତ ଯଶଃ ଓ ଗୃହ ପ୍ରେସାନ କର । ହେ ନାସତ୍ୟଦ୍ୱୟ ! ଆମରୀ ଧନବାନ୍ ।

୬ । ସାହାରୀ ପରକୀୟ ଧନ ଗ୍ରହଣ ନୀ କରିଯା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷକ ହେଇଯା, ତୋମାର ନିକଟ ରଥେର ମ୍ୟାର ଗମନ କରେ, ତାହାରୀ ନିଜେର ବଳେ ବର୍କ୍ଷିତ ହୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିବାସ ଛାଲେ ଗମନ କରେ ।

୧୫ ଜୁଲାଇ ।

ଉଦ୍‌ବେଦତା । ବମିଠ ଝବି ।

୧ । ଉଦ୍‌ବେଦାଙ୍କେ ପ୍ରଭୃତ ହେଇଯା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛେ । ତିନି ତେଜୋବଳେ ଆପନାର ମହିମା ଆବିଷ୍ଟ କରତଃ ଆଗମନ କରିଲେନ, ଅପ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧକାରକେ ଦୂରୀତ୍ତ କରିଲେନ, ସର୍ବାପେକ୍ଷଳ ଗତସ୍ୟ ପଥ ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ ।

୨ । ଅନ୍ଦା ଆମାଦେର ମହା ମୁଖ୍ୟାଭେଦର ଜମ୍ଯ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ । ହେ ଉଦ୍‌ବେଦ ! ମହା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ବିଚିତ୍ର ଯଶୋଯୁକ୍ତ ଧନ ଆମାଦେର ନିମିତ୍ତ ଧାରଣ କର । ହେ ମନୁଷ୍ୟ ହିତକାରୀଙ୍କୀ ଦେବ ! ମର୍ତ୍ତ୍ୟଗଣକେ ଅନ୍ଧବାନ୍ (ପୁଅ ପ୍ରଦାନ କର) ।

୩ । ଦର୍ଶନୀୟ ଉଦ୍‌ବେଦ ଏହି ସକଳ ପ୍ରଭୃତ, ବିଚିତ୍ର, ଅନ୍ଧର ରଞ୍ଜି ଦେବଗଣେର ପ୍ରତ ଉତ୍ୱାଦନ କରତଃ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତଃ ଆଗମନ କରିତେହେ ଓ ବିବିଧ ଅକାରେ ଗମନ କରିତେହେ ।

୪ । ଏହି ମେହି ହ୍ୟାମୋକେର ଦୁଇତା, ତୁବନେର ପାଲମିତ୍ରୀ, ଉଦ୍‌ବେଦ ଆଣିଗଣେର ଅଞ୍ଜାମସମ୍ମହ ଅଭିନଶ୍ରନ୍ତ କରିଯା ଦୂର ହେଇତେବେ ଉଦ୍‌ଦ୍ୟୋଗ କରତଃ ପଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ନିକଟ ସଦ୍ୟ ଗମନ କରିତେହେ ।

୫ । ଅନ୍ଧବତୀ, ମୂର୍ଦ୍ୟ ଗୃହିଣୀ, ବିଚିତ୍ର ଧରବତୀ, ଧନ ଓ ବନ୍ଧୁର ଦୈଶ୍ୟତୀ ହେଇଯାଇଛେ । ଝବିଗଣେର ଜ୍ଞାତା, ଅରାଦାଯିନୀ ଧରବତୀ ଉଦ୍‌ବେଦ ସଜ୍ଜାମକର୍ତ୍ତକ କୁର୍ମାନ୍ ହେଇଯା ପ୍ରଭାତ କରିତେହେ ।

୬ । ଦୀପିମତୀ ଉଷାକେ ଯାହାରା ବହନ କରେ, ମେହି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ବିଚିତ୍ର ଅଶ୍-
ମୟୁହ ଦୃଷ୍ଟି ହିତେଛେ । ସେଇ ଉଷା ଦୀପିମତୀ ହିସ୍ତା ବଲ୍ଲପ ରଥେ ଗମନ କରି-
ତେବେଳ ଓ ପରିଚ୍ୟାକାରୀ ମୁୟକେ ତୁମ୍ଭ ଦାନ କରିତେଛେ ।

୭ । ସତ୍ୟ, ମହତ୍ୱ, ସଜନୀୟ, ଉଷାଦେବୀ ମତ୍ତ, ମହାନ୍ ଓ ସଜନୀୟ ଦେବ-
ଗଣେର ସହିତ ଅତାନ୍ତ ହିର (ଅନ୍କକାର) ଭେଦ କରିତେଛେ । ଗୋ ସକଳେର
(ସଞ୍ଚାରାର୍ଥ ଆଲୋକ) ଅନ୍ଦାନ କରିତେଛେ, ଗୋ ସକଳ ଉଷାକେ କାମନା କରି-
ତେବେ ।

୮ । ହେ ଉଷା ! ଆମାଦିଗକେ ଗୋବିଶିଷ୍ଟ, ଦୀତବିଶିଷ୍ଟ, ଅଶ୍ଵବିଶିଷ୍ଟ ଧଳ
ଅନ୍ଦାନ କର, ଆମାଦିଗକେ ବଲ ଅନ୍ନ (ଅନ୍ଦାନ କର), ପୁରୁଷଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଆମାଦେର
ସତ ନିମିତ୍ତ କରିବୁ ନ । ତୋମରୀ ମର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗକେ ଘ୍ରଣ୍ଡାରୀ ପାଲନ
କର ।

୭୬ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଉଷା ଦେବତା । ବମ୍ବିତ ଶର୍ମି

୧ । ସକଳେର ମେତା ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦେଶେ ଅବିନାଶୀ ଓ ମର୍ବଦଜନେର ହିତକର
ଜ୍ୟୋତିଃ ଆଶ୍ରାମ କରେନ । ତିନି ଦେବଗଣେର କର୍ମର ନିର୍ମିତ ଆହୁତ୍ୱ ହିସ୍ତା
ହିସ୍ତାହେଲ, ଉଷା ଚକ୍ରଃ ଅନ୍ତର୍ମଲ ହିସ୍ତା ମମନ୍ତ ଭୁବନକେ ଆବିସ୍ଫୁତ କରିବାହେଲ ।

୨ । ଆମି, ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ତେଜୋଦ୍ଵାରୀ ସଂକ୍ଷତ ଦେବଯାନ ପଥକେ ଦର୍ଶନ
କରିଯାଇ, ଉଷାର କେତୁ ପୂର୍ବଦିକେ ଛିଲେନ । ଉଷା ଆମାଦେର ଅଭ୍ୟୁଧୀ ହିସ୍ତା
ଉତ୍ତର ଅନ୍ଦେଶ ହିତେ ଆଂଗମନ କରେନ ।

୩ । ହେ ଉଷା ! ଯେ ସକଳ ତେଜଃ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ଉଦରେ ତୌହାର ପୂର୍ବେ ଉଦର
ହୁଏ, ସାହାଦିଗେର ଶୁଣେ ତୁମି କୁଳଟାର ନ୍ୟାଯ ନା ହିସ୍ତା ପତିସମ୍ମାନିଗାନ୍ଧିନୀ
ରୂପଶୀଳ ମ୍ୟାତ୍ର(୧) ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତୋମାର ମେହି ସକଳ ତେଜଃ ଅଚୁତ ।

୪ । ଯେ (ଅଜ୍ଞିରାଗନ) ମତ୍ୟବାନ୍, କବି, ପୂର୍ବକାଳୀନ ପିତା ଓ ଯାହାର
ଗୁଢ ଜ୍ୟୋତିଃ ଲାଭ କରିଯାଇଲେମ ଏବଂ ଅବିତଥ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରୀ ଉଷାକେ ଆହୁତ୍ୱ
କରିଯାଇଲେମ, ତୌହାରାଟି ଦେବଗଣେର ସହିତ ଏକତ୍ରେ ଅମନ୍ତ ହିତେଲ ।

(୧) ମୁଲେ ଆହେ “ଜାରଃ ଈବ ଆଚରଣ୍ଟି ୧୦୧୬
“ନମୁଃ ସତୀ ଈବ ।”

৫। তাহারা সাধারণ গোসমূহের জন্য সজ্ঞত হইয়া একবৃক্ষি হইয়া-
ছিলেন। তাহারা কি পরম্পর যত্ন করেন নাই? তাহারা দেবগণের কর্ম
হিংসা করেন না। তাহারা হিংসারহিত, বাসগুদ, কিরণের দ্বারা গাম
করেন।

৬। হে সুভগ্ন! উষা! তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী
বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তুত করে। তুমি গোসমূহের আপিকা, অঙ্গ-
পালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা! উষা! তুমি
প্রথমে স্তুত হও।

৭। এই উষা শোতার সুন্ত বাক্য সকলের নেতৃত্ব হইয়া তমো
নিবারণ করতঃ এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদিগকে মান করিয়া
বসিষ্ঠগণকর্তৃক স্তুত হইতেছেন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা
পালন কর।

৭৭ সূত্র।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সংঘার্থ প্রেরণ
করতঃ সুর্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন। অঘি যনুষদিগের জন্য
ইন্দ্রময়েগ্য হইয়াছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন।

২। সমস্ত জগতের অভিযুক্তি, সর্বত্র প্রথম উদ্দিত হইলেন,
তেজোময় বসন ধারণ করতঃ বর্ণিত হইলেন। হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও
তেজোবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাত্রা, দিবসমূহের নেতৃত্ব উষা শোতা
পাইতেছেন।

৩। দেবগণের চক্ষঃ স্থানীয় তেজঃ বহন করতঃ সুভগ্ন ও স্বকৌর কিরণে
প্রকাশিতা, বিচির ধৰ্মবিশিষ্টা ও ক্রগৎ সম্বন্ধে অভূতা উষা সুদর্শন অশকে
শ্রেতবর্ণ করতঃ দৃষ্ট হইতেছেন।

৪। হে উষা! তুমি সমীপে বিচির ধৰ্মবিশিষ্টা হইয়া অমিত্রকে
দূর করিয়া প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গো প্রচরণ তুমিকে তরস্ত্য কর,
ব্রহ্মকারিগণকে পৃথক কর, শক্রগণের ধন আহরণ কর। হে ধৰ্মবতি!
স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর।

୫ । ହେ ଉଷା ଦେବ ! ଆମାଦେର ଆୟୁଃ ବର୍କିତ କରତ : ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ-
ସହିତ ଆମାଦେର ନିରିଷ ଏକାଶିତ ହେ । ହେ ସକଳେର ବରଣୀୟ ! ଆମା-
ଦେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଗୋଯୁକ୍ତ, ଅଶ୍ୱ୍ୟୁକ୍ତ ଧନ ଧାରଣ କରତ : (ଏକାଶିତ ହେ) ।

୬ । ହେ ଛୁଲୋକେର ଦୁହିତା ମୁଜାତା ଉଷା ! ବସିଷ୍ଠଗଣ ସ୍ଵତିଷ୍ଠାରୀ
ତୋମାକେ ବର୍କିତ କରେ, ତୁମ ଆମାଦିଗକେ ରମଣୀୟ ମହେ ଧନ ଦାନ କର ।
ତୋମରୀ ମର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵତିଷ୍ଠାରୀ ପାଲନ କର ।

୭୮ ପୃଷ୍ଠା ।

ଉଷା ଦେବତା । ବସିଷ୍ଠ ଖ୍ୟାତି ।

୧ । ଏଥୟ କେତୁ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟ ହିତେଛେ । ଉହାର ବ୍ୟଞ୍ଜକ ରଶ୍ମି ସକଳ
ଉର୍କୁମୁଖ ହିଇଯା ସର୍ବତ୍ର ଆଶ୍ୱର କରିତେଛେ । ହେ ଉଷା ଦେବ ! ଆମାଦେର ଅଭି-
ମୁଖେ ଆଗତ, ରହେ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟାନ୍ତ୍ର ରଥଦାରୀ ଆମାଦେର ଜନ୍ମ ରମଣୀୟ ଧନ ବହନ
କର ।

୨ । ଅଶ୍ଵି ମଧ୍ୟକ ହିଇଯା ସର୍ବତ୍ର ବର୍କିତ ହିତେବେ ; ମେଧାବିଗଣ ସ୍ଵତି-
ଷ୍ଠାରୀ ଉଷାକେ ଶ୍ଵର କରତ : ହୁକ ହିତେବେ । ଉଷା ଦେବୀଓ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠାରୀ
ମନ୍ତ୍ର ଅଳ୍ପକାର ଓ ଦୁରିତ ବାଧା ଦାନ କରତ : ଗମନ କରିତେବେ ।

୩ । ଏହି ମେହି ସକଳ ଅଭାତକାରିଣୀ ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରାଣୀନୀ ଉଷା ପୂର୍ବ-
ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟ ହିତେବେ । ତୀହାରା ଶୂର୍ଯ୍ୟ, ତଣ୍ଡି ଓ ଯଜକେ ପ୍ରାତୁର୍ଭୂତ କରିଲେବେ,
ତାହାତେ ମୌଚଗାନ୍ତି ଅଶ୍ରୁଯତମ୍ : ଅପଗତ ହିଲ ।

୪ । ଦୁଲୋକେର ଦୁହିତା ଧରଭୂତୀ ଉଷା ଜୀତ ହିଇଯାଛେ, ସକଳେ ଅଭାତ-
କାରିଣୀ ଉଷାକେ ଦେଖିତେହେ । ତିନି ଅଶ୍ୱ୍ୟୁକ୍ତ ରଥେ ଆରୋହଣ କରିଯାଛେ,
ଶୁଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ଵ ଏହି ରଥ ବହନ କରିତେହେ ।

୫ । ହେ ଉଷା ! ଆମରୀ ଓ ଆମାଦିଗେର ମୁମଳ ଓ ଧନବାନ୍ତ ଲୋକ
ସକଳ ଅଦ୍ୟ ତୋମାକେ ଅଭିରୋଧିତ କରିତେଛି । ହେ ଉଷାଗଣ ! ତୋମରୀ
ଅଭାତକାରିଣୀ ହିଇଯା ଜଗଂ ମିଳି କର । ତୋମରୀ ମର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗକେ
ସ୍ଵତିଷ୍ଠାରୀ ପାଲନ କର ।

୭୯ ମୃତ୍ୟୁ ।

ଉତ୍ତମ ଦେବତା । ବନ୍ଦିଷ୍ଠ ଋବି ।

୧ । ସମୁଦ୍ରଗଣେର ହିତକାରିଣୀ ଉଷ୍ଣୀ ତମୋ ନାଶ କରିତେଛେନ, ପଞ୍ଚଶ୍ରେଣୀ
ମୟୁଷ୍ୟକେ ପ୍ରବୋଧିତ କରିତେଛେନ, ଉତ୍ସବ ତେଜୋବିଶିଷ୍ଟ କିରଣସୂଚଦ୍ଵାରା
ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଆଶ୍ରଯ କରିତେଛେନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଶ ତେଜୋଦ୍ଵାରା ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ ଆହୁତ
କରିତେଛେନ ।

୨ । ଉଷାଗଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେର ପ୍ରାନ୍ତେ ତେଜଃ ସକଳକେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିତେଛେନ,
ପରମ୍ପରା ମିଲିତ ପ୍ରଜାଗଣେର ନ୍ୟାୟ ଚେଷ୍ଟୀ କରିତେଛେନ । ତୋଷାର ରଣ୍ଗି
ସକଳ ଅନ୍ତକାର ନାଶ କରିତେଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହୁଦୟେର ନ୍ୟାୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ଅଦ୍ୟା
କରିତେଛେନ ।

୩ । ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ସବୀ, ଧର୍ମବତୀ ଉଷା ପ୍ରାହୃତ୍ ହଇଲେବ; କଳାଗାର୍ଥ
ଅତ୍ର ଉତ୍ସବାଦିନ କରିଯାଇଛେ । ସର୍ବେର ଦୁଃଖିତା, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍ସବାଦିନ ଅଜ୍ଞିତା(୧),
ଉଦ୍‌ବନ୍ଦେବୀ ମୁକର୍ମକାରୀର ଜନ୍ୟ ଧନ ଧାରଣ କରେଲ ।

୪ । ହେ ଉଷ୍ଣୀ ! ପୁର୍ବେର ଶ୍ରୋତାଗଣକେ ଯତ ଧନ ଦିଯାଇଛ, ଆମାଦିଗକେ
ଏତ ଧନ ଦାଓ । ରୁଷଭେର ନ୍ୟାୟ ରବଦ୍ଵାରା ତୋଷାକେ (ଆଗିଗଣ) ଜାଲିତେ
ପାରେ । ଦୃଢ଼ ଅଜ୍ଞିତ ଦ୍ଵାରା ତୁମି ବିହୃତ କରିଯାଇଲେ ।

୫ । ତୁ ମୁଁ ସକଳ ଶ୍ରୋତାକେ ଧର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରତଃ ଏବଂ ଆମାଦେର ଅଭି-
ମୁଖେ ଶୁନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରେରଣ କରତଃ ତମୋବିନ୍ଦାଶିନୀ ହଇଯା ଆମାଦେର ଦାମେର
ଜନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଛିର କର । ତୋଷା ସର୍ବାଦୀ ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵତ୍ସଦ୍ଵାରା ପାଲନ
କର ।

(1) ମୁଲେ ଅଜ୍ଞିରତ୍ନମାଃ ଶବ୍ଦ ଆହେ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ଗମନଶୀଳ ତାର୍ଥ କରିଯାଇଛେ
ଏବଂ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଇହାର ଅର୍ଥ କରିଯାଇଛେ, ସେ ଅଜ୍ଞିରାଗୋତୋୟତୋୟତୋୟ ଭରଦ୍ଵାଜଗଣେର
ଶହିତ ଉଷ୍ୟାର ଉତ୍ସବ ହେଯାଇ ଏବଂ ରାତର ନାଶକ ଉଷା ବଲାଯ ଉଷାର ନାମ
ଅଜ୍ଞିରତ୍ନମ ହେଯାଇ ।

୮୦ ଶ୍ଲୋକ ।

ଉଷା ଦେବତା । ବସିଷ୍ଠ ଋଷି ।

୧ । ବିଶ୍ଵ ବସିଷ୍ଠଗଣ, ଜକଳେର ପ୍ରଥମେ ତୋମ ଓ ଶୁବେର ଦ୍ୱାରା ଉଷା-
ଦେବୀକେ ଅବୁନ୍ଧ କରିଯାଇଛେ । ଉଷା ସମାନ ଆନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀକେ
ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ କରେନ ଏବଂ ସମ୍ମତ ଭୂତଜୀତକେ ପ୍ରକାଶିତ କରେନ ।

୨ । ଏହି ମେଇ ଉଷା, ଯିନି ନରଯୋବନ ଧାରଣ କରିଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ଦ୍ୱାରା
ପୁଢ଼ ତ୍ୟଃ (ବିଶ୍ଵାଶ କରିଯା) ଆଗତିର ହନ । ଲଜ୍ଜାହୀନ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଇନି
ପୁର୍ଯ୍ୟେର ମଞ୍ଚୁଥେ ଆଗମନ କରେନ ଏବଂ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ, ସଜ୍ଜ ଓ ଅଶ୍ଵିକେ ଜ୍ଞାପିତ କରେନ ।

୩ । ବଲୁଅଶ୍ଵ ଏବଂ ବହୁଗୋବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତିଯୋଗ୍ୟ ଉଷା ସକଳ ସର୍ବଦା
ତ୍ୟଃ ନିବାରଣ କରନ । ତୋହାରା ଅଳ ଦୋହମ କରେନ ଏବଂ ସର୍ବଦ୍ଵାତ୍ର ଅହନ୍ତ ହନ ।
ତୋମରା ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ ଅନ୍ତିଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

৮। স্তৰ ।

উষা দেবতা । বনিষ্ঠ ঋষি ।

১। তমোনিবারিণী, ছালোকছুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, সৃষ্টি হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তয় অপারুত করিতেছেন, মনুষ্যের মেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ (বিকাশ) করিতেছেন।

২। সূর্য রশিদমূহকে যুগপৎ উৎগত করিতেছেন, প্রাদুর্ভূত হইয়। অক্ষত্রকে দীপ্তিশূল করিতেছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্যের অকাশ হইলে আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই।

৩। হে ছালোকছুহিতা উষা! আমরা ক্রিএকারী হইয়া তোমাদিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বলুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও মুখ বহন কর।

৪। হে মহত্ত্ব দেবৌ! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিষামৃক্তি। তুমি অবৈধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্ত, তোমার নিকট ঘাস্তা করি। পুরুগণ ঘেরপ ঘাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব।

৫। হে উষা! যে ধন অতি দুরবর্তী প্লামে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে ছালোকছুহিতা! তোমার যে মনুষাদিগের তোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, অমারাও ভোগ করিব।

৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদিগকে বহুগোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরিতী স্মৃত বাক্যবিশিষ্ট। উষা! শক্রদিগকে দূরীকৃত কর।

୮୨ ଶ୍ଲୋକ ।

ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ଦେବତା । ବନିଷ୍ଠ ଖବି ।

୧ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ! ତୋମରୀ ଆମାଦିଗେର ପରିଚାରକଙ୍ଳେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞାହୁତୀଭାର୍ତ୍ତ ମହାଗୃହ ଅଦ୍ଵାନ କର । ସେ ଶକ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯଜ୍ଞକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ହିଂସା କରେ, ଆମରୀ ସୁଦେଶ ଦ୍ରୁତଭିସଙ୍କିବିଶିଷ୍ଟ ସେଇ ଶକ୍ତକେ(୧) ଅଯ କରିବ ।

୨ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ! ତୋମରୀ ମହାନ୍ ଓ ମହାଧରବିଶିଷ୍ଟ । ତୋମା-
ଦେର ଏକଜମ ସଜ୍ଜାଟ ଆର ଏକଜନ ସ୍ଵରାଟ । ହେ ଅଭୌଟ୍ଟବସୀଦୟ ! ଉତ୍କୃଷ୍ଟ
ଆକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ତେଜଃ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଛିଲ ଏବଂ ବଳ ଓ
ଅଦ୍ଵାନ କରିଯାଛିଲ ।

୩ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ! ତୋମରୀ ବଲଦ୍ଵାରା ଜଳେର ଦ୍ୱାର ଅପାରତ
କରିଯାଛିଲେ, ଅତୁ ଶୂର୍ଯ୍ୟକେ ଆକାଶେ ଗମନ କରାଇଯାଛିଲେ । ଏଇ ଅଞ୍ଜାକର
ସୋଯ (ପାନେ) ଆନନ୍ଦ ହିଲେ, ତୋମରୀ ଅଲରହିତ ନନ୍ଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏବଂ କର୍ମ
ସକଳକେଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

୪ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ! ତୋତ୍ରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୀ ସୁଦେଶ ଶକ୍ତସେନାର ମଧ୍ୟେ
ବୁଝାର ଅଧ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଚ୍ଛିତ ଜାମୁ (ଅଞ୍ଜିରାଗଣ) ମଜ୍ଜଳ ଉତ୍ପାଦନେର ଜଳ୍ୟ
ତୋମାଦିଗଙ୍କେଇ ଆହାନ କରେ । ତୋମରୀ ଉତ୍ୟ ଅକାର ଧଳେର ଇଶ୍ୱର ଏବଂ
ମୁଖେ ଆହ୍ଵାମଯୋଗ୍ୟ । ଆମରୀ ତୋତ୍ର, ତୋମାଦିଗଙ୍କେ ଆହ୍ଵାନ କରି ।

୫ । ହେ ଇଞ୍ଜ ଓ ବରଣ ! ତୋମରୀ ଭୂବନେ ସମ୍ମତ ପ୍ରାଣିକେ ଆଗନାର
ବଳେ ରିର୍ମାନ କରିଯାଛ, ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜମକେ ମିତ୍ର ମଜ୍ଜଳେର ଜଳ୍ୟ ପରି-
ଚଢ୍ୟା କରେଲ, ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳଗଣେର ସହିତ ଉତ୍ତର ହଇଯା ଅଲକାର ଆଁଶ ହଇ ।

୬ । ଅହେ ଧରାତାର୍ଥ ବରଣ ଓ ଇଞ୍ଜର ଦୀପିତ୍ର ଜଳ୍ୟ ଅଚିରେ ବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁଏ । ଇହାଦେର ଏଇ ବଳ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତ୍ରାମ୍ପଦୌତୁତ । ଏକଜମ ଅବଶ୍ଵ, ହିଂସା-
କାରୀଙ୍କେ ଅଭିଷାତ କରେନ, ଅନ୍ୟ ଅଶ୍ଵେର ଦ୍ୱାରା ବହୁତର ଶକ୍ତକେ ବାଧିତ
କରେନ ।

(୧) ଅର୍ଦ୍ଦୀଂ ଅବାୟ ବରରଦିଗଙ୍କେ ।

৭। হে ইন্দ্র ও বৰুণ দেববৰ্য ! তোমরা যাহার বজে গমন কর,
যাহাকে কামনা কর, বাধা সেই মনুষ্যের নিকট যাইতে পারেনা, পাপ যাইতে
পারে না, দুরিত যাইতে পারে না, সন্তাপও সেই মনুষ্যের নিকট কোন
কারণে যাইতে পারে না ।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বৰুণ ! যদি আমাৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন থাক, তবে দৈব-
ৱক্ষাৰ সহিত আমাৰ সম্মুখে আগমন কৰ, স্তোত্ৰ শ্ৰবণ কৰ । তোমাদেৱ
সথিত এবং তোমাদেৱ বন্ধুত্বা সুখেৱ সাধক, আমাৰ্দিগকে উহা প্ৰদান কৰ ।

৯। হে শক্রকৰ্ষক তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বৰুণ ! যুক্তে যুক্তে আমাদেৱ
অগ্ৰগামী যোদ্ধা হও, তোমাৰ্দিগকে উভয় প্ৰকাৰ নেতৃত্ব যুক্তে এবং পুজ্জ
পৌজ্জ লাভেৱ নিমিত্ত আহ্বান কৰে ।

১০। ইন্দ্র, বৰুণ, মিত্ৰ ও অৰ্য্যমা আমাৰ্দিগকে দ্যোতমান ধন এবং
মহান् বিস্তীৰ্ণ গৃহ প্ৰদান কৰন । যজবৰ্ষিকা অনুভিত তেজঃ আমাদেৱ
অহিংসক হউক । আমৰা সবিতা দেবতাৰ স্তোত্ৰ কৰিব ।

৮৩ স্কৃত।

ইন্দ্র ও বৰুণ দেবতা । বস্তিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে নেতা ইন্দ্র ও বৰুণ ! তোমাদেৱ বন্ধুত্ব দেখিয়া গো লাভেৱ
ইচ্ছায় পৃথুপশুবিশিষ্ট(১) (যজমানগণ) পূৰ্বদিক্তাগে গমন কৱিলেন,
তোমৰা দাস হৃত ও আৰ্য্যগণকে মাৰিয়া ফেল(২), তোমৰা সুদাম রাজাৰ
উদ্দেশে রক্ষাৰ সহিত আগমন কৰ ।

২। যেখালে মনুষ্যগণ দ্বাৰা উত্তোলন কৱতঃ মিলিত হয়, যে যুক্ত,
কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দৃতগণ স্বৰ্গ দৰ্শন কৰে ও ভীত হয়, সেই
সংগ্ৰামে, হে ইন্দ্র ও বৰুণ ! আমাদেৱ পক্ষ হইয়া কথা কণ ।

(১) মূলে “পৃথুপশৰ্বৎ” আছে, লাগল অৰ্থ কৱিয়াছেন পৃথু বিস্তীৰ্ণ: পশ্চঃ
পাশ্চাত্যবৈষাঙ্গতে তথ্যাভাবঃ । বিস্তীৰ্ণাখপশু হস্তাঃ সতঃ আঠা আঠীনং যুঃ
বাহিঃ রাহৰণার্থঃ গচ্ছস্তি । পৰ্মাহি বহিৱাচিদ্যাতে । অতএব পৰ্ম অৰ্থে এক
অকাৰ বাস কাটা কাণ্ডে ।

(২) অৰ্থাৎ সুদাম রাজাৰ আৰ্য্য ও অনুৰ্য্য সকল প্ৰকাৰ শক্ত ধৰ্ম কৰ ।
২, ৩, ও ৫ কক্ষে যুক্ত বৰ্ণনা দেখা যায় ।

৩। হে ইন্দ্র ও বৰুণ! ভূমিৰ অন্ত সকল ধৰ্ম প্ৰাণী দৃষ্টি
হইতেছে, কোলাহল দুলোকে আৱোহণ কৰিতেছে। সৈন্যৰ শক্তি সকল
আৰুৱাৰ নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে হৰনপ্ৰবণকাৰী ইন্দ্র ও বৰুণ!
রুক্ষাৰ সহিত আমাদেৱ নিকট আগমন কৰ।

৪। হে ইন্দ্র ও বৰুণ! আযুধদ্বাৰা অপ্ৰাপ্ত ভেদকে হিংসা কৰতঃ
তোমৰা মুদাসকে রুক্ষা কৰিয়াছ, তৎমুদিগেৰ স্তোত্ৰ অবণ কৰিয়াছ,
যুক্তকালে তৎমুদিগেৰ পৌৰহিত্য সফল হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বৰুণ! শক্তিৰ আযুধ সকল আমাকে চাৰিদিক হইতে
বাধা দিতেছে, হিংসকদিগেৰ মধ্যে শক্তিৰ বাধা দিতেছে। তোমৰা উভয়
প্ৰাকাৰৰ ধনেৰ ঈশ্বৰ, অতএব যুক্তদিনে আমাদিগকে রুক্ষা কৰ।

৬। যুক্তকালে উভয় প্ৰাকাৰ সোকেই ইন্দ্র ও বৰুণকে ধৰ লাভাৰ্থে
আচৰণ কৰে। এই যুক্তে দশজন রাজাকৰ্ত্তৃক হিংসিত মুদাসকে তৎমুগণেৰ
সহিত তোমৰা রুক্ষা কৰিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্র ও বৰুণ! দশজন যজ্ঞবৰ্হিত রাজা(৩) মিলিত হইয়াও
মুদাস রাজাকে প্ৰহাৰ কৰিতে শক্ত হইল না। হৃষ্যুক্ত যজ্ঞে মেতাগণেৰ
স্তোত্ৰ সফল হইয়াছিল। ইহাদেৱ যজ্ঞে সকল দেবগণ আবিৰ্ভূত
হইয়াছিলেন।

৮। যেখামে নিৰ্মলগামী জটাবিশিষ্ট কৰ্ম্মযুক্ত তৎমুগণ অৱ এবং সুতিৰ
সহিত পৱিত্ৰ্যাৰ্থ কৰে, সেই দেশে দশজন রাজাকৰ্ত্তৃক চাৰিদিকে পৱিত্ৰেষ্টিত
মুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বৰুণ! তোমৰা বল অদীন কৰিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র ও বৰুণ! তোমাদেৱ একজন যুক্তে হৃত্মুগণকে হনন
কৰেন, অপৰ একজন ব্রত রুক্ষা কৰেন। হে অভীষ্টবৰ্ষীদ্বয়! তোমাদিগকে
সুপ্ৰস্তুত সুভিদ্বাৰা আহ্বান কৰিতেছি। তোমৰা আমাদিগকে সুখ
অদীন কৰ।

১০। ইন্দ্র, বৰুণ, মিত্ৰ, ও অৰ্য্যাৰ আমাদিগকে দোত্তমাল ধন এবং
মহামূৰ্বলীৰ গৃহ প্ৰদান কৰন। যজ্ঞবৰ্জিকা অনিতিৰ তেজঃ আমাদেৱ
অহিংসক হউক। আমৰা সবিভাৱে দেবতাৰ স্তোত্ৰ কৰিব।

(৩) দশজন রাজা কীছাৰা? ইহারা কি অনার্য্যৰাজা, না ধৰ্মবিহৃষী আৰ্য্য-
রাজা? কী শক্তিগৰ্বীৰ বলিয়া বিশিষ্ট ইহাদিগকে যজ্ঞবৰ্হিত বলিয়াছেন?

৮৪ সূত্র।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এই যজ্ঞে তোমাদিগকে ইহা ও স্নোত্রদ্বারা আবর্তিত করিতেছি। বাঁহনয়ে ধৃত নানাঁরপবিশিষ্টে জুলু সহ্যং তোমাদের অভিগমন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ হহৎ রাষ্ট্র (হষ্টি প্রদানদ্বারা) সকলকে গ্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধা প্রদ উপায়ে (পাপকারীকে) বন্ধন কর। বকশের ক্রোধ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া গমন কর, ইন্দ্র ও শুণকে বিস্তীর্ণ কর।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্নোত্র-গণের স্নোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আঁগমন করক। স্পৃহনীয় রক্ষাদ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে বর্জিত কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদিগকে সকলের বরণীয় নিবাসঃচাল-যুক্ত, বহুজনবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিন্দুশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন কর।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুন্র ও পৌন্ত বিষরে আমাকে রক্ষা করক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ প্রাণ হইব। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বাদা পালন কর।

৮৫ সূত্র।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করত; দীপ্তিশূলী উধার ন্যায় দীপ্তাবয়ব। ত্বাঙ্গসরহিত। স্তুতিকে শোধন করিতেছি। তাঁহারা উপস্থিত যুক্তে যাঁতাকালে আমাদিগকে রক্ষণ কর।

২। পরম্পর স্পর্শাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শক্রদিগকে স্পর্শী করিতেছি। যে যুক্তে ধ্বংসায় আয়ুধ সকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে,

ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୋମାରା ହିଂସକ ଆୟୁଧଦ୍ୱାରା ପରାଞ୍ଚମୁଖ ଓ ବିବିଧ ଗତି-
ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ରଗଣକେ ବିମାଶ କର ।

୩ । ମୋର ସକଳ ସ୍ଵାୟତ୍ତ, ଯଶୋରିଶିଷ୍ଟ ଓ ଦ୍ୱାତିମାନ୍ ହଇୟା ମଦମେ ଇନ୍ଦ୍ର
ଓ ବକ୍ରଣ ଏହି ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କେ ଧାରଣ କରେନ । ଇଁହାଦେର ଏକଜନ ଅଜାଗଣକେ
ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଯା ଧାରଣ କରେନ, ଅନ୍ୟଜନ ଅପ୍ରେତିଗତ ଶକ୍ରଗଣକେ ବିମାଶ
କରେନ ।

୪ । ହେ ଆମିତାଦୟ ! ତୋମାର ବଲଶାଲୀ, ଯେ ନମକାରଯୁକ୍ତ ହଇୟା
ତୋମାଦିଗେର (ପରିଚ୍ୟା କରେ), ମେହି ଶୋଭନକର୍ମବିଶିଷ୍ଟ ହୋତା ଖତଜ
ହଉନ । ଯେ ହବାୟ କୁ ସାନ୍ତି ତୃତ୍ତିର ଜନ୍ୟ ତୋମାଦିଗକେ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରେ, ମେ
ଅନ୍ଧବାନ୍ ହଇୟା ଏକାନ୍ତ ଆୟୁଷ ଫଳ ଲାଭ କରେ ।

୫ । ଆମାର ଏହି ସ୍ତୁତି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ବକ୍ରଣକେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରକ, ଆମାର ପ୍ରେରିତ
ସ୍ତୁତି ପୁନ୍ର ଓ ପୌତ୍ରବିଷୟେ ଆମାକେ ବର୍ଜନ କରକ । ମୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ହଇୟା
ଯଜ୍ଞ ଆୟୁଷ ହଇବ । ତୋମାର ସର୍ବଦା ଆମାଦିଗକେ ସ୍ଵଭାବାର୍ଥ ପାଲନ
କର ।

୮୬ ସୂଚକ ।

ବକ୍ରଣ ଦେବତା । ବମିଷ ଋଧି ।

୧ । ଏହି ବକ୍ରଣେର ଜୟ ମହିମାପ୍ରୟୁକ୍ତ ଛିର ହଇୟାଛେ । (ଇନି ବିଶ୍ଵିର
ଦୟାବାପ୍ରଧିବୀକେ ନେତ୍ରିତ କରିଯାଛେ, ଇନି ରହ୍ୟ ଆକାଶ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ଲକ୍ଷତକେ,
ଦ୍ଵିଧା ପ୍ରେତଶ କରେନ । ଇନି ଭୂମିକେ ବିଶ୍ଵିର କରିଯାଛେ ।)

୨ । ଆୟି କି ସ୍ତ୍ରୀଯ ଶରୀରେର ସହିତ, ଅଥବା ବକ୍ରଣେର ସହିତ ସ୍ତୁତି
କରିବ ? କଥନ ବକ୍ରଣ ଦେବେର ସହିକଟ ଥାକିବ ? ବକ୍ରଣ କି କୋତ୍ତରହିତ ହଇୟା
ଆମାର ହବ୍ୟ ମେବା କରିବେନ ? ଆୟି ମୁମନା ହଇୟା କଥନ ମୁଖଅନ୍ଦ ବକ୍ରଣକେ
ଦେଖିତେ ପାଇବ ?

୩ । ହେ ବକ୍ରଣ ! ଅୟି ଦିନକୁ ହଇୟା ମେହି ପାପେର କଥା ତୋମାର
ବିଜ୍ଞାସା କାରିତେଛି । ଆୟି ବିବିଧ ଅନ୍ଧେର ଜନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ୍ତମେର ନିକଟ
ଗିଯାଛି । କବିରା ମକଳେଇ ଆମାକେ ଏକନ୍ତେ ବଲିଯାଛେନ ଯେ “ ଏହି ବକ୍ରଣ
ତୋମାର ଅତି ତୁଳ୍କ ହଇୟାଛେ । ”

৪। হে বুরুণ ! আমি এমন কি করিয়াছি, যে তুমি মির্বৃত স্নোত্রাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর । হে দুর্জীতেজন্মিলু, আমাকে তাহা বল যাহাতে আমি দ্বরমানু হইয়া নমস্কারের সহিত তোমাত নিকট গমন করি ।

৫। হে বুরুণ ! আমাদিগের পিতৃক্রমাগত স্নোহ বিশিষ্ট কর । আমরা নিজ শরীর ছারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিশিষ্ট কর । হে রাজা ! পশ্চাদক চৌরের ন্যায়(১), রজুবক্ষ গো বৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিশিষ্ট কর ।

৬। হে বুরুণ ! সেই পাপ নিজের দোষে নহে । ইহা অম, বা মুর, বা মন্ত্র, বা দ্যুতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটিয়াছে । কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠে বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয় ।

৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বুরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্যাপ্তরূপে পরিচর্যা করিব । অমরা অজ্ঞান, আর্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করন । প্রাজ্ঞতরদেব স্নোত্রাকে ধনীর্থ প্রেরণ কর ।

৮। হে অম্ববানু বুরুণ ! তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্নোত্র তোমার হৃদয়ে স্মৃতিহত হউক । লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষোম্য আমাদের মঙ্গল হউক । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর(২) ।

(১) মূলে “পশ্চ তৃপৎ ন ভায়ুঃ” আছে । কেহ চোর্য অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে প্রায়শিক্রের অন্তে ঘাসাদির ছারা পশ্চদিগকে তৃপ্ত করিতে হয়, সারণ এই অর্থ করিয়াছেন । “Like a thief who has feasted on stolen oxen.”—Max Müller.

(২) বিস্তৃতরচিত এই সপ্তম মঙ্গলে যিত্ব ও বুরুণ সম্বন্ধে সূত্রগুলি অভিশয় পরিত্ব এবং এই গুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ-রূপ সৰ্বিক্ষিত হয় । বিশেষ ৮৬ ও ৮৭ স্কৃত অভিশয় স্বত্বয়গ্রাহী ।

৮৭ পৃষ্ঠা ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। এই বরুণদেব স্তুর্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, মদী সকলকে
অনুভুক্তীভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বাঁর প্রতি ধাবমান
হয়, সেইরূপ শীত্র যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি মহাত্মী রজনীসমূহকে দিবস
হইতে পৃথক করিয়াছেন।

২। হে বরুণ ! তোমার বায়ু (অগতের আত্মা), সে জলকে চারিদিকে
শ্রেণ করে। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অৱবান্ন হয়, সেইরূপ ভর্তা
বায়ু অৱবান্ন। মহাত্মী, মহত্বী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান
(লোকের) প্রিয় ।

৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দরূপবিশিষ্ট
দ্যাবাপৃথিবী সম্রূপ করে এবং কর্মবান্ন, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র
শ্রেণ করেন, তাহাও চতুর্দিকে দর্শন করে ।

৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন যে গো(১) একুশটা
আম ধারণ করে। বিদ্বান্ন, মেধাবী বরুণ, উপযুক্ত অস্তেবাসিকে উপদেশ
দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এই সফল ওহ কথাও বলিয়াছেন।

৫। এই বরুণের ভিতর তিনি প্রকার দ্যালোকে(২) নিহিত আছে, তিনি
‘প্রকার ভূমি’(৩) ছয় অবস্থায়(৪) ইহাতে অন্তর্ভুত আছে। স্তুতিবোগ্য
রাজা বরুণ অস্তরীক্ষে হিরণ্য দোলার ন্যায়(৫) স্তুর্যকে দীপ্তির জন্য মিশ্রণ
করিয়াছেন ।

৬। স্তুর্যের ন্যায় দীপ্তি বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি
জ্ঞবিস্মৃত ন্যায় খেতবর্ণ, গোর মণির ন্যায় বলবান্ন, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট,
উদরের মিশ্রাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সংপদার্থের রাজা ।

(১) অর্ধাং বাঁক অথবা পৃথিবী। সারণ ।

(২) উত্তম, মধ্যম ও অধিম । সারণ ।

(৩) উত্তম, মধ্যম ও অধিম । সারণ ।

(৪) বসন্তাদি ঋতুতেদে । সারণ ।

(৫) স্তুর্য কেবল ছাই দিক স্পর্শ করে, এই জন্য স্তুর্য দোলার ন্যায় । সারণ ।

৭। অপরাধ করিলেও যে বক্ষণ দয়া করেন(৬) আদীন (বক্ষণের) ত্রুত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকটই অনপরাধী হই। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্ত্বারা পালন কর।

৮৮ পৃষ্ঠা ।

বক্ষণ দেবতা। বসিষ্ঠ শঁফি ।

১। হে বসিষ্ঠ ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বতঃসুন্দর প্রি-
ত্য স্তুতি কর। ইনি যজন্মীয়, সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ।
এই দেবতাকে আমাদের অভিযুক্ত কর।

২। অধুনা আমি শীত্র বক্ষণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির জ্বালা-
সমূহকে স্তব করি। যথন বক্ষণ সুখকর পাণ্ডানে অবস্থিত এই সৌম অধিক
পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনার্থ আমাকে প্রশংসন করে।

৩। যথন আমি ও বক্ষণ, উভয়ে নৈকায় আরোহণ করিয়াছিলাম,
সমুদ্রের(১) মধ্যে শৌকা সুন্দরকল্পে প্রেরণ করিয়াছিলাম, অলের উপরে
গমনশীল নৈকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৈকারূপ) দোলায় সুখে ঝীড়া
করিয়াছিলাম।

৪। মেধাবী বক্ষণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিন-
সমূহের মধ্যে সুন্দরে বসিষ্ঠকে নৈকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে
রক্ষাদ্বারা সুকর্মা করিয়াছিলেন।

(৬) “The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins. And when we read such passages as ‘Varuna is merciful even to him who has committed sin’ (*Big Veda*, VII-87-7), we should . . . remember that it (Varuna) is one of the many names which men invented in their helplessness to express their ideas of the Deity.”—Max Müller’s *Selected Essays* (1881), vol. II, p. 150.

(১) মূলে “সমুদ্র” আছে। অতএব প্রকাশ হইতেছে বসিষ্ঠ বা উদ্বংশীয়গণ
সমুদ্র গমন করিয়াছিলেন।

৫। হে বকণ ! আমাদের সেই সখ্য কৌথায় ইইয়াছিল ? পূর্বে কালে
যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি । হে অরবান् বকণ !
তোমার মহান् ভূতগণের বিচেদকারী সহস্রারবিশিষ্ট গৃহে গমন
করিব(২) ।

৬। হে বকণ ! যে বসিষ্ঠ নিতাবন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় ইইয়া তোমার
অতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখ্য হউক । হে যজনীয় বকণ !
আমরা তোমার আশ্চীর, আমরা পাপমুক্ত ইইয়া যেন তোগ না করি ।
ভূমি যেধাবী, ভূমি স্তুতিকারিকে বরণীয় (গৃহ) প্রদান কর ।

৭। এই সকল নিত্যভূমিতে বাস করতঃ (আমরা তোমার স্তব করি)
বকণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত কর, আমরা যেন অথগুনীয় পৃথিবীর সমীপ-
স্থান হইতে বকণের রক্ষা তোগ করিতে পারি ।

৮৯ স্তুতি ।

বরণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋবি ।

১। হে রাজা বকণ ! মৃগয় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই । হে
সুক্ত্র(১) ! দয়া কর, দয়া কর ।

২। হে আশুব্ধবান্ বকণ ! আমি কম্পার্বিত কলেবরে বায়ুচালিত
মেঘের শ্যায় গমন করিতেছি । হে সুক্ত্র ! দয়া কর, দয়া কর ।

৩। হে ধৰ্মবান्, নির্মল বকণ ! অশক্তি প্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকুল্য প্রাপ্ত
হইয়াছি । হে সুক্ত্র ! দয়া কর, দয়া কর ।

৪। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত ইইয়া-
ছিল । হে সুক্ত্র ! দয়া কর, দয়া কর ।

(২) বরণের সহস্রারবিশিষ্ট গৃহ কি ? আমি অনুমান করি স্বর্গ ।

(১) ক্ষত্র অর্থ বল সুক্ত অর্থে অতিশয় বলবান । "Almighty."—*Max Müller.* কর্তৃর নামে শ্রেষ্ঠ ভিত্তিক উৎসব সৃষ্টি হয়ে আসে । এই স্তুতের অর্থ
চারিটি খঙ্কের প্রেমে এই শব্দগুলি আছে । "হলে সুক্ত্র হৃলয় ।" "Have
mercy, Almighty, have mercy."—*Max Müller.*

৫। হে বক্ষ ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্মক্ষে আমরা যে কিছু বিকল্পাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্ম্ম অনবধানত। করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না ।

১০ পৃষ্ঠা ।

বায়ু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে বায়ু ! তুমি বীর। শুন্ধ, মাধুর্যাযুক্ত অভিযুক্ত সৌম অধ্যুর্যগন তোমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতেছে। তুমি নিবৃত্তগনকে রুখে ঘোজিত কর, অভিযুক্তে আগমন কর, আনন্দের জন্য অভিযুক্ত সৌমরসের ডাগ ভক্ষণ কর ।

২। হে বায়ু ! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সৌমপায়ী ! যে তোমার জন্য শুচি সৌম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাঁহাকে প্রধান কর, সে সর্বত্র প্রাচুর্যুত হইয়া প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে ।

৩। এই দ্যাব্যাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনাৰ্থে উৎপন্ন করিয়াছেন, দ্যুতি-মতি ধিষণা ধনাৰ্থে যে দেবতাকে ধাৰণ কৰেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগণ সেই বায়ুকে সেবা করিতেছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্রেতবর্ণ ধন প্রদান কৰেন ।

৪। পাপরহিত, উষা সকলমুন্দনের (হেতু হইয়া) তমঃ নাশ করিতেছেন। দীপ্যমাল হইয়া বিজ্ঞীণ জ্যোতিঃ লাভ করিতেছেন। উশিজগন গোকৃপ ধন লাভ করিয়াছেন, পুরাণ জল তাঁহাদের অমুসরণ করিয়াছিল ।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু ! তাঁহারা যথাৰ্থ মননীয় তোত্ৰবারা দীপ্যমাল হইয়া আপনার কৰ্ম্মাদ্বারা বীরগণের বহনীয় রুখ বহন কৰিতেছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল তোমাদিগকে সেবা কৰিতেছে ।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু ! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে গো, অশ্ব, মিবাসপ্রদ ধন ও হিত্যন্তের সহিত সুখ প্রদান করে, সেই মাতাগণ সংগ্রামে অশ ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ুঃ জয় কৰিয়া লম ।

১। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্ত্রপ্রার্থী, বলেছু বসিষ্ঠগণ
(অর্ধাং আমরা) উক্তম রক্ষার নিমিষ্ট উক্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি।
তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বন্দিষ্টদ্বারা পালন কর।

১। স্কৃত ।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। পূর্বকালে যে প্রয়োক্তি স্তোত্রাগণ, বহুভাক্ত স্তোত্রদ্বারা অবিদ্যনীয়
হইয়াছিলেন, তাহারা বিপদগ্রস্ত মনুযগণের উক্তার্থ বায়ুর উদ্দেশে
স্মর্যের সহিত উষাকে একত্র বাস করাইয়াছেন(১)।

২। হে ইন্দ্র! ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা
হিংসা (করিণ) না, মাস এবং বহুবস্তর ব্যাপিরা রক্ষা কর। মুন্দর স্তুতি
তোমাদের নিকট গমন করতঃ স্মথ যাচক্ষা করিতেছে এবং অশস্য সুপ্রাপ্য
(ধৰ্ম) যাচক্ষ্য করিতেছে।

৩। মুমেধী এবং নিযুতগণের আশ্রয়নীয় শ্রেতবর্ণ (বায়ু) প্রভৃতি
অন্তর্বিশিষ্ট এবং ধনরক্ষ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তাহারাও সমান-
মনস্ক হইয়া বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করি-
য়াছিলেন, (সেই) মেতাগণ মুন্দর অপত্যের হেতুচূত (কার্য) করিয়াছিলেন।

৪। যাবৎ (তোমাদের) শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ
মেতগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমাল থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ (সৌম) পায়ী
ইন্দ্র! ও বায়ু! তোমরাং আমাদের বিশুদ্ধ (সৌম) পান কর, এই বর্হিতে
উপবেশন কর।

৫। হে ইন্দ্র! ও বায়ু! তোমরা স্পৃহনীয় স্তোত্রবিশিষ্ট এবং নিযুৎ-
গণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিযুক্ত আগমন কর। এই মধ্যে
সোহের অগ্র তোমাদের জন্য আনন্দ হইয়াছে; অনন্তর তোমরা পৌত
হইয়া আমাদিগকে বিমুক্ত কর।

(১) অর্ধাং বায়ুর বাগের অর্থ উষার উমো নিবারণ ও স্মর্যোদয় করিয়া-
ছেন। সারণ।

৬। হে ইন্দ্র ! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হইয়া তোমাদিগকে সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হইয়া সেবা করে, সেই শ্রোতৃবন্ধনপ্রদ (নিযুৎগণের) সহিত অভিযুক্তে আগমন কর। হে বৈতুষ্য ! (উত্তরবেদির) প্রতি নীত মধুর (সৌম) পালন কর।

৭। অশ্বের ন্যায় (হ্যাবাহী), অৱার্থা, বলেছু বসিষ্ঠগ্রন্থ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিবার। আহবার করিতেছি। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিবারা পালন কর।

১২ স্তৰ্ত ।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে শুচি (সৌম)পাতা বায়ু ! আমাদের সমীপে আগমন কর। হে সকলের বরণীয় ! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু ! তুমি যে সোমের প্রথম পাতে অধিকারী, সেই মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে।

২। ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্রও বায়ুর পালার্থ যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র ! বায়ু ! দেবাভিলাষী অধ্যুৎগণ কর্মবার। তোমাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করিয়াছেন।

৩। হে বায়ু ! গৃহেছিত হ্যাদারীর অভিযুক্তে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎ-গণের সহিত গমন কর (তোমাদিগের সহিত আগমন কর)। আমাদিগকে সুন্দর অৱয়ুক্ত ধন প্রদান কর। বীর পুত্র, গোযুক্ত ও অশ্যুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর।

৪। যাহারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তাহারা সেব-যুক্ত, অতেব শক্তগণের মিহস্তা হয়। সেই স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শক্তিপাত্রে সমর্থ হই। আমাদের লোকবার। যেন যুক্তে অমিত্রগণকে পরাজিত করিতে পারি।

৫। হে বায়ু ! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সহিত আমাদের হিসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন কর, এই যজ্ঞে অস্ত হও। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিবারা পালন কর।

১৩ শুক্র ।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋবি ।

১। হে হৃদয় ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা শুক্র নবজাত স্তোষ আদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের ছুই জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি । যজমান কামনা করিতেছেন, তাহাকে সদ্য অম্ব প্রদান কর ।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর । তোমরা যুগপৎ প্রহর, বলদ্বারা বর্জনাল, বহুল ধৰ্ম ও অশ্বের দ্বিতীয়, তোমরা শূল ও শক্তবিনাশক অম্ব যোজনা কর ।

৩। ছবিষ্যামু অনুগ্রহাভিলাষী যে বিশ্রাম কর্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সেই মেতাগণ, অশ্ব বেক্ষণ যুক্তভূমি ব্যাপ্ত করে, সেই ক্লপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্মব্যাপ্ত করিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে ।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! অনুগ্রহার্থী বিশ্রামে যশোযুক্ত ও প্রথম উপ-ত্বেগযোগ্য ধনের উদ্দেশ্য স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করিতেছে । হে হৃদয়াত্মী সুন্দর আয়ুবিশিষ্টদ্বয় ! নবতর ও দাঁতব্য ধনদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্জিত কর ।

৫। মহৎ, পরম্পর আক্রেণকারী, স্পর্জনাল ও সংগ্রামে যত্কারী (সেমাহুরকে) আপনার ভেজোদ্বারা সতত বিনাশ কর । সৌমাভিবক্তব্যকারী ও দেখাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর ।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদিগের এই সৌমাভিব্যব ক্রয়ায় আগমন কর । তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে আন না, অতএব তোমাদিগকে বহুঅশ্বদ্বারা আবর্ণিত করিব ।

৭। হে অগ্নি ! তুমি এই অশ্বদ্বারা সমিক্ষ হইয়া মিত্র, ইন্দ্র ও বর্কণকে বল, আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে রক্ষা কর । অর্যমা ও অদিতি সকলে তাহা বিস্তুত কর ।

৮। হে অগ্নি! শীঘ্ৰ এই যজ্ঞ ভজনী কৃতঃ আমরা তোমাদের অস্তুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিশুণ ও মকংগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ কৰিয়া (অন্যকে) যেন না দেখেন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্তি-দারী পালন কর।

৯৪ স্কৃত ।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যেষ হইতে হৃষ্টির ন্যায় এই স্নোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্নোতার আহ্বান অবল কর, তাহাৰ স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অযুক্তিতকর্ত্তা পূৰণ কৱ।

৩। হে স্নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে হীনভাবের জন্য, পরা-ভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ কৰিও ন্ত।

৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হইয়া হৃহৎ হৃত্য ও সুস্কতি ও কর্ম্মযুক্ত বাক্যা, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ কৰি।

৫। তাহাদের দুই জনকে বহুবিশ্বগণ রক্ষার্থে এই প্রকারে স্তব কৰিতেছে, পরম্পর বাধা প্রাপ্ত সোকেও অমলাত্তের জন্য স্তব কৰিতেছে।

৬। স্নোতেচ্ছু, অন্তবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হইয়া আমরা যজ্ঞ লাভের স্থিতি, সেই তোমাদের দুই জনকে স্তুতি-দারী আহ্বান কৰিব।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মহুষ্যগণের অভিভূত কৱ, তোমরা আমাদের জন্য অন্তের সহিত আগমন কৱ। পকুষবাদী ব্যক্তি যেন আমাদিগের অভুত না হুয়।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শক্তরই হিংসা যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হুয়, আমাদিগকে সুখ প্রদান কৰ।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্যবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যান্ত্ৰণ কৰি, তাহা যেন তোগ কৰিতে পারি।

୧୦ । ମୋଘ ଅଭିଷ୍ମୁତ ହଇଲେ କର୍ମବେତ୍ତାଗଣ ପରିଚରଣାଭିଲାସୀ ହଇଯା
ଉତ୍ତମ ଅଶ୍ଵତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିକେ ବାରଦ୍ଵାରା ଆହ୍ଵାନ କରେ ।

୧୧ । ସର୍ବାଗେଷଣ ହତ୍ତହତ୍ତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚିକେ
ଆୟରା ଉକୁଥ ଓ ଘୋଷଣୀୟ କ୍ଷବ ଓ ସ୍ତୁତିଦ୍ଵାରା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ ।

୧୨ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଞ୍ଚି ! ତୋମରା ଦୁଷ୍ଟୋଭିମନ୍ତ୍ରିଯୁକ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟଜ୍ଞାନ୍ୟୁକ୍ତ,
ବଳବାନ୍, ଅପହରଣକାରୀ ମନୁଧଙ୍କେ ଆୟୁଧଦ୍ଵାରା କୁଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟ ହନ୍ତ କର ।

୧୫ ଜୁଲାଇ ।

ସରସ୍ତୀ ଦେବତା । ବମିତ ଶର୍ମି

୧ । ଏହି ସରସ୍ତୀ ଅଯୋନିର୍ମିତ ପ୍ରାଣୀ ନ୍ୟାୟ(୧) ଧାରାଯିତ୍ରୀ ହଇଯା ଧାରକ
ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୱର ମହିତ ପ୍ରଥାବିତା ହିତେଛେ । ତିନି ଅନ୍ୟ ସମ୍ମତ ସ୍ୟାନନଶୀଳ
ଅଳକେ ମହିମାଦ୍ଵାରା ସାଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତଃ ପଥେର ନ୍ୟାୟ ଗମନ କରିତେଛେ ।

୨ । ନନ୍ଦିଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧା ଗିରି ଅବଧି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନଶୀଳା ଏକ
ସରସ୍ତୀ ନନ୍ଦି ଅବଗତ ହଇଯାଇଲେ, ଭୁବନଶ ବଲ୍ଲ ଧର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତଃ ତିନି
ନନ୍ଦିଶ୍ଵର ଅଳ୍ୟ(୨) ହୃଦ ଓ ତୁର୍ଫ ଦୋହନ କରିଯାଇଲେ ।

୩ । ମୁଖ୍ୟଗଣେର ହିତକର ମେଚନମର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ଓ ଅଭିଷ୍ଟବହୀ (ସରସ୍ତାନ)(୩)
କ୍ଷାର୍ଣ୍ଣ ଯୋଷିତିଗଣେର ମଧ୍ୟେ ହନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହିଲେ । ତିନି ହବିଷ୍ୟାନ ଯଜମାନ-
ଦିଗକେ ବଳବାନ୍ ପୁନ୍ର ଦାନ କରେନ ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥେ ତୋହାଦେର ଶରୀର ସଂକ୍ଷାର
କରେନ ।

(୧) ଅର୍ଦ୍ଦାଂ ଅଭିଶ୍ୟନିବାପଦେ ।

(୨) ନନ୍ଦି ରାଜୀ ମହାବର୍ଷବାୟପୀ ସଜ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସରସ୍ତୀକେ କ୍ଷବ କରିଯା-
ଇଲେମ, ସରସ୍ତୀ ମେଇ କ୍ଷବ ଅବଗତ ହଇଯା ତୋହାକେ ମହା ବ୍ୟାସରେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ହୃଦ ଓ ହୃତ
ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଲେ । ସାରଣ । ଏ ଗଞ୍ଜଟି ପୋରାଣିକ ଡାହା ପ୍ରକଟିତ ବୌଦ୍ଧ ହିତେଛେ,
କିନ୍ତୁ ସାରଣ ଅର୍ଦ୍ଦ କରେନ ମୟୁଷ୍ୟ ଶକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାନ ବାହୁ । ଯଥାମହାନବରୀ କଲମୟୁଷ୍ୟ
ତୋହାର ଯୋଷି ।

(୩) ସରସ୍ତୀ ଶର୍କରକେ ପୁଂଦିନଙ୍କ କରିଯା ଏକଟି ଦେବପ୍ରକଳ୍ପକୋମ୍ ୨ ଦ୍ୱାମେ ଅର୍କନ୍ ।
କ୍ଷବ ହିଲେ ।

୪ । ମୁଭଗୀ ସରସ୍ତୀ ଶ୍ରୀତା ହଇୟା ଆମାଦେର ଏହି ଯଜ୍ଞେ ସ୍ତତି ଅବଳ କରନ । ଅଚ୍ଛିଲୈୟ (ଦେବଗଣ) ନତଜାମୁ ହଇୟା ତୋହାର ନିକଟେ ଗସ୍ତ କରେ, ତିବି ନିତ୍ୟ ଧରବିଶିଷ୍ଟା ଏବଂ ସଥାଂଗଗେର ପ୍ରତି ଅତାନ୍ତ ଦସ୍ତାବତ୍ତୀ ।

୫ । ହେ ମୁଭଗୀ ସରସ୍ତୀ ! ଏହି (ହ୍ୟ) ହୋମ କରତଃ ନମ୍ବକ୍ଷାରଦ୍ଵାରା ତୋମାର ନିକଟ ହଇତେ (ଥିଲ ଆଶ୍ରୁ ହଇବ), ଆମାଦିଗେର ଶ୍ରୋମ ସେବକର, ଆମରୀ ତୋମାର ଅତିପିଲ ଗୁହେ ଅବଶ୍ଚିତ୍ତି କରତଃ ଆଶ୍ରୟଭୂତ ହୁକ୍କେର ନ୍ୟାୟ ତୋମାର ସହିତ ମିଲିତ ହଇବ ।

୬ । ହେ ମୁଭଗୀ ସରସ୍ତୀ ! ଏହି ବମିଷ୍ଟ ତୋମାର ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସୁକ୍ତ କରିତେଛେ । ହେ ଶ୍ରୁଦ୍ଧବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ! ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେ, ସ୍ତତିକାରୀଙ୍କେ ଅଭ ଦାନ କର । ତୋମରୀ ସର୍ବଦୀ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଵଭିଦ୍ଵାରା ପାଲନ କର ।

୧୯୬ ମୃତ୍ତ୍ଵାଳୀ ।

ପ୍ରଥମ ତିନଟି ଖକେର ସରସ୍ତୀ ଦେବତା ; ଅବଶିଷ୍ଟର ସରସ୍ଵାନ୍ ଦେବତା ।
ବମିଷ୍ଟ ଶ୍ରୋମ ।

୧ । (ହେ ବମିଷ୍ଟ) ! ତୁମି ମନୀଗଣେର ମଧ୍ୟେ ବଳବତୀ ସରସ୍ତୀର ଉଦ୍ଦେଶେ ହଂହ ଶ୍ରୋତ ଗାନ କର, ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀତେ ବର୍ତ୍ତମାନା ସରସ୍ତୀକେଇ ଦୋଷବର୍ଜିତ ଶ୍ରୋତଦ୍ଵାରା ପୂଜା କର ।

୨ । ହେ ଶ୍ରୁଦ୍ଧବର୍ଣ୍ଣ ସରସ୍ତୀ ! ତୋମାର ମହିମାଦ୍ଵାରା ମହୁସ୍ୟଗଣ ଉଭୟ-ବିଧ ଅଭ ଆଶ୍ରୁ ହୁଏ । ତୁମି ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ହଇୟା ଆମାଦିଗଙ୍କେ ଅବଗତ ହେ, ମର୍କଣ୍ଗଣେର ସଥୀ ହଇୟା ତୁମି ହବିଶ୍ୱାନଦିଗେର ନିକଟ ଥିଲ ପ୍ରେରଣ କର ।

୩ । କଳ୍ୟାଣୀ ସରସ୍ତୀ କେବଳ କଳ୍ୟାଣେ କରନ, ମୁନ୍ଦରଗମଳା ଓ ଅଭବତୀ ହଇୟା ଆମାଦେର ପ୍ରଜ୍ଞା ଉଂଗୀଦଳ କରନ । ଆମି ଜୟଦଘିର ନ୍ୟାୟ କୁବ କରିଲେ, ତୁମି ବମିଷ୍ଟର ଉପଯୁକ୍ତ କୁବ ଲାଭ କର ।

୪ । ଆମରୀ ଆୟାଭିଲାଷୀ, ପୁତ୍ରାଭିଲାଷୀ, ମୁଦ୍ରାନୟୁକ୍ତ ତୋତା ; ଆମରୀ ସରସ୍ଵାନ୍ ଦେବକେ କୁବ କରି ।

৫। হে সরস্বামু ! তোমার যে জলসমূহ রমবাল্মী এবং মুক্তকারী সেই
জল সংজ্ঞব্দারা আমাদের রক্ষক হও !

৬। প্রদুষ সরস্বাল্মুদেবের স্বর যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘ
সকলের দর্শনীয় । আমরা যেন প্রজা ও অন্ন সাঁত করি ।

১৭ স্কৃত ।

প্রথম খকের ইন্দ্র দেবতা ; তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মস্পতি দেবতা ; দশমের
ইন্দ্র ও বৃহস্পতি ; অবশিষ্টের বৃহস্পতি । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী মেতাগণ মন্ত্র হয়েন, যে যজ্ঞে সবলসমূহ
ইঞ্চের জন্য অভিষূত হয়, (ইন্দ্র) হষ্ট হইবার জন্য দ্বালৈক হইতে পৃথি-
বীর মেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করন এবং গমনশীল (অশ্বগণ ও
আগমন করক) ।

২। হে সখাগণ ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি
আমাদের (হ্য) স্বীকার করন । পিতা যেকপ দূরবেশ হইতে (ধন আহরণ
করিয়া) পুত্রকে দান করে, মেইকপ তিনি আমাদিগকে দান করৈন ।
আমরা যাহাতে কামবর্ণী (বৃহস্পতির) নিকট অনপরাধী হইতে পারি,
(সেইকলপ কর) ।

৩। জ্যোতি, মুসুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা
স্তুতি করি । যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ ঝোক সেই মহান् ইন্দ্রকে
সেবা করক ।

৪। সেই প্রিয়তম ব্রহ্মস্পতি আমাদিগের হালে উপবেশন করন,
তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন । ধন এবং মুদীর্যের যে অভিলাষ তাহঁ
তিনি আমাদিগকে প্রদান করন, আমরা উপজ্ঞবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে
অহিংসিত করিয়া পার করন ।

৫। এই পুরাজ্ঞাত অগ্রগণ আমাদিগকে সেই অসর, পর্যাপ্ত ও
অচ্ছমসাধন অন্ন দান করন । আমরা শুক্র ত্বোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগ-
যোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আজ্ঞাল করিব ।

৬। সুখকর, উজ্জুল, বহুশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহুম করক ! তাহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ (আছে) ।

৭। বৃহস্পতি শুচি ; তাহার বাহন অনেক ; তিনি সকলের শোষ-
য়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত ; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম
নির্বাসযুক্ত । তিনি স্তোতাগণকে সর্বাংপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন ।

৮। বৃহস্পতিদেবের অনন্তী দ্যাত্বা পৃথিবী দেবীছয় মহিমাবলে হৃ-
স্পতিকে বর্ক্ষিত করম । হে সখাগণ ! বর্ক্ষনীয় বৃহস্পতিকে বর্ক্ষিত কর'
তিনি প্রভূত অন্নের অন্য (অল সতলকে) তরল ও অবগাহন যোগ্য
করেন ।

৯। হে ব্রহ্মগম্পতি ! তোমার ও বজ্যুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মুক্তপ
মুস্তিক করিলাম । তোমরা কর্ম রক্ষা কর, বহুস্তি অবণ কর, আমরা
তোমার অসাম ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শক্তিসমীক বিনাশ কর ।

১০। হে বৃহস্পতি ! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও অগাঁও ধৰ্মের ঈশ্বর ;
তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধৰ্ম দান কর । তোমরা সর্বদা
আমাদিগকে স্তুতিবারা পালন কর ।

১৮ সূত্র ।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে অধ্যুর্যুগণ ! মূৰ্খগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের অন্য দীপ্তিমান
অভিষূত সোম পাল কর ; ইন্দ্র গৌরুণ অপেক্ষা ও শীত্র দুরহিত পাত্তব্য
সোম অবগত হইয়া সোমাভিবক্তারী যজমানকে অব্রেষণ করতঃ সর্বদাই
আঁগমন করেন ।

২। হে ইন্দ্র ! পুরুকালে যে চাক অন্ন ধারণ করিতে, এখনও অত্যাহ
সেই সোমপালের কামনা কর । সন্দয় ও মনে আমাদিগকে কামনা করতঃ
হে ইন্দ্র ! সম্মুখে আনৌত সোম পাল কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! তুমি জয় প্রাপ্ত করিয়াই বলের জন্য সোম পান করিয়াছিলে। মাত্তা তোমার মহিমা বলিয়াছেন। তুমি বিষ্ণুর অনুরৌদ্র পূর্ণ করিয়াছ, ছুক্ষাৰ্থ স্নোভগণের জন্যই ধন উৎপাদন করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র ! যথন অচূত ও অভিমানবিশিষ্ট শক্তিদিগের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করাইবে, তখন হিংসকণাকে হস্তদ্বাৰাই অভিভব করিব। যদি তুমি মুকুৎগণের সহিত নিজেই যুদ্ধ কর, তবে মুদ্র অন্নের হেতুতু সেই সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করিব।

৫। আমি ইন্দ্রের পুত্ৰাতন কৰ্ম্ম সকল কীর্তন করিব, যদবী নৃতন যাহা করিয়াছেন তাহাও কীর্তন করিব, যেহেতু তিনি আদেবী মায়া অভিভব করিয়াছেন, অতএব সোম কেব : মাত্র ইন্দ্রেই হইয়াছে।

৬। হে ইন্দ্র ! পশ্চিতবর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং স্মর্দের তেজে যাহা দেখিতেছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার অদ্বিতীয় ধন ভোগ করিব।

৭। হে রহস্যত্ব ! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্ণীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্নোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বাৰা পালন কর।

১৯ স্কৃত।

উক্ত ঘজের অভিতি তিনটাৰ ইন্দ্র ও বিশ্ব দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিশ্ব দেবতা। বনিষ্ঠ খণ্ড।

১। হে বিশ্ব ! তুমি মাত্তার অতৌত শৰীরে বর্জনাল হইলে তোমার মহিমা কেহ অমুক্যাপ্ত করিতে পারে না, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় সৌক আশ্রয় আলি, কিন্ত তুমিই কেবল, হে দেব ! পরস্লোক অবগত আছ।

২। হে দেব বিশ্ব ! যাহারা অগ্নিয়াছে ও যাহারা জয়িবে, কেহই তোমার মহিমার অপর পার দেখিতে পায় না। দৰ্শনীয় বৃহৎ নাকুকে তুমি উর্ধ্বে ধাৰণ কৰিয়াছ। তুমি পুথিবীৰ পুর্বদিক ধাৰণ কৰিয়াছ(১)।

১ (১) খণ্ডে বিশ্ব অর্থে সূর্য়, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়েন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমরা সুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অস্ববতী, ধেনুয়তী ও সুস্মর যববিশিষ্টী হইয়াছ। হে বিষ্ণু ! এই দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্বত্রছিল ময়ুখদ্বারা(২) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু ! সূর্য, অগ্নি ও উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ, মুখশিখ মামক দাসের মায়া, হে নেতাদ্বয় ! সংগ্রামে বিস্তৃত করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু ! তোমরা শম্ভুরের নবগবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বচ্চিনামক অস্মুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, একপ করিয়া নাশ করিয়াছ।

৬। এই মহত্তী সুতি মুহূর্ত, বিস্তীর্ণ, বিজ্ঞমযুক্ত ও বলবানু ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্ক্ষিত করিবে। হে বিষ্ণু ! হে ইন্দ্র ! তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করিয়াছি, তোমরা যুক্তে আমাদিগের অস্ত্র বর্ক্ষিত কর।

৭। হে বিষ্ণু ! তোমার উদ্দেশে মুখ্য হইতে ব্যটকার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট ! আমার সেই হ্বয় সেবা কর, আমাদের সুস্মতি ও বাক্তা তোমায় বর্ক্ষিত করক, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১০০ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে (হ্বয়) দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের স্বারা পূজা করেন এবং মন্ত্রগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন (সেই) মর্ত্ত্য ধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্ৰ আপ হন।

২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু ! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনু-
ঁঁ এই আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান্ন বহুলোকে আীতিকর ধন লাভ করা যায়, তাহা কর।

(২) হর্ষাঙ্গপ বিষ্ণুর “মযুখ” অর্থ ক্রিয়। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ ক্রিয়তে ইচ্ছুক হইয়া বলেন মযুখ শব্দের অর্থ পর্যন্ত।

✓ ৩। এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাঁচক্ষেপ করেন। হৃক হইতে হস্তম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, শ্রুতি বিষ্ণুর রূপ সীমিত্যুক্ত(১)।

৪। এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসার্থ মশুষাকে অদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর জ্ঞাতাগণ নিশ্চল হন। সুজ্ঞা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্মাণ করিয়াছেন।

৫। হে শিপিবিষ্ট ! আম্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই অসিদ্ধি বিদ্যাত নাম কীর্তন করিব। তুমি অবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রঞ্জোলোকের পাঁরে বাস কর ।

শিপিবিষ্ট - ৩ -

✓ ৬। হে বিষ্ণু ! “আমি শিপিবিষ্ট” এই যে নাম বলিতেছি, ইহা অর্থাপন করা কি তোমার উচিত, তুমি সংগ্রামে অন্যক্রম ধারণ করিয়াছ, আমাদের মিকট হইতে তোমার শরীর লুকাইত করিষ্য ন(২)।

৭। হে বিষ্ণু ! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্কার করিতেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট ! আমার সেই হৃব্য মেৰা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্ক্তি করক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

✓ + (১) অর্থাৎ সুর্যক্রম বিষ্ণুরূপ কিরণময় ।

✓ (২) পুরুষকালে বিষ্ণু আপমার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যক্রম ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সংহায় করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাহাকে জানিতে পারিয়া এই ক্ষকের বাবা স্বৰ করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু এই উপাধ্যানটী বোধ হয় এই খক হইতেই উৎপন্ন । নিমজ্জনকারের মতে বিষ্ণুর ছাই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু। উপমস্তু বলেন যে শিপিবিষ্ট নামটী কুৎসিতার্থ নাম। কেহু বলেন অশৎসার্থ এই নামটী ব্যবহাৰ হইতে পারে। এই জন্য সায়ণ এই ছাই প্রকার অর্থই দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

১০১ স্তুতি।

পর্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বশিষ্ঠ ঋষি।

(শোষক বলেন যে উপবাস করিয়া জল মধ্যে অবগাহন করতঃ এই স্তুতি ও ইহার
পরবর্তী স্তুতি জপ করিলে পঞ্চ রাত্রের পর বিশ্চয়ই তৃষ্ণি লাভ করা যায়)।

১। অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিনি আকার বাক্য(১) উদক উৎ-
পাদক মেষকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও(২) সহবাসী
(বৈদ্যুতাপ্তি) আচ্ছুর্বৃত্ত করতঃ এবং শুধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ
সদ্য উৎপন্ন হইয়া রুষতের ম্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। যিনি শুধিসমূহের ও জলের বৃক্ষিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের
ইশ্বর, তিনি তিনি আকার তুমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করিব এবং
আমাদিগকে তিনি আকারে বর্তমান(৩) সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতি আদান
করিব।

৩। (ইহার) একজন নিহৃতপ্রসবাগান্তৌ, অপর রূপ (জল) প্রসব করে।
ইনি ইচ্ছানুসারে আপনি শব্দার নির্মাণ করেন। যাতা পিতার রিকট(৪)
পয়ঃ প্রহণ করেন, তাহাতে পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়।

৪। সমস্ত ভূবন যাহাতে অবস্থিত, যাহাতে ছ্যালোক প্রভৃতি (লোক)
অঘ (অবস্থিত), যাহা হইতে আপ সকল তিনি আকারে বিনির্গত হয়(৫),

(১) অগ্রভাগে জ্যোতিৎঃ অথবা ষষ্ঠ্যারবিশিষ্ট তিনি প্রকার অর্দ্ধাং সায়, বছ,
ও ষকজন বাক্য। অথবা বিষ্ণ্যং প্রযুক্ত বে জন্ত, বিলবিত এবং মধ্যম এই তিনি
প্রকারের মেষবলি। সারণ।

(২) অর্দ্ধাং পর্জন্যদেব। সারণ।

(৩) তিনি খত্ততে বর্তমান; আদিত্যের জ্যোতিৎঃ বসন্তকালে থাতে, শৈশ্বর্কালে
মধ্যাহ্নে এবং শরৎকালে অপরাহ্নে প্রকাশ পারে। সারণ।

(৪) পিতা ছ্যালোক, যাতা পুরুষবী, পুত্র পুরুষবীহ প্রাপিগণ। সারণ।

(৫) আচী, অভীচী ও অবাচী। সারণ।

উপসচেলকর তিন প্রকার ঘৰ(৬), যে মহান (পর্জন্যের) চারিদিকে মধুদক বর্ষণ করেন ।

৫। স্বায়ত্তনীপ্তিবিশিষ্ট পর্জন্যের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিতেছি । তিনি উহা প্রাহণ করন । উহা তাঁহার হন্দয়াহী হটক । আমাদিগের অন্য সুখকর হৃষ্টি পতিত হটক । পর্জন্য যাহাদিগের রক্ষক, সেই শৈথি-সমুহ সুফলযুক্ত হটক ।

৬। সেই পর্জন্য হৃষতের ন্যায় বলতর শৈথিসমূহের প্রতি রেতঃ আধ্যাত্ম করেন । স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্মা তাঁহাতেই (বাস করে) । তৎ-অদৃষ্ট অল শতবৎসরব্যাপী জীবনের অন্য(৭) আমাকে রক্ষা করন । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বত্তিবার্য পালন কর ।

১০২ মৃত্তক ।

পর্জন্য দেবতা । বসিত্ত খৰি ।

১। অস্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমৰ্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর । তিনি আমাদের অম ইচ্ছা করন ।

২। যে পর্জন্যদেব শৈথিসমূহের, গোসমূহের, অশসমূহের ও সারী-গাণের গর্ত উৎপাদন করেন ।

৩। তাঁহারই উদ্দেশে (দেবগণের আর্যভূত (অগ্নিতে) অতিশয় বুসবান হব্য হোম কর । তিনি আমাদের উদ্দেশে অম নিশ্চিত করিয়া দেম ।

(৬) ঘোচ, প্রভীচ্য ও উদ্দীচ্য ।

(৭) যন্মুক্ত পরমায়ুর সীমা শতবৎসর ।

୧୦୩ ମୁଦ୍ରଣ ।

ମୃକଦେବତା । ବସିଷ୍ଠ ଋବି ।

ହାତିକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇମୁଦ୍ରଣ ଜପ କରେନ । ମିଶ୍ରତକାରୀର ବଳେମ ସେ ବସିଷ୍ଠ ହାତିକାମ ହାତିଯା
ପର୍ଜନ୍ୟକେ ଶ୍ଵବ କରେନ । ମଧୁକ ମକଳ ତୀହାର ଅନୁମୋଦନ କରେ । ତଙ୍ଗମ୍ୟ ତିମି
ମୃକଗଣକେ ସ୍ତତି କରିଯାଇଲେନ ।

୧ । ମୃଦୁମୁଦ୍ରଣ ବ୍ରତଚାରୀ ଶ୍ରୋତାଦିଗେର ନ୍ୟାୟ(୧) (ମୃଦୁମୁଦ୍ରଣ) ଶାତାନ
ଥାକିଯାଇ ମୃକଗଣ ପର୍ଜନ୍ୟର ପ୍ରୀତିକର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଛାରଣ କରିଭେଳେ ।

୨ । ଶୁକ୍ରଚର୍ମର ନ୍ୟାୟ, ସରୋବରେ ଶାଯାନ ମୃକଗଣର ମିକଟ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଜଳ
ଯଥିନ ଆଗମନ କରେ, ତଥିନ ବନସ୍ବୁକ ଧେନୁର ଶଦେର ନ୍ୟାୟ(୨) ମୃକଗଣର
ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

୩ । ବର୍ଷାକାଳ ଆଗତ ହଇଲେ ପର୍ଜନ୍ୟ ଯଥିନ କାମନାବାବୁ ଓ ତୃକାର୍ତ୍ତ ମୃକ-
ଗଣକେ ଜଳଦ୍ୱାରା ମିକ୍ତ କରେନ, ତଥିନ ପୁନ୍ର ଯେମନ ଅର୍ଥଥିଲ ଶବ୍ଦ କରତଃ
ପିତାର ମିକଟ ଗମନ କରେ, ମେହିକପ ଏକ ମୃକ ଅନ୍ୟେର ମିକଟ ଗମନ କରେ ।

୪ । ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ପର ଯଥିନ ମୃକଦୟ ହୁଏ ହୁଏ; ଯଥିନ ପର୍ଜନ୍ୟକର୍ତ୍ତକ
ମିକ୍ତ ହଇଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରତ ଧୂଆବର୍ଣ୍ଣ ମୃକ ହରିଂବର୍ଣ୍ଣ ମୃକରେ ସହିତ
ଏକତ୍ରେ ଶବ୍ଦ କରେ, ତଥିନ ଏକ ମୃକ ଅନ୍ୟକେ ଅନୁଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ ।

୫ । ଶିଥ୍ୟ ଗୁକର ନ୍ୟାୟ ଯଥିନ ଏଇ ମୃକ ମକଳେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଅନୋର
ବାକ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରେ; ଯଥିନ ହେ ମୃକଗଣ ! ତୋମରୀ ମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା
ଜଳେର ଉପର ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରତଃ ଶବ୍ଦ କର, ତଥିନ ତୋମାଦେର ସମ୍ମତ ପର୍ବତ୍ୟକୁ
ଶାରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ।

୬ । ଇହାଦେର ଏକେର ଶବ୍ଦ ଗୋକର ନ୍ୟାୟ, ଅପରେର ଶବ୍ଦ ଛାଗଲେର ନ୍ୟାୟ,
ଏକଟି ଧୂଆବର୍ଣ୍ଣ, ଅଗରଟୀ ହରିଦର୍ବର୍ଣ୍ଣ । ମକଳେର ଏକ ନାମ ଅର୍ଥଚ ରୂପ ବିବିଧ
ଅକାର, ଇହାରୀ ବାନାଦେଶେ ଶବ୍ଦ କରତଃ ପ୍ରାତିଭୂତ ହୁଏ ।

(୧) “ମୁଲେ ଭାକୁଳାଃ” ଆହେ । ଅର୍ଥ “ବ୍ରକ୍ତ” ବା ଶ୍ରୋତର ଉଚ୍ଚାରଣକାରୀ । ଭାବା-ଏ
ଦିନେର ତୋର ଉଚ୍ଚାରଣେର ସହିତ ଭେକଦିଗେର ରୂପରେ ତୁଳନା ହାତିଲେ ।

(୨) ବନସ ପାଇଲେ ଧେନୁଗଣ ସେ ରବ କରେ, ହାତି ଆଗମନେ ଭେକଦିଗେର ରୂପ ତୀହାର
ନହିତ ତୁଳନା କରି ହାତିଲେ । ଇହାର ପରେର ବକଞ୍ଚଲିତେଓ ଭେକଦିଗେର ଶବ୍ଦ ଲହରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପର୍ଯ୍ୟ ଆହେ ।

৭। হে মণুকগণ ! অতিরাত্রিমাসক সোম্যাগে স্নেতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন আর্হট সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দিকে অবছিতি কর ।

৮। সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্নেতাগণের ন্যায়(৩) এই (মণুকগণ) শব্দ করিতেছে ; প্রবর্গচারী অশ্বর্যুগণের ন্যায় ঘর্ষাঙ্ক কলেবর, শুক্লায়িত কোল কোল মণুক সম্প্রতি হাস্তিতে আবিভূত হইতেছে ।

৯। নেতো মণুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারী দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না । সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, প্রীথীয়ু তাংপপীড়িত মণুকগণ গর্জ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ।

১০। শেষুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণুক আমাদিগকে ধন দাঁন করক, অভবৎ শর্বাবিশিষ্ট মণুক আমাদিগকে ধন দাঁন করক, ধূত্রবর্ণ মণুক আমাদিগকে ধন দাঁন করক, হরিবর্ণ মণুক আমাদিগকে ধন দাঁন করক । সহস্র (ওষধি) অসবকারী (বর্ষা ঋতুতে) মণুকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করন ।

১০৪ স্কৃত ।

নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা ; একাদশের দেব দেবতা ; অষ্টম ও বোক্তশের ইন্দ্র দেবতা ; সপ্তমশের প্রাচী দেবতা ; অষ্টমশের যত্নৎ দেবতা ; সপ্তম ও চতুর্দশের অঘি দেবতা, প্রবর্তন ইত্যাদি পাঁচটীর ইন্দ্র দেবতা ; ত্রয়োদশের পুরোহিত বসিষ্ঠের আর্থনা, অপর্যাঞ্জের পৃথিবী ও অস্তরীয় দেবতা ; অবশিষ্টের দেবতা উকোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম । বসিষ্ঠ খবি ।

১। হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমরা রাজ্যসমগ্রকে সম্পূর্ণ প্রদান কর ও হিংসা কর । হে কামবর্ষীয় ! তোমরা অঙ্গকারব্রাহ্মণ বর্জনান রাজ্যসদিগকে

(৩) ব্রাহ্মণ শব্দে অর্থ তোতা, ব্রাহ্মণ জাতি নহে, তাহা এই শব্দে স্পষ্টকরণে অক্ষিত হইতেছে । স্বল্পে “ব্রহ্ম কৃপত ব্রাহ্মণাঃ” আছে । অর্থ “স্তুতিকারী স্নেতাগণ ।” ব্রাহ্মণ নামে একটী তিথি “জাতি” তখন সৃষ্টি হয় নাই ।

নৌচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাঙ্কসদিগকে পরাঞ্চুখ করিয়া হিংসা কর, দর্শক কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। উচ্চক রাঙ্কসগণকে কৃশ করিয়া ফেল।

২। হে ইন্দ্র ও সোম ! অবর্থবাদী, আক্রমণকারী রাঙ্কসকে একে-বারেই অভিভব কর, তাপাপ্রাণ (রাঙ্কস) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চক্র ন্যায় বিলুপ্ত হউক। ব্রহ্মদ্বষী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রূরবৃক্ষিত অতি যাহাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তাহা কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম ! দুষ্কর্মকারীকে আবরণ কর, যথাস্থলে অবলম্বন-রহিত অঙ্গকার মধ্যে ফেলিয়া তাড়না কর, যে ইহাদের মধ্যে একজনও উহার অধ্য হইতে পুনরায় উদ্বাত হইতে না পারে। তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভাৰ্থ সমৰ্থ হউক।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম ! অস্তৱীক হইতে বধ কর, আযুধ উৎপাদন কর। অনৰ্থ উৎপাদনকের জন্য পৃথিবী হইতে নাশ কর, আযুধ উৎপাদন কর। মেষ হইতে উপতাপপ্রদ (অশনি) উৎপাদন কর, যদ্বাৰা প্ৰণক্ত রাঙ্কসকে বিনাশ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম ! অস্তৱীক হইতে চারিদিকে আযুধসমূহ প্ৰেৱণ কর। তোমৰা অগ্নিদ্বাৰা সন্তুষ্ট, তাপাপ্রদ, প্ৰহাৰযুক্ত, জৱাৰহিত প্ৰস্তুৱ বিকাৰভূত অস্ত্রদ্বাৰা রাঙ্কসগণকে পার্শ্বস্থানে বিন্দ কর। তাহারা লিঃশদে নিৰ্গত হউক।

৬। হে ইন্দ্র ও সোম ! কক্ষ বন্ধনৱজ্ঞু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেইরূপ এইমনোহৰ স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। তোমৰা বনবান্ন ; আমৰা মেধা বলে এই স্তোত্র প্ৰেৱণ কৰিতেছি। নৃপতিৰ ন্যায় তোমৰা এই স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কৰ।

৭। হে ইন্দ্র ও সোম ! দ্বৰমান, অশ্বেৰ সাহায্যে অভিগমন কৰ। ছোহশীল তঙ্গনকারী রাঙ্কসদিগকে নিধন কৰ। পাপকারী রাঙ্কসেৱ যেন শুখ না হয়। কাৰণ সে স্তোত্রযুক্ত হইয়া আমাদিগকে কথন মা কথন হৰণ কৰিতে পারে।

৮। আমি শুন্ধমনে (ব্রত) আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যস্থারী আমার অপর্বাদ দেয়, হে ইন্দ্র ! মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সেই অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হউক ।

৯। আমি পরিপঙ্কবাক্যযুক্ত, যাহারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কলাণ্ঘন্তি, যাহারা বলযুক্ত হইয়া আমার দোষ দেয়, সৌম তাহাদিগকে সর্পের উপর পাতিত করুন, অথবা নিখতির উৎসন্নে অর্পণ করুন ।

১০। হে অগ্নি ! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, যে অশুগণের, গোসকলের ও সন্তানগণের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, শক্ত, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি হিংসা আন্ত হউক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সহিত নিহত হউক ।

১১। সে ক্ষয় ও তনয় হইতে বিযুক্ত হউক, ব্যাপ্ত তিনি পৃথিবীর অধে-
দেশে গমন করুক, যে দিন ও রাত্রি আমাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা
করে, হে দেবগণ ! তাহার যশঃ পরিশুল্ক হউক ।

১২। বিদ্বানগণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয়
পরম্পর স্পর্জন করে; তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য এবং যাহা অজ্ঞতম'
সৌম তাহাকেই পাঁচন করেন, অসতাকে হিংসা করেন(১) ।

১৩। সৌমদেব পাঁচকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যা-
বাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হমল করেন, অসত্য-
বাদীকে হমল করেন, তাহারা (হত হইয়া) ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে ।

১৪। যদিও আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ, অথবা যদিও আমি
ত্রথা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলেও হে জ্ঞাতবেদী ! অগ্নি ! কি
জন্ম আমার প্রতি ক্রুক্ষ হইতেছ ? মিথ্যাবাদীগণ তোমার হিংসা বিশেষ-
রূপ লাভ করু ।

(১) এই খকসমূহের দ্বারা কিরি রাক্ষসদিগের সহিত শপথ করিতেছেন । কেহ
কেহ বলেন রাক্ষস বসিষ্ঠের পুত্র শতকে বিমাশ করিয়া, আমি বসিষ্ঠ এই বলিয়া
বসিষ্ঠকে আক্রমণ করে, তখন বসিষ্ঠ এই লক্ষ খক উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।
সারণ ।

১৫। যদি আমি জাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ু: বাণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনই মরিয়া যাই, অথবা যে আমাকে বৃথৎ রাক্ষস বলিয়া সম্মোহন করিতেছে, সেই তোমার যেন দশ বৌরপুত্র ন ন্তে হয়।

১৬। আমি রাক্ষস, যে আমাকে জাতুধান এই সম্মোহন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, আমি শুচি, এই কথা বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁহাকে বিমাশ করন, সে সকল জন্মের অধ্যয় হইয়া পতিত হউক।

১৭। যে রাক্ষসী রাত্রি কালে দ্রোহযুক্ত হইয়া উলুকীর ন্যায় আঁপ-নার শরীর কুক্ষায়িত করতঃ গমন করে, সে অবাংশুখ হইয়া অনস্তগর্ত্তে পতিত হউক। অস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিমাশ করক।

১৮। হে মুকুৎগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যাহারা পক্ষী হইয়া রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যাহারা দৌশ্য যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদিগকে ইচ্ছা কর, প্রাপ্ত কর ও চূণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! অস্তরৌক্ষ হইতে অশনি প্রবর্তিত কর, হে মুখ্য! সৌম্যদ্বারা তৌক্ষুকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্বযুক্ত (বজ্র-দ্বারা) পূর্বদিক হইতে, পশ্চিম দিক্ হইতে, দক্ষিণ দিক্ হইতে ও উত্তর দিক্ হইতে রাক্ষসদিগকে বিমাশ কর।

২০। ইহারা কুক্ষুরের দ্বারা হিংসা করতঃ আগমন করে। যাহারা জিঘাংশু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করিবার জন্য ইন্দ্র অশনি তৌক্ষু করিতেছেন। তিনি শীঘ্ৰ জাতুধানদিগের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করন।

২১। ইন্দ্র হিংসকদিগের পরামর্শ(২), পর শু যে রূপ বন (ছেদ করে), (মুদ্গর) পাত্রসমূহকে যে রূপ ভেদ করে, ইন্দ্র মেই রূপ হৃব্য মন্ত্রকাৰী ও অভিযুক্তে আগমনকাৰীর জন্য রাক্ষস সকল বিমাশ করতঃ আগমন করিতে হেন।

২২। হে ইন্দ্র ! যাহারা উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর ; যাহারা ক্ষুদ্র উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর. যাহারা কুকুররূপে, যাহারা চক্রবাকরূপে, যাহারা শোনপক্ষীরূপে, যাহারা গৃহুরূপে বিনাশ করে, পাঁষাণের ন্যায় (বজ্জের দ্বারা) দেই সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেল ।

২৩। রাক্ষস আমাদিগকে যেন না দ্যাণ করিতে পাঁরে, যদ্বাদ্বায়ী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হউক । এই রাক্ষসেরা “একি একি” বলিয়া বেড়ায় । পৃথিবী আমাদিগকে অস্তরীক্ষভব পাঁপ হইতে রক্ষা করন, অস্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাঁপ হইতে রক্ষা করন ।

২৪। হে ইন্দ্র ! রাক্ষসপুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাহাকেও বিনাশ কর । আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রৌঢ়, তাহারা ছিন্নপুরীব হইয়া বিনাশ প্রাণ হউক । তাহারা যেন উদরশীল স্র্যকে দেখিতে না পায় ।

২৫। হে মোহ ! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রতোকে দর্শন কর, বিবিধ প্রকারে দর্শন কর, জাগরিত হও, জাতুধাম রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অশ্রিতুপ আঘূর্ধ ক্ষেপ কর(৩) ।

(৩) এই সূতটি পাঠ করিলে বোধ হয়, একগে লোকে যে রূপ “ভূতের” তরে, তৎকালে পেইত্রগাক্ষম ও জাতুধামের তর করিত । তাহারা প্রাত্রিতে দেহ লুক্ষারিত করিয়া গমন করে ও লোককে নানা রূপে হিংসা করে ।

অষ্টম গুণ।

১ শুক্ল ।

ইন্দ্র দেবতা। কথগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি খবি; আদি ঋকস্বরের ঘোরেন-
পুত্র খবি; পরে ভাতা কঠের পুত্রাপ্রাণ প্রগাথনামে খবি; তিংশ হইতে
চারিটী ঋকের খবি অসঙ্গনামে রাজপুত্র; চতুর্তিংশ ঋকের খবি অসঙ্গের।—
ভার্যা অঙ্গরার কন্যা শশ্রতী

১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না,
হিংসিতা হইও না, মোম অভিযুক্ত হইলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হইয়া
স্বর কর এবং মুহুৰ্মুহু উক্থ সকল উচ্চারণ কর।

২। হৃষভের ন্যায় শক্রদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও হৃষভের
ন্যায় মযুষদিগের পরাভবকারী ও শক্রদিগের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের
সংভজনৌয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃত্ব ইন্দ্রকেই স্বর কর।

৩। হে ইন্দ্র! এই জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক পৃথক তোমায় স্বর
করিতেছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই সর্বকালেই তোমার বর্দ্ধক হউক।

৪। হে মৰবানু ইন্দ্র! তোমার পশ্চিত স্তোত্রাঙ্গণ শক্রগণের কল্প
উৎপাদন করতঃ সর্বসা আপনি হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট
আগমন কর, তৃপ্তির অন্য বহুপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অৱ আমাদিগকে
আদান কর।

৫। হে বজ্রবানু ইন্দ্র! তোমাকে মহামূলেও বিক্রয় করিনা। হে
বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জম্যও করিনা এবং হে
বহুধন! অপরিমিতধনের অন্যও করিনা।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হইতেও অধিক ধনবানু, অপাসন-
কারী ভূতা হইতেও অধিক ধনবানু। হে বসু! আমার মাতা ও তুমি
সমান হইয়া আমার ব্যাঞ্জিবিশিষ্ট ধনলাভাৰ্দ পূজিত কর।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ, তোমার মন নামা দিকে । হে যুক্তকুশল, যুক্তকাৰী পুরুন্দর ! আগমন কৰ, গায়ত্রগণ তোমার স্তব কৰিতেছেন ।

৮। এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কৰ, পুরুন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, যে ঋক্তসমৃহস্বার্ণ কথপুন্নের যজ্ঞস্থলে বজ্যুক্ত হইয়া গমন কৰিয়া-ছিলেন এবং যাহাদের দাঙীপুরী ভেদ কৰিয়াছিলেন, সেই ঋকে গায়ত্র গান কৰ ।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার যে দশযোঁজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্র-সংখ্যক অশ্চ আছে, তাহারা সেচনসূর্য ও শীত্রগামী । সেই অশ্চের সাহায্যে শীত্র আগমন কৰ ।

১০। অদ্য ছফ্ফদায়নী, প্রসংশনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থা ধেন্তুর স্তব কৰি, এতস্তিত্ব বহুধাৰাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিক্রপ পর্যাপ্তকাৰী ইন্দ্রকে স্তব কৰিব(১) ।

১১। সূর্য যথন এতশকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বাযু-সদৃশগমনশীল অশুদ্ধয় অজ্জনপুত্র কুৎস ঋষিকে বহন কৰিয়াছিল । শতক্রতু গঙ্কর্ম(২)ও অহিংসিত সূর্যকে ছদ্মবেশে আকৃমণ কৰিতে গিয়াছিলেন ।

১২। যে ইন্দ্র সঞ্চান দ্রব্য বাতিৰেকেই ত্ৰীৰা হইতে কুধিৱ নিঃসরণের পূৰ্বেই সক্ষিৰ সংষ্ঠোজনা কৰেন, ক্ষমবান, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার কৰিয়া দেন ।

১৩। হে ইন্দ্র ! তোমার অনুগ্রহে আমৱা যেন নীচ না হই, যেন ছুঁঁধী না হই, আৱাও এক্ষীণ বলেৱ ন্যায় (আমৱা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই) । হে বজ্রবান্ত ইন্দ্র ! অম্বে আমাদিগকে দক্ষ কৰিতে পাইৱ না, গৃহে নিবাস কৰতঃ আমৱা তোমার স্তব কৰিব ।

(১) এই ঋকে ইন্দ্রকে ধেন্তু ও বৃষ্টিক্রপে স্তব কৰা হইতেছে ।

(২) “গঙ্কর্ম” শব্দে গবীৎ রসীনী ধৰ্মীয় । সারণ ।

১৪। হে ইন্দ্র! সহর ও উপরাশ্ম্য হইয়া আমরা ধীরে ধীরে তোমার শব্দ করিব। হে শূর! তোমার জন্য একবার অভূত ধনের সহিত সুন্দর স্নেত্র অশুমোদম করিব।

১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্নেত্র প্রবণ করেন, তাহা হইলে তথনই যেন আমাদের সোম সকল তাঙ্গাকে হর্ষিত করিতে পারে, উহারা ত্রিযুক্তাবে অবস্থিত পবিত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে ও বসতৌবরী প্রভৃতি জলের-দ্বারা বর্জনান, অতএব শীত্র মদজনক হইয়াছে।

১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্নেত্রার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীত্র আগমন কর; অন্য হবিষ্যানুদিগের স্নেত্র তোমার নিকট গমন করুক; অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি।

১৭। তোমরা অন্তরদ্বারা সোম অভিষব কর, ইহাকে জলে ধৈত কর, গোচর্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মুকৎগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করিতেছেন।

১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা হহৎ দীপ্তি-প্রদেশ হইতে আগমন করতঃ আমার এই বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিমুক্ত ফলে পূর্ণ কর।

১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর। শক্ত সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্দ্ধিত করেন।

২০। হে ইন্দ্র! সবসম্যুহে সোম প্রাপ্তবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্বদা প্রার্থনা করতঃ আমি যেমন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি তর্তা ও সিংহের ন্যায় (ভয়ঙ্কর), কে তোমার নিকট যান্ত্রা না করে।

২১। উপ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্নেত্রদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হৰ্ষ উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে শক্তগণের জ্ঞেতা ও তাঙ্গাদের গর্ব খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন।

২২। ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদ্বারী (যজমানের) উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিযক্তারী ও স্নেত্রকারীকে

ধন প্রদান করেন। তিনি সর্বকার্যে উদ্বোগী ও স্নোতাগণের প্রশংসনীয়।

২৩। হে ইন্দ্র ! আগমন কর, হে দেব ! তুমি বিচিত্র ধর্মদ্বারা ছষ্ট হও, একত্র পৌত্র সোমদ্বারা তোমার বিশ্বীর হৃক উদ্বৰ সরোবরের ম্যার পূর্ণ কর।

২৪। হে ইন্দ্র ! শতসংখ্যাক ও সহস্রসংখ্যাক অশ্ব হিরণ্যের রথে সোমপালার্থ ইন্দ্রকে বহন করক। উহারা প্রভুরূপ ও কেশরযুক্ত।

২৫। খেতপৃষ্ঠ, ময়ুরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতি-ঘোণ্য সোম পালার্থে হিরণ্যের রথে বহন করন।

২৬। হে স্তুতিযোগ্য ! শীত্র এই অভিষ্ঠত সোম প্রথম সোম-পালীর ম্যার(৩) পাল কর; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আগম মদকর ও চর, ইহা মন্তত্বার অন্য সম্পাদন হয়।

২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, বিনি কর্মদ্বারা মহান্ম. উপ এবং শিরদ্বাণবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন কর। তিনি যেন পৃথক না হন। আমাদের স্নোতাভিযুক্তে আগমন করন। তিনি যেন আমাদের ড্যাগ না করেন।

২৮। হে ইন্দ্র ! তুমি শুকের সঞ্চরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করিয়াছিলে, তুমি তুই একারের (স্নোতা ও যষ্টির) দ্বারা আহ্বান-ঘোণ্য, তুমি দৌশিমান হইয়া তাহার অমুগমন করিয়াছিলে।

২৯। সূর্য উদিত হইলে, তুমি আমার স্নোত সকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। দিবসের অবসান হইলে আমার স্নোত আবর্তিত কর। শর্বরী সময়েও আমার স্নোত সকল আবর্তিত কর।

৩০। হে মেধ্যাভিধি ! পুনঃ পুনঃ আমাকে শ্রব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদিগের মধ্যে তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষ অধিক

(৩) বায়ু সকল দেবতার পূর্বে সোম পাল করিয়া থাকেন। সারণ।

ধনদাতা। আমার বীর্ণের অব্যের অশ্ব নির্মিত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট,
আযুধ উৎকৃষ্ট।

৩১। আমি অঙ্কাযুক্ত হইয়। আহীরাণ্টে অশ্বদিগকে তোমার শব্দে
যোজনা করিয়াছিলাম। আমি ঘনোহর ধন (দান করিতে জানি) আমি
যত্নবংশোৎপন্ন(৪) ও পশুমান।

৩২। যিনি গমশীল ধন হিরণ্য চর্মাক্ষরণের সহিত আমাকে প্রদান
করিয়াছিলেন, তিনি শব্দায়মান, রংযুক্ত হইয়। (শক্রদিগের) সমস্ত ধন
অভিভব করন।

৩৩। হে অগ্নি! পুরোগেরপুত্র আসজ দশ সহস্র (গাড়ী দানের)
দ্বারা দাতাগণকে অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছিলেন। অমস্তুর সেই
সেচনসমর্থ ও দৌগ্যমান (পশু সকল) সরোবর হইতে নলের ন্যায় নির্গত
হইয়াছিল।

৩৪। ইহার সম্মুখভাগে স্কুল দেখা যাইতেছে, উহা অস্ত্রহিত, বিশ্বীন
এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশতৌনাম্বী নারী উহা দেখিয়া বলিলেন(৫),
আর্য! উক্ত ভোগসাধন বস্ত হারুণ করিতেছে।

২ হ্রস্ব।

ইন্দ্র দেবত।। কথগোচীর মেধাতিথি ও অঙ্গিরাগোত্ত প্রিয়মেধ খবি।

১। হে বশু ইন্দ্র! এই অতিমুক্ত লোম পাল কর, উদৱ পূর্ণ হউক,
হে অকুতোভয় ইন্দ্র! তোমাকে দান করিব।

২। নেতাগণস্বারা ধৈর্য, বন্ধুস্বারা অভিমুক্ত ও মেষলোকে পরিপূর্ণ
সোম, মনীভূত স্নাত অশ্বের ন্যায় (শোভা পাইতেছে)।

(৪) সূলে “বাহু” আছে।

(৫) পরোগনামক রাজাৰপুত্র অসজ শাপগ্রস্ত হইয়া দ্বী হইয়া বাস, পর
মেধাতিথির প্রত্যাবে পুরুষ লাভ কৰেন। সারল। অঙ্গির কুমা শশতৌ হাঁচাই
তাৰ্য। সেই শশতৌ এই রক্তেৰ বক্তা এবং খবি।

৩। হে ইন্দ্র ! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য পথের সহিত মিশ্রিত করিয়া আস্তাদযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র ! এই একত্র পাল স্থলে আগমন কর।

৪। দেবতা ও মুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপাল করিতে পারেন। অভিষৃত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্ব প্রকার অশ্বস্তুক।

৫। যে দূরব্যাপী সুস্থৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অগ্রীত করে না, তুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাহাকে অগ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চক পুরোডাশাদি যাহাকে অগ্রীত করে না, (আমরা সেই ইন্দ্রকে শব করি)।

৬। যাথে মৃগকে যেনপ অস্বেষণ করে, সেইরূপ অন্য যে লোক গবা (সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে) অস্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাহার লিঙ্কট গমন করে; (তাহারা তাহাকে পায় না)।

৭। অভিষৃত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিনি প্রকার সোম যজগ্নহে অভিষৃত হউক।

৮। একমাত্র খত্তিকগণের ভরণীয় যজে তিনটী কোশ সোম শ্রবণ করিতেছে; তিনটী চমস পূর্ণ হইয়াছে।

৯। হে সোম ! তুমি শুচি এবং বচ্ছপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীর-দ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর।

১০। হে ইন্দ্র ! তোমার এই সোম সকল তৌত্র, আমাদের অভিষৃত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাঞ্চক্ষা করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র ! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরো-ডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত কর; যে হেতু তোমাকে ধনবানু বলিয়া শুনিতে পাই।

১২। সুরা পীত হইলে, কুৎসিত মততা সুরাপাত্তীকে প্রমত্ত করিবার অন্য যেনপ যুক্ত করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র ! পীতসোম সকল হনন্দয় মধ্যে যুক্ত করে। (চুক্ষপূর্ণ) উথকে লোকে যেনপ পালন করে, (তুমি সোমপূর্ণ), স্তোত্রাগণ সেইরূপ তোমার পালন করে।

১৩। হে ইন্দ্র ! তুমি ধনবান्, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়। তোমার ন্যায় ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা অভু হয়।

১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূল্য লোকের শক্র, তিনি উচ্চার্যমান, উক্থ আলিতে পাঠেন, সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হইতেছে।

১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি বধকারী শক্র হলে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অভিভবকারীর হলে পরিত্যাগ করিও না, হে শক্তিমান ইন্দ্র ! তুমি স্বীয় কর্ম্মবলে আমাদিগকে ধন দান কর।

১৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার সখা; তোমার ইচ্ছা করি; তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন; আমরা তোমায় শব করি। কঠগোত্রোৎ-পৱনগ উক্থদ্বারা তোমায় শব করিতেছে।

১৭। হে বজ্রবান্ন ইন্দ্র ! তুমি কর্ম্মবান्, তোমায় নৃতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি।

১৮। দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তাহার স্পন্দ-বস্ত্র ইচ্ছা করেন না। তাহার অনলস হইয়া অত্যন্ত মদকর সোম আশ্চর্য হন।

১৯। হে ইন্দ্র ! অন্নের সহিত আমাদের অভিযুক্তে প্রকৃষ্টরূপে আগমন কর। যুবতৌ জারী পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেনেপ তাহার প্রতি তুক্ত হন না, সেইরূপ আমাদের প্রতি তুক্ত হইও না।

২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অন্য আমাদের সমীপে (আগমন করন), কুৎসিত আমাতার ন্যায় যেন সন্তুষ্য না করেন।

২১। আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অমুগ্রহ বৃক্ষ জানি। তিনি (লাকে) প্রাচুর্য ইন্দ্রের হন্দয় জানি।

২২। কণ্মানন্দ (ইন্দ্রের) উদ্দেশে শীত্র (সোম) সেক কর, অতি বস-সম্পন্ন এবং অভুত রুক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না।

২৩। হে অভিষবধকারী ! তুমি বীর, শক্তিমান ও নবগণের হিতকর, ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম অদান কর, তিনি পান করু।

২৪। যিনি সুখকর (স্নোতাগণকে) বিশেষরূপে আননেন, (সেই ইন্দ্র), হোতাদিগকে ও স্নোতাগণকে বহু অশ্রয় ও গোযুক্ত অপ্র দান করন।

২৫। হে অভিষবণকাৰীগণ ! তোমাৰা মানৱত্ব, বৌৰ ও শূৰ ইন্দ্ৰের উদ্দেশ্যে স্তুতিযোগ্য সোম দান কৰ।

২৬। সোম পানশীল, হৃতহস্তা ইন্দ্র আগমন কৰন, আমাদেৱ দূৰবৰ্জী যেন না হৈ। বহুবিধ রুক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র (শক্রগণকে) নিয়ত কৰন।

২৭। স্নোত্যযুক্ত, সুখকর অশ্রদ্ধাৰ এই যজ্ঞে স্তুতিদ্বাৰা বিশ্রান্ত এবং সংতোষজনীয় সথ। ইন্দ্রকে আনন্দন কৰন।

২৮। হে শিৰজ্ঞানবিশিষ্ট, খণ্ডিযুক্ত, শক্তিশান্ত ইন্দ্র ! এই সোম স্বাহা, তুমি আগমন কৰ। সোম সকল (শিশ্রণস্তোবে) শিশ্রিত হইয়াছে, আগমন কৰ, তুমি হৰ্ষপ্ৰিয়, স্নোতা তোমাৰ অভিযুক্তে (স্তুতি কৰিতেছে)।

২৯। হে ইন্দ্র ! বৰ্জনশীল স্নোতাগণ ও (স্তুতিসমূহ) মহৎন ও বল লাভেৰ জন্য তোমাকে বৰ্ক্কিত কৰে।

৩০। হে স্তুতিদ্বাৰা বহনীয় ইন্দ্র ! তোমাৰ জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তাৰা সমস্ত শিলিত হইয়াই তোমাৰ বল বিধান কৰিতেছে।

৩১। ইন্দ্র বহুকৰ্ম্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিৰকাল হইতে শক্রকৰ্তৃক অনভিভূত, তিনি স্নোতাকে বল প্ৰদান কৰেন।

৩২। ইন্দ্র দশিণ হস্তদ্বাৰা হৃতকে হৰন কৰিয়াছেন, তিনি অনেক ঘূমে অনেকবাৰ আচূত, তিনি নাৰা প্ৰকাৰ ক্ৰিয়াদ্বাৰা মহান্মু।

৩৩। সমস্ত অজাগণ যে ইন্দ্ৰের অধীন, অচূত বল ও অভিভব যে ইন্দ্ৰে বৰ্তমান, সেই ইন্দ্র, যজমানগণেৰ অনুমোদনকাৰী হউল।

৩৪। ইন্দ্র এই সমস্ত কাৰ্য্য কৰিয়াছেন, তিনি সৰ্বত্র বিশ্রান্ত, তিনি হৰিযুনুদিপ্তেৰ অবস্থা।

৩৫। অহৰণশীল ইন্দ্র যে গমশীল গৰাভিলাষী (স্নোতাকে) অপক-অজ্ঞ শক্রহস্ত হইতে বৰণ কৰেন, সেই স্নোতাই প্ৰভু হইয়া বহুবল দান কৰেন।

৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। তিনি শুর। নেতা মৃৎগণের সাহার্যে হত্যা বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকার (যজমানের) রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ।

৩৭। হে প্রিয়মেধা! মেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান্যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সৌম প্রাণ হইলে ছষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্কাম হয় না।

৩৮। হে কণ্ঠগণ! তোমরা সাধু লোকের পাসক, অম্বাতিজ্ঞবী, বহু-দেশগামী, বেগবান্ব ও গোরুশঃ সম্পূর্ণ ইন্দ্রের স্তব কর।

৩৯। পদচিহ্ন না থাকিলেও সখা, মুকৰ্ণি ইন্দ্র নেতা দেবগণকে পাতৌ-সকল পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হইতে অভিলম্বিত পর্মার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪০। হে বজ্রবান্ব ইন্দ্র! তুমি মেষরূপে অভিগমন করতঃ এই প্রকারে স্তুতিকারী কণ্ঠপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

৪১। হে বিভিন্ন(১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করিয়াছ।

৪২। প্রিন্দি, অলবর্দ্ধক, ভূতনির্মাতা স্নেতার প্রতি অনুগ্রহশীল, (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করিয়াছি।

৩ হ্রস্ব।

১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ এই চারিটি খকের কুর্যামেরপুত্র পাঁকছাম রাজা'র দানের স্তুতি করা হইয়াছে, অতএব উহাই দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কথগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি খবি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্ব, গব্যযুক্ত, অভিসূত সৌম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সহিত মত হইবার যোগ্য; তুমি বস্তু হইয়া আমাদিগকে বর্জিত করিবার জন্য প্রযুক্ত হও। তোমার বুক্তি আমা-দিগকে রক্ষা করক।

(১) বিভিন্নবৰ্মক রাজা'র নিকট বহুধম প্রাপ্ত হইয়া খবি তাঁহার স্তব করিতেছেন। সারণ।

୨ । ଆମରା ହବିଶାଳୁ, ଆମରା ତୋମାର ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ କରିବ, ଶକ୍ତର ଜମ୍ଯ ଆମାଦିଗକେ ହିଂସା କରିବ ନା, ଆମାଦିଗକେ ବହୁବିଧ ରକ୍ଷାଦାରୀ ରକ୍ଷା କର, ଆମାଦିଗକେ ମୁଖେ ମିଯତ କର ।

୩ । ହେ ବହୁଧରିଷଣ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ! ଆମାର ଏହି ବାକ୍ୟ ତୋମାକେ ବର୍କିତ କରକ, ଅପ୍ରିତୁଳ୍ୟ ଡେଜବୀ ଓ ଶୁଚି ବିଦ୍ୱାନ୍‌ମୁଗ୍ନ କ୍ଷୋତ୍ରଦାରୀ ତୋମାର ଜ୍ଞାତି କରେ ।

୪ । ଇଲି ସହସ୍ର ଶ୍ଵିଗଣେର ନିକଟ ହଇତେ ବଳ ଲାଭ କରିଯାଇ ବିଜ୍ଞୌର ହଇଯାଛେ; ଇହାର ଅବିତଥ, ଅସିଙ୍ଗ ମହିମା ଓ ବଳ ଯଜ୍ଞେ ବିଅଗଣେର ରାଜ୍ୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ।

୫ । ଆମରା ସଜ୍ଜାରେ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି, ଯଜ୍ଞ ଆରଣ୍ୟ ହଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ହଟିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି । ଆମରା ଭଜମାନ୍ ହଇଯା ଧନଲାଭାର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିତେଛି ।

୬ । ଇନ୍ଦ୍ର ଆପମାର ବଲେର ମହିମାର ଦ୍ୟାବାପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାରିତ କରିଯାଛେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦୂର୍ଯ୍ୟକେ ଦୌଷ କରିଯାଛେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୁବନ ଇନ୍ଦ୍ରେ ମିଯବିତ ହଇଯାଛେ । ଅଭିସ୍ମୃତ ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।

୭ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ପ୍ରଥମ ପାନୀର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟଗନ୍ କ୍ଷୋତ୍ରଦାରୀ ତୋମାର ଜ୍ଞାତି କରିତେଛେ, ସମୀଚୀନ ଖତୁଗନ୍ ତୋମାକେଇ ସମ୍ଯକ୍ ଶବ କରିତେଛେ । ତୁ ମି ପୁରୁତମ, କନ୍ଦଗନ୍ ତୋମାକେଇ ଶବ କରିଯାଛେ ।

୮ । ଅଭିସ୍ମୃତ ଦୋଷମାନେ (ମର୍ବଦେହ) ବ୍ୟାପୀ ମତତା ଜନ୍ମିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ଯଜ୍ଞମାନେରଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଳ ବର୍କିତ କରେନ; ମନୁଷ୍ୟଗନ୍ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବକାଲେର ମ୍ୟାଯି ଇନ୍ଦ୍ରେର ମେହି ଶୁଣ ଶବ କରିତେଛେ ।

୯ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ତୁ ମି ଉତ୍ତମ ବୀର୍ଯ୍ୟବାଳୁ, ଆମି ତୋମାର ନିକଟ ପ୍ରଥମ ଲାଭାର୍ଥ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର ବାନ୍ଧ୍ଵା କରିତେଛି । ଯାହାଦାରୀ କର୍ମଶୂନ୍ୟ ଲୋକେର ନିକଟ ହଇତେ ହିତକର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇ ଓ ଯାହାଦାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ରକ୍ଷା କରିଯାଇ, (ଆମି ତାହାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି) ।

୧୦ । ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ! ସେ ବଳଦାରୀ ମୁୟାଦ୍ରେ ଜମ୍ଯ ଅନୁଭୂତ ଜଳ ପ୍ରେଣ କରିଯାଇ, ତୋମାର ମେହି ବଳ ଅଭିଷେକଳାପନ । ଇନ୍ଦ୍ରେର ମେହି ମେହି ଆଣ୍ଟିଯେଗ୍ଯ ମହେ, ପୃଥିବୀ ଏହି ମହିମା ଭାବୁଗମନ କରେ ।

১১। হে ইন্দ্র ! শোভম বীর্যবিশিষ্ট যে থম তোমার নিকট যান্ত্রা
করি, আমাদিগকে সেই থম প্রদান কর, ভজনাভিলাষী হিবিষ্যামু যজমানের
উদ্দেশে প্রথম থম প্রদান কর। হে পুরাতন ! তদমন্তর স্নোতাকে দাও।

১২। হে ইন্দ্র ! কর্ম সংভজনকারী, যে ধনবার্যা পুরুষার পুত্রকে
রক্ষা করিয়াছিলে, সেই ধন আমাদের এই (যজমানকে) প্রদান কর। কশম,
শ্঵াসক ও কৃপকে যেখানে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইস্তুপ সকল হিবিনেতা (যজ-
মানকে) রক্ষা কর।

১৩। সর্বব্রতগামী (স্তুতির) কর্তা, কোনু অভিনব মহুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি
করিতে পারে। মুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহসু
ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি দেবতা, স্তুতিকারীকোনু লোক তোমার উদ্দেশে
যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে? কোনু শুষ্ঠি বিশ্ব তোমার (স্তুতি) বহন করে? হে
ইন্দ্র ! তুমি কখন স্তুতিকারীর আহ্বানান্মুসারে আগমন কর? কখনই বা
স্নোতার নিকট আগমন কর? ।

১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্নোতসমূহ শক্তজয়ী, ধমভাকৃ,
অক্ষয় রক্ষণবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।

১৬। কখণ্ডণের ন্যায় ত্ত্বগণ স্রূত্যবৃত্তির ন্যায় ধ্যানাঙ্গাদীভূত, ব্যাপ্ত
ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রয়মেধ মহুষ্যগণ পূজা করতঃ তোত্বারা
তাহাকেই পূজা করিয়াছিল।

১৭। হে হ্রত্বাশ্রেষ্ঠ ! হরিষ্যকে রথে যোজনা কর, হে ধনবান !
তুমি উগ্র, সোমপানার্থ আমাদের অভিমুখে দুরদেশ হইতে সর্ণনীয়
(মৃকংগণের সহিত) আগমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র ! কর্মকর্তা, মেধাবী, এই (যজমানগণ) যজ্ঞ ভজনাৰ্থে
তোমাকেই স্তুতি করিতেছে, হে মুষবন ! হে স্তুতিভাকৃ ইন্দ্র ! তুমি কামুক
পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র ! মহাধনুবারা তুমি হ্রত্বকে হত করিয়াছ, মাঝাবী
অর্বদের ও মৃগাঙ্কে বিনাশ করিয়াছ, পর্বত হইতে গোসকলকে লিঙ্গত
করিয়াছ।

২০। হে ইন্দ্র ! তুমি যথম অস্তরীক্ষ হইতে মহান् ও হমবলীল
হৃতকে মৰ্গত করিয়াছিলে, তখন বল প্রকাশ করিয়াছিলে । অগ্নিসকন
দীপ্ত হইয়াছিল, স্বর্য দীপ্ত হইয়াছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত
হইয়াছিল ।

২১। ইন্দ্র ও অক্ষগণ যাহা আমাকে দিয়াছিলেন, কুরযামেরপুর
পাকছামা তাহাই আমাকে দিয়াচ্ছেন । উহা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্ণে
ধাবমাম, প্রভাযুক্ত সূর্যের ম্যায় শোভা পায় ।

২২। পাকছামা আমাকে লোহিত বর্ণ, মুন্দর বহুবিশিষ্ট, বন্ধন
রজ্জুর পরিপূরক ও বলধনের প্রাপক ধন প্রদান করিয়াছেন ।

২৩। দশ সংখ্যক অশ্ব উহার প্রতিনিধি হইয়া আমাকে বহন করে ।
অশ্বগণ এইরূপে তুগ্যপুত্রকে বহন করিয়াছিল ।

২৪। পাকছামা তাহার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিষ্কৃট-
ভাবে বলদাতা, শক্রদিগের হিংসাকারী ও তোজায়িত । লোহিত বর্ণ
(অশ্ব) দাতা পাকছামাকে স্তব করি ।

৪ শৃঙ্ক ।

১৯, ২০, এবং ২১ থকের কুরজদান দেবতা ; ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ থকের পুর্যা
অথবা ইন্দ্র দেবতা ; অবশিষ্ট ইন্দ্র দেবতা । দেবাতিথি ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ(১) দেশসহ নর-
গণকর্তৃক আঁহুত হইয়া থাক, হে শ্রেষ্ঠ ! (তথাপি) আঁহুর পুত্রের
উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও, তুর্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক
প্রেরিত হও ।

২। হে ইন্দ্র ! যদিও তুমি, রূম, কুমশ, শ্যাবক ও কুপের সহিত
হষ্ট হইয়া থাক ; স্তোত্রবাহক, কথগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে,
তুমি আগমন কর ।

(১) মূলে “ আৰু, অপাকৃউদক্ষয়ক ” আছে ।

৩। গোর মৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণ শূল্য (শাল) জামিতে পারে। হে ইন্দ্র ! সেইরূপ তুমি বস্তুত প্রাণ হইলে আমাদের অভিযুক্ত শীত্র আগমন কর; আমরা কথপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পাঁন কর।

৪। হে অবিন্দন ইন্দ্র ! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করক। তুমি সোম পান করিয়াছ, এ সোম অভিষবন-ফলকদ্বারা অভিযুক্ত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ।

৫। ইন্দ্র বীরকর্মদ্বারা শক্তগণকে অভিভব করিয়াছেন, বলদ্বারা (পরকীয়) ক্রোধ নষ্ট করিয়াছেন। হে মহান् ইন্দ্র ! সমস্ত যুদ্ধকার্য শক্ত-গণকে তুমি হৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র ! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রমংথ্যক বজ্রাযুধ (বীর) লাভ করে, যে নমস্কারদ্বারা হব্য প্রদান করে, সে মুবীর্যবানু শক্তনিধনকারী পুত্র লাভ করে।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, অস্ত্রও হইব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার যথৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুরুশ ও যদুকে দেখিয়াছি।

৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বামকটি প্রদেশদ্বারা (সমস্ত ভূতজ্ঞাত) আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাঙ্গাত মধুদ্বারা সংপৃষ্ঠ ও প্রীতিজনক (সোম সকলের) অভিযুক্ত শীত্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর এবং পাঁন কর।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার সখাই অবিন্দন, রথবান্দ, গোমান্ত ও রূপ-বান্দ। সে সর্বদা ধন শীম্য প্রাণ হয় এবং সকলের আচ্ছাদক হইয়া সভায় গমন করে।

১০। পিপাংসু ঋশ্যমাসক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আলীত সোমাভিযুক্ত আগমন কর, অভিলাষাহুক্ত পান কর। হে যথবন্দ ! তুমি প্রতিদিন বিস্মযুক্ত হাস্তি সিক্ত করুত; অত্যন্ত ওজন্ত্বী বল ধারণ কর।

১১। হে অধ্যু! ইন্দ্র পান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি
সোমের অভিযব কর। তকল বয়স্ক অশ্বময় অদ্য যোগিত হইয়াছে, হৃতহা
আগমন করিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হ্যদায়ী ব্যক্তি
আপরি তাহা জানিতে পারে। তোমার ষেৱাগ অৱ পাত্রে সিঙ্গ রহিয়াছে,
তুমি আগমন কর, মিকটে গমন কর ও পান কর।

১৩। হে অধ্যু'গণ! রথে ইন্দ্র অবস্থিত করিতেছেন, তাহার
উদ্দেশে সোম অভিযব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তর সকল যজমানের
যাগরিক্ষণ্ঠাদক সোম অভিযব করতঃ শোভা পাইতেছে।

১৪। আমাদের কর্মে অস্তরীক্ষবিহারী, সেচমন্তর্থ হরিদ্বৰ, ইন্দ্রকে
আনয়ন করন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশৈল অশ্বগণ তোমাকে সবম-
সম্মুখের অভিযুক্তে উপনীত করক।

১৫। আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পুষ্টাকে বরণ করি। হে শক্র,
পুরুষ্ঠ, পাংপ বিশেষক পুষ্টা! আমাদিগকে আপনার বৃক্ষিদ্বারা ধন লাভ
ও শক্রনাশার্থে সমর্থ করিতে ইচ্ছা কর(২)।

১৬। হে পুষ্টা! আমাদিগকে বাহুস্থিত ক্ষুব্রের ন্যায় তৌক্ষুকি
কর, হে পাপবিমোচনকারী! আমাদিগকে ধন দান কর। তোমার
গোধূল আমাদের সুলভ হউক। তুমি মর্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ করিয়া
থাক।

১৭। হে পুষ্টা! তোমাকে প্রসাধিত করিতে ইচ্ছা করি, হে
দীক্ষিতুক্ত! আমার স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। তাহার স্তোত্র ইচ্ছা করি
না। যেহেতু উহা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সাময়ক
প্রজ্ঞকে (অভিলিষিত ধন প্রদান কর)।

(২) এই স্থান হইতে চারটি ককের ইন্দ্র ও পুষ্ট উভয় পক্ষেই অর্থ হয়।
পুষ্ট পক্ষে অর্থই প্রসিদ্ধ। সারণ। এ চারিটি কক যে পুষ্টা সহকে তাহাতে
সম্মেহ লাই। ইহাতে পুষ্টার মামের উপরে আছে এবং ইহাতে গোধূল,
গাড়ীদিগের তৃপ্ত তকল সহকে প্রার্থনা আছে। পুষ্টা বিশেবক্লপে গোধূলের
পালকদিগেরই দেবতা তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

୧୯ । ହେ ଦୀଖିଯୁକ୍ତ, ଅମର ପୁଣୀ ! କୌମଓ କାଳେ ଆମାଦେର ଗୋମକଳ
ତୃଣ ଭଜଣେ ପରାଗତ ହସି ଲା । ଗୋମକ ଥିବ ଆମାଦେର ନିତ୍ୟ ଇଉକ । ତୁମି
ଆମାଦେର ରକ୍ଷକ ଓ ମନ୍ଦଲକରୁ ହୁଏ, ଅନ୍ନଦାନାର୍ଥେ ମହାନ୍ତି ହୁଏ ।

୨୦ । କୁରଙ୍ଗ ନାୟକ, ଦୀଖିଯୁକ୍ତ ଓ ମୋତାଗ୍ନବାନ୍ତ ରାଜ୍ଞୀର ସର୍ପପ୍ରାଣି
ହେତୁ ଯଜ୍ଞେ ଓ ଦାନେ(୩) ମହୁସ୍ୟଗଣେର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ପ୍ରତ୍ୟେକୁ ଅଶ୍ଵତ୍ୟୁକ୍ତ ହୁଏ
ଆମିତେ ପାରିଯାଇ ।

୨୧ । କଥପୁନ୍ତ ହବିଷ୍ୱାନ୍ତ ଓ କୋତାଗଣେର ଭଜନୀୟ, ଦୀଖିପ୍ରାଣ
ପ୍ରିୟମେଧ ନାୟକ (ଖରିଗଣେର) ମେବିତ ଅତାନ୍ତ ପବିତ୍ର ସତୀସହିତ ଗୋମୟହ
ଆମି (ଦେବାତିଥି) ସକଳେର ଶେଷେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇ ।

୨୨ । ଆମି (ଧର) ପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେ, ବ୍ରକ୍ଷମକଳାତ ଶର୍ଦ୍ଦ କରିଯାଇଲ, ଯେ
ହିଁହାରୀ ଅଶ୍ଵସନ୍ଧୀୟ ଗୋଲାଭ କରିଯାଇଲେ, ଇହାରୀ ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧ ଲାଭ କରିଯାଇଲେ ।

(୩) ମୂଲେ “ଦିବିଷିଯୁ ରାତିଯୁ” ଆଛେ । ଯତେ ଦାନବାରୀ ସର୍ଗ ଲାଭ କରା
ଯାଏ, ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ହିଁହା ହିତେ ପ୍ରତୀମାନ ହିତେହିଁହେ ।



অষ্টম অধ্যায়।

৫ স্তুতি।

অশ্বিনুর দেবতা, কেবল শৈব পৌচ্ছী আর্ক খকের দেবতা কশ্চনামক রাজা, ঝারণ
ঁাহারই দানের কথা ইছাতে উক্ত হইয়াছে। কখগোত্ত্ব ত্রয়ীতিধি খবি।

১। দূর হইতেই নিকটে বর্ণমানার ন্যায় দীপ্তিরপবিশিষ্ট (উষা)
যথন সমস্ত বস্তু শ্রেত বর্ণ করিয়া দেন, তথন দীপ্তিকে বহু একারে বিস্তারিত
করেন।

২। হে দর্শনীয় অশ্বিনু! তোমরা নেতার ন্যায়। ইচ্ছামাত্রে
যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে তোমরা উষার সহিত মিলিত হও।

৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিনু! তোমাদের উদ্দেশে রচিত
স্তোত্রসকল দর্শন কর। ছুত ষেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরপ
আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি।

৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধরবিশিষ্ট,
আমরা ক প্রগোত্রোৎপন্ন, আমরা, আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিনুকে স্মৃত করি।

৫। তোমরা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের
অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হ্যদ্যায়ীর গৃহে গমনশীল।

৬। যে হ্যদ্যায়ী মুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, ঁাহার জন্য তোমরা উক্তম
যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিন্ত কর।

৭। হে অশ্বিনু! অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীত্র আমাদের
স্তোত্রের নিকট আগমন কর। এই অশ্বগন্ধের গতি প্রসংশনীয়।

৮। হে অশ্বিনু! তিনি দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে
এই অশ্বের সাহায্যে দূর হইতে গমন কর।

৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও
সন্তোগযোগ্য ধন (প্রদান কর) এবং এই সকলের সন্তোগার্থ পথ প্রদান
কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, মুদ্রণ রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর ।

১১। হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দশনীয়, হিরণ্যয়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! প্রয়োক্ত হইয়া সোমময় মধু পান কর ।

১২। হে অশ্বযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! আমরা ধনবান्, আমাদিগকে সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর ।

১৩। তোমরা মহুয়ের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীত্র আগমন কর । অন্যের নিকট যাইও না ।

১৪। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত মদকর মঙ্গোহর মধুর অংশ পান কর ।

১৫। আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বলুনিবাসযুক্ত, সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন কর ।

১৬। হে বেতাদ্বয় ! মনীষীগণ নানা দেশে তোমাদিগকে আহ্বান করে, হে অশ্বিদ্বয় ! বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ।

১৭। হ্যাযুক্ত পর্যাপ্ত কার্যকারী জনগণ বহি' ছিন্ন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ।

১৮। হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদের এই স্তোত্র তোমাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হইয়া তোমাদিগের নিকটবর্তী হউক ।

১৯। হে অশ্বিদ্বয় ! যে মধুপূর্ণ চর্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধু পান কর ।

২০। হে অশ্বযুক্ত, ধনবান् অশ্বিদ্বয় ! আমাদের পশ্চ, পুত্র ও গো-গণের জন্য প্রয়োক্ত অবস্থা সেই রথে অনায়ানে আনয়ন কর ।

২১। হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয় ! স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়াই সচল কর ।

২২। হে বেতা অশ্বিদ্বয় ! তুঃপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কথন স্তুতি-স্বারা তোমাদিগের পরিচয়ী করিয়াছিল ? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সহিত গমন করিয়াছিল ।

২৩। হে নাস্ত্যব্দু ! তোমার হস্ত্যাতলে বন্ধ কথ মুনিকে নানা প্রকার
রক্ষা প্রদান করিয়াছিলে ।

২৪। হে বর্ষণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! যখন তোমাদিগকে আহ্বান
করি ; তখন সেই মবতর প্রশংসনীয় রক্ষা সহিত আগমন কর ।

২৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমার যেকৃপ কথ, প্রিয়মেথ, উপস্থৃত ও সুতি-
কারী অত্রিকে রক্ষা করিয়াছিলে, (সেইকৃপ আমাদিগকে রক্ষা কর) ।

২৬। ধনের জন্য যেকৃপ অংশকে, গোসমূহের জন্য যেকৃপ অগ্ন্যকে,
অহের জন্য যেকৃপ সোভারকে রক্ষা করিয়াছিলে ; (সেই কৃপ আমাদিগকে
রক্ষা কর) ।

২৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! আমরা শব করতঃ এই পরি-
গং, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক ধন যান্ত্রণ করি ।

২৮। হে অশ্বিদ্বয় ! হিবণ্য সারথিচ্ছান্মুক্ত, হিবণ্য বন্ধাযুক্ত রথে
অবস্থান কর ।

২৯। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের আলন্তনীয় রথের ইষা হিবণ্য, অক্ষ
হিবণ্য, উভয় চক্রই হিবণ্য ।

৩০। হে অব্যুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! ঐ রথে দূর দেশ হইতেও
আগমন কর । আমাদের এই শোভন সুতির নিকট গমন কর ।

৩১। হে মরণব্রহ্মিত অশ্বিদ্বয় ! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী
ভং করতঃ দূরদেশ হইতে অপ্র আবহন কর ।

৩২। হে অনেকের প্রিয়, নাস্ত্য অশ্বিদ্বয় ! আমাদের নিকট অহের
মহিত আগমন কর, যশের সহিত আগমন কর ও ধনের সহিত আগমন কর ।

৩৩। হে অশ্বিদ্বয় ! প্রিক্রুপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশগণ তোমাদিগকে
মুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অমের নিকট লইয়া যাউক ।

৩৪। যে রথ অশ্বের সহিত বর্তমান, স্তোভাগণকর্তৃক প্রশংসনীয়,
তোমাদের সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না ।

৩৫। হে ধনের জ্যায় বেগবিশিষ্ট নাস্ত্যব্দু ! ক্ষিপ্ত পদযুক্ত, অশ-
বিশিষ্ট হিবণ্য রথে (আরোহণ করতঃ আগমন কর) ।

৩৬। হে বর্ণশীল ধনযুক্ত অশিদ্বয়! তোমরা সর্বদা আগক্রম
অস্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অব প্রদান কর।

৩৭। হে অশিদ্বয়! তোমরা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জান। চেদি-
বঃশীয় বস্তুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশমহশ্র গো(১) প্রদান করিয়া
ছিলেন তাহাও জান।

৩৮। যে কশ আমার (পরিচর্যার্থ) হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান
করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রজা সেই চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে
অবস্থিতি করে।

৩৯। যে পথে এই চেদিরা গমন করিতেছে, সে পথে আর কেহ
যাইতে পারেন। ইইঁ অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি
(স্তোতার জন্য) দান করে নাই।

৬ সূক্ত।

ইস্ত দেবতা, শেষ তিনটী খকে পরশুনামক রাজারপুত্র তিরিন্দিরের দানের
প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হৃষিক্ষান् পর্জন্যোর ন্যায় যিনি বলে অহান্, তিনি বৎসের
স্তোমের দ্বারা বর্কিত হন।

২। যথন (মতোদেশ) পূর্ণকারী অশুগণ, যজ্ঞের প্রজা (ইস্তকে)
বহুম করে, তখন বিদ্বান্গণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতিদ্বারা শুব করে)।

৩। কথুগণ স্তোমদ্বারা ইস্তকে যজসাধক করিয়াছেন, অতএব লোকে
আযুথকে আঝায় বলিয়া থাকে।

৪। সিঙ্গুগণ যেন্নপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ
ইঁহার ক্রোধের ভয়ে ইহাকে স্বয়ং প্রণাম করে।

(১) মুলে “শতঃ উষ্ট্রান্ত সহস্রাদশ গোনাং” আছে। বর্তমানে পালিত পশু-
দিগন্তের মধ্যে গো, ঘৃহিয় ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তচ্ছবি গজ, উষ্ট্র
শত্রুতি পশুরও উল্লেখ দ্বান্তে পাওয়া যায়।

৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্ষের ন্যায় সম্বৃতি করেন, তাহার সেই বল দীপ্তি হইয়াছিল।

৬। তিনি কল্পক হৃত্তের মন্ত্র শতপর্ব বীর্যশালী বজ্রদ্বারা ছেন করিয়াছিলেন।

৭। আমরা স্তোত্রাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমানু এই স্তোত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব।

৮। গৃহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হইয়া দীপ্তি পায়, কণুগণ উহু উদকধারাযুক্ত (কক্ষ)।

৯। হে ইন্দ্র ! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্যুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং (অন্যের) পূর্বে জানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই।

১০। আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি স্বর্ষের ন্যায় প্রাপ্তুভুত হইয়াছি।

১১। আমি কণের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অনুসৃত করি, উহুদ্বারা ইন্দ্র বল ধীরণ করেন।

১২। হে ইন্দ্র ! যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে খবিগণ তোমাকে স্তুতি করে (এই সকলের মধ্যে) আমার (স্তোত্র) মুদ্ররূপে স্তুত হইয়া হৃক্ষি প্রাপ্ত হও।

১৩। যথন ইঁহার ক্রোধ হৃতকে পর্বেৰ বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়া-
ছিল, তখন তিনি সমুজ্জাতিমুখে জন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি, উপক্ষপয়িত শুষ্ঠের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করিয়াছিলে। হে উগ্র ! তুমি অভীটেবর্ণ বলিয়া বিনিত।

১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অস্ত্রীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, চুম্বিসমূহ ব্যাপ্ত করে না।

১৬। হে ইন্দ্র ! যে হৃত তোমার মহৎ জল সন্তুন করতঃ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহাকে গমৰশীল (জলের) মধ্যে বধ করিয়াছিলে।

১৭। যে, এই মহত্তী, সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আত্ম করিয়াছিল, হে ইন্দ্র ! তাহাকে তমঃ সমুদ্বারা সংহত করিয়াছি।

୧୮ । ହେ ଉତ୍ତର ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ଯେ ଯତିଗଣ ତୋମାକେ ସ୍ଵତି କରେ, ଯେ ଡୃଗୁଗଣ ତୋମାକେ ଶୁବ କରେ, (ତୋହାଦେର ମଧ୍ୟ) ଆମାର ଆହ୍ଲାଦ ଅବଶ କର ।

୧୯ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ତୋମାର ଏହି ସତ୍ୟବର୍ଜନ୍ୟିତ୍ରୀ ଗାଭୀଗଣ ଘୃତ ଏବଂ ଆଶିର ଦୋହନ କରେ ।

୨୦ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ଅସବକାରିଣୀ (ଗୋମକଳ) ଆସାଦ୍ଵାରା ତୋମାର (ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଯା) ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚତୁର୍ଦିନକେ ଜଲେର ନ୍ୟାଯ ଗର୍ତ୍ତ ଧାରଣ କରିଛିଲ ।

୨୧ । ହେ ବଲପତି ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! କଥଗଣ ଉକୁଥଦ୍ଵାରା ତୋମାକେ ବର୍ଜିତ କରିତେହେ, ଅଭିୟୁତ ଦୋଷମୂଳ ତୋମାଯ ବର୍ଜିତ କରିଯାଛିଲ ।

୨୨ । ହେ ବଜ୍ରବାନ୍ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ତୁମି ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହଇଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଵତି ଓ ପ୍ରେସ୍ତ୍ରକ ସଜ୍ଜ କରାଯାଇ ।

୨୩ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ମହାନ୍, ଗୋମାନ୍ ଅନ୍ନ ରକ୍ଷା କରିତେ ଓ ବୌଦ୍ଧବାନ୍ ପୁନ୍ନାଦି ଦାନ କରିତେ ଇଚ୍ଛା କର ।

୨୪ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ନରସରୀଜାର ପ୍ରଜାଗଣେର ସମ୍ମୁଖେ ଶୌଭ୍ରଗାମୀ ଅଶ୍ୟୁକ୍ତ ଯେ ବଲ ଅନ୍ଦାନ କରିଯାଇ (ଆମାଦିଗଙ୍କେଓ) ତାହା (ପ୍ରଦାନ କର) ।

୨୫ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ତୁମି ପ୍ରାଜ୍ଞ, ତୁମି ଇନ୍ଦ୍ରାନୀଃ ନିକଟ ହଇତେ ଦର୍ଶନୀୟ ଗୋଟ ବିଭାବ କର ଓ ଆମାଦିଗଙ୍କେ ମୁଖୀ କର ।

୨୬ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ତୁମି ବଲେର ନ୍ୟାଯ ଆଚରଣ କର ଓ ମନ୍ୟଗଣେର ରାଜ୍ଞୀ ହଣ୍ଡ, ତୁମି ବଲଦ୍ଵାରା ମହାନ୍ ଓ ଅନଭିଭବନୀୟ ।

୨୭ । ହେ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ! ତୁମି, ବିଶ୍ଵିର୍ବ୍ୟାପୀ । ହବ୍ୟବାନ୍ ଲୋକମକଳ ମୋମ-ଦ୍ଵାରା ତୋମାକେ ଡୃଶ୍ୟ କରିବାର ଜନ୍ୟ ତୋମାର ନିକଟ ଆଗସନ କରିଯା ଶୁବ କରେ ।

୨୮ । ପର୍ବତଗଣେର ପ୍ରାନ୍ତଦେଶେ ନଦୀମକଳେର ସନ୍ତମହିଲେ ସଜ୍ଜକ୍ରିୟା କରିଲେ ବୈଧାବୀ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ଜୟ ପ୍ରହଳାଦ କରେନ ।

୨୯ । ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଇଞ୍ଜ୍ଜ, ଯେ ଲୋକେ ବିହାର କରେନ, ମେଇ ଉର୍ବଲୋକ ହଇତେ ବିଶ୍ଵାନ୍ ଇଞ୍ଜ୍ଜ ନିମ୍ନମୁଖେ ମୟୁନ୍ ଦର୍ଶନ କରେନ ।

৩০। ছালোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যথন দৌষ্ঠি লাভ করেন, তখনই, পুরাতন জলপদ ইন্দ্রের নিবাসপদ জোতিঃ (লোকে) দর্শন করে ।

৩১। হে ইন্দ্র ! সমস্ত কণ্ঠগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্দ্ধন করিতেছে, হে বলবর্তম ! তোমার বৌরকর্মও বর্দ্ধন করিতেছে ।

৩২। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের এই সুস্মরণস্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করিয়া রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে অবর্জিত কর ।

৩৩। হে প্রহৃষ্ট বজ্রবান্ন ইন্দ্র ! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থ তোমার অন্য স্তোত্র করিয়াছিলাম ।

৩৪। কণ্ঠগণ স্তব করিতেছে, বিশ্বাভিযুথে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রঘণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয় ।

৩৫। নদগণ যেন্নপ সমুদ্রকে বর্জিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেই-রূপ বর্জিত করিতেছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁহার ক্রোধ কেহ নিবারণ করিতে পারে না ।

৩৬। হে ইন্দ্র ! দূরদেশ হইতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন কর, অভিযুক্ত সোম পান কর ।

৩৭। হে সর্বাপেক্ষা শক্রনাশক ইন্দ্র ! যে সকল লোক বহিৎ হিন্ন করে, তাঁহারা অম্বলাভের অন্য তোমাকে আহ্বান করে ।

৩৮। হে ইন্দ্র ! চক্র যেন্নপ অশ্বের অশুবর্তন করে, দাঁবাপথিবী উভয়েই সেইন্নপ তোমার অশুবর্তন করে, অভিযুক্ত সোম সকল তোমার অশুবর্তন করে ।

৩৯। হে ইন্দ্র ! শ্র্যাণাদেশের পুষ্করিণীতে সমস্ত শব্দিকৃগণকর্তৃক আৱক যজ্ঞেতৃপ্ত হও, পরিচর্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর ।

৪০। প্রহৃষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান্ন, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্তহস্তা ইন্দ্র ছালোকের সমীপে শব্দ করেন ।

৪১। হে ইন্দ্র ! তুমি পূর্বজ্ঞাত খবি, তুমি অবিশীয় বন্ধুরাঁ সকলের অধিপতি হইয়াছ । তুমি বারদ্বার ধন ধান কর ।

৪২। এশিয় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আঁমাদের অভিষূত সোম ও অঘের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক।

৪৩। কণ্ঠগণ উক্থন্ধারা এই পূর্বকৃতা, মধুর জলের বর্জনিত্বী যোগক্রিয়া বর্জিত করুক।

৪৪। দেবগণ বিশেষক্রমে যজ্ঞান, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মহুষ্যগণ ধ্রুভিলাষী হইয়া রুক্ষণার্থ বরণ করে।

৪৫। হে বচস্তুত ইন্দ্র ! যজ্ঞপ্রিয় খ্যায়গণকর্তৃক স্তুত অশুদ্ধ সোম-পানার্থ তোমায় আঁমাদের অভিযুথে বহন করুক।

৪৬। যদুগণের মধ্যে পাণ্ডুপুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন অহন করিয়াছি।

৪৭। তাহারা পর্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গৌ অদান করিয়াছিল।

৪৮। ইনি উরুত হইয়া চারি (ধনভার) যুক্ত উষ্ট্রসমূহ অদান করতঃ এবং যদুগণকে (দাসরূপে) অদান করতঃ কৌরিন্ধারা সর্ব ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ মুক্ত।

মুকুৎগণ দেবতা। কণ্ঠগোত্র বৎস খবি।

১। হে মুকুৎগণ ! বর্থনবিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে এশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্বতসমূহে দৌঁশি পাও।

২। হে বল্মাভিলাষী শৈত্যভানু মুকুৎগণ ! তোমরা যখন রথকে (অঝ-ন্ধারা) সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্বতগণ প্রচলিত হয়।

৩। শরকারী পৃশ্চিতনয় (মুকুৎগণ) বায়ুগণের দ্বারা (যেৰ) উদ্বাত করেন এবং হৃষ্টিকর অন্ন দান করেন।

৪। যখন মুকুৎগণ বায়ুগণের সহিত রথে গমন করেন, তখন তাহারা হৃষ্টি নিষ্কেপ করেন, পর্বতগণকে কম্পিত করেন।

৫। তোমাদের রথের অন্য গিরিসমৃহ নিয়ত হয়, সিঙ্গুগণ বিশ্বরণের অন্য এবং শহীবলের অন্য নিয়ত হয়।

৬। আমরা তোমাদিগকে রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবাভাগে তোমাদিগকে আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৭। সেই অক্ষরপবিশিষ্ট, বিচিত্র, শবকারী (মুকৎগণ) রথযোগে দ্বালোকের উপরিভাগে সামুদ্রদেশে উদ্বামন করেন।

৮। (যে মুকৎগণ) পূর্ণ্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ স্থান্তি করেন, উহার তেজোভাঁরা অবস্থান করেন।

৯। হে মুকৎগণ ! আমর এই বাক্য ভজন। কর। হে মহান् (মুকৎগণ) ! এই স্তোত্র ভজন। কর, এই আমার আহ্বান সেবা কর।

১০। পৃষ্ঠিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবক(১) ও উত্তি(২) এই তিনি সরোবর হইতে মধু দোহন করিয়াছিলেন।

১১। হে মুকৎগণ ! যথন আপনার মুখ্যাভিলাখে আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে আহ্বান করি, তথন শীত্রেই আমাদের নিকট আগমন কর।

১২। হে শুভরদানশীল মহাতেজস্বী ক্ষত্রিয়গণ ! তোমরা গৃহে আনন্দ সময়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও।

১৩। হে মুকৎগণ ! স্বর্গ হইতে আমাদের অন্য মনস্বাবী, বহুনিবাস-এদ মকলের তরণসমর্থ ধন আনাইয়া দাও।

১৪। হে শুভ মুকৎগণ ! তোমরা যথন পর্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান লইয়া যাও, তথন অভিযুক্ত মোহের বলে প্রবৃত্ত হও।

১৫। স্তোতা স্তুতিদ্বাঁরা অহিংসনীয় মুকৎগণের নিকট তাঁহাদের সুখ ভিক্ষ। করেন।

১৬। মুকৎগণ অক্ষীণ ঘেঁঢকে দোহন করুতঃ জলবিলুর ন্যায় হাস্তিদ্বাঁরা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণকল্পে ব্যাপ্ত করে।

(১) জল। সংযুগ।

(২) ঘেঁঢ। সারণ।

১৭। পৃষ্ঠিপুঞ্জগণ শব্দ করতঃ উর্জে গমন করেল, রথদ্বাৰা উর্জে গমন করেল, বাহুদ্বাৰা উর্জে গমন করেল এবং স্তোমদ্বাৰা উর্জে গমন করেল।

১৮। যাহাদ্বাৰা তুর্বন্মু ও যতকে রক্ষা কৰিয়াছ, বাহুদ্বাৰা ধৰকাম ক থকেও রক্ষা কৰিয়াছ, আমৰা ধনেৱ অন্য তাহারই ধ্যান কৰিতেছি।

১৯। হে উত্তম দানশীল যক্ষগণ ! ঘৃতেৱ ন্যায় পুষ্টিকৰ এই অম কঞ্চগোত্রোৎপন্নেৱ স্তোত্ৰেৱ সহিত বৰ্দ্ধিত কৰ।

২০। হে মক্ষগণ ! তোমৰা দানশীল, তোমাদেৱ অন্য বহি' : ছিম ইইয়াছে, তোমৰা এজনে কোথায় মন্ত্ৰ ইইতেছ ? কোন স্তোত্বা তোমাদেৱ পৰিচৰ্যা কৰিতেছেন ?

২১। হে বৃক্ষবৰ্হি' : (মক্ষগণ) ! তোমৰা যে (অন্য কৰ্ত্তৃক) পূৰ্ব-কৃত স্তোত্ৰদ্বাৰা যত্তেৱ বলমযুহ পৌত্ৰ কৰিতেছ তাহা মহে।

২২। সেই (মক্ষগণ) ওষধিৰ সহিত অলেক জল মিলাইয়াছিলেন, দ্যাবা পৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত কৰিয়াছিলেন, পূৰ্ব্যকে স্থাপন কৰিয়াছেন। তোহাদ্বাৰা প্ৰতিপৰ্যে বজ্র ধাৰণ কৰিয়াছিলেন।

২৩। রাজাশূল্য বৃক্ষ ও বলকাৰক মক্ষগণ পৰ্যতেৱ ন্যায় হতকে পৰ্যে পৰ্যে বিলাশ কৰিয়াছিলেন।

২৪। মক্ষগণ, মুক্তকাৰী ত্ৰিতেৱ বল রক্ষা কৰিয়াছিলেন, তাহার কৰ্তৃত রুক্ষ কৰিয়াছিলেন, বৃত্তবৰ্ধাৰ্থ ইন্দ্ৰকে রক্ষা কৰিয়াছিলেন।

২৫। আমুধহস্ত, দীপিমাণু শুভ মক্ষগণ শোভাৰ্থে অন্তকে হিৱুৰ শিৱন্তাৰ প্ৰকাশিত কৰেল।

২৬। হে মক্ষগণ ! তোমৰা কামনা কৰিয়া অভৌত্যবৰ্ষী (রথেৱ) অধ্যক্ষলে দুৱদেশ ইতে আগমন কৰিয়াছিলে। দ্যুলোকবৰ্জী জমসমূহেৱ ন্যায় তুলসকল কল্পাশ্রিত ইয়াছিল।

২৭। দেবগণ আমাদিগেৱ যজ্ঞদানার্থে অৰ্পণ পাদবিশিষ্ট অৰ্থে আত্ৰেহণ কৰতঃ আগমন কৰল।

২৮। এই মুকৎগণের রথ, যথেন বিজ্ঞ চিহ্নিত, শীঘ্ৰগামী রোহিত বহুল
করে, তখন শোভমান মুকৎগণ গমন করেন এবং জন প্রবাহিত হয়।

২৯। নেতৃগণ শোভন সোমবিশিষ্ট, যজ্ঞ গৃহোপেত, খজীকা দেশ
সমৃদ্ধীয় শর্যাণী নামক (সরোবরে) রুথচক্র লিঙ্গমুখ করিয়া গমন করেন।

৩০। হে মুকৎগণ ! কথম তোমরা এই প্রাকারে আহুনকারী যাচ-
মানু বিশের নিকট মুখ হেতুভূত (ধনের) সহিত গমন করিবে ?

৩১। তোমরা স্তুতিদ্বাৰা ঔৰ্তি হইয়া থাক ; তোমরা যে ইন্দ্রকে পরি-
ত্যাগ করিয়াছিলে, সে কখন ? তোমাদের মধ্য কে আৰ্থনা করিয়াছিল ?

৩২। হে কৃষ্ণগণ ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বামীবিশিষ্ট মুকৎগণের
সহিত স্তুত কর।

৩৩। আমি বৰ্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচ্ছিন্নবিশিষ্ট মুকৎগণকে মু-
ত্র সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্তিত করি।

৩৪। গিরিসকল পীড়ায়ান ও বাধা-প্রাপ্ত হইলেও স্বহান ভূষ্ঠ হয় না।
পর্বত সকলও নিয়মিত হয়।

৩৫। বহু দ্বুরব্যাপী, গমনবিশিষ্ট অশুগণ আকাশবার্ণে গমন করতঃ
মুকৎগণকে আনন্দন করে। তাঁহারা স্তুতিকারীকে অম দান করেন।

৩৬। অগ্নি তেজোবলে স্তুতিযোগ্য স্বর্ণের ন্যায় সকলের মুখ্য হইয়া
অঘ প্রহণ করিয়াছেন। মুকৎগণ দীপ্তিবলে ন্যানা প্রাণে অবস্থিতি
করিতেছেন।

৮ সূত্র।

অধিবহন দেবতা। কথগোজীয় সম্বন্ধ্য কবি।

১। হে অশিষ্টব্য ! তোমরা মুশনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্য,
তোমরা সমস্ত বৃক্ষার সহিত আগমন কর, সোমবয় মধু পান কর !

২। হে অশিষ্টব্য ! তোমরা ভৌত্কা, হিরণ্যের শরীরবিশিষ্ট, কবি ও
গন্ধৌরচিত ; তোমরা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল রুথে অবশ্য আমাদের নিকট
আগমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয় ! দোষবর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অস্ত্রীক্ষ হইতে মনুষ্য মোক্ষভিত্তিমুখে আগমন কর ও কর্মদিগের যজ্ঞে অভিষৃত সৌম পান কর ।

৪। কথের পুত্র এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য সৌময় মধু অভিষব করিতেছেন, অতএব হে অশ্বিদ্বয় ! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা দ্যুলোক হইতে ও অস্ত্রীক্ষ হইতে আগমন কর ।

৫। হে অশ্বিদ্বয় ! সৌমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন কর । হে কবি ও মেতাদ্বয় ! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোত্র হৃক্ষি প্রদান কর ।

৬। হে মেতাদ্বয় ! পুর্বকালে খৰিগন যথে তোমাদিগকে রক্ষার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আগমন করিয়াছিলে । অতএব আমার এই মুস্তভির নিকট আগমন কর ।

৭। হে স্বর্গবিং (অশ্বিদ্বয়) ! তোমরা দ্যুলোক ও অস্ত্রীক্ষ হইতে আমাদের নিকট আগমন কর ; হে বৎসের প্রতি প্রকৃট জ্ঞানবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়) ! তোমরা বৃক্ষের সহিত আগমন কর ; হে আহ্বান অবগকারী-দ্বয় ! তোমরা স্তোত্রের সহিত আগমন কর ।

৮। আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতে পারে ? কথের পুত্র বৎসখৰি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্ক্ষিত করিতেছে ।

৯। হে অশ্বিদ্বয় ! এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে । হে পাপশূন্য, শক্তবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ (অশ্বিদ্বয়) ! তোমরা আমাদের মুখ্যদণ্ড হও ।

১০। হে অরযুক্ত ধর্মবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! যোবিং তোমাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন । হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা সমস্ত অভিলম্বিত পদার্থ প্রাপ্ত হও ।

১১। হে অশ্বিদ্বয় ! (তোমরা যে ছানে আছ), বহুতর ঋগ্যুক্ত রথে (আরোহণ করতঃ) মেই ছান হইতে আগমন কর । কবির পুত্র কবিবৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ।

১২। হে বহুদ্বিশিষ্ট, বহুধর্মযুক্ত, ধনপ্রদ (অগ্ৰ) বাহক অশ্বিদ্বয় ! আমার এই স্তোত্রপ্রশংসা কর ।

১৩। হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদিগের জন্য অলজ্জাকর সমস্ত ধন দান কর, আমাদিগকে প্রজ্ঞানপাদনক্ষেত্র কর্মবান্ন কর, নিম্নকদিগের বশীভূত করিওন।

১৪। হে নাস্তাদ্বয় ! দুরদেশেই ধাঁক, অথবা নিকটেই ধাঁক, যে ছান হইতেই হউক, সহস্রকপবিশিষ্ট রথে আগমন কর।

১৫। হে নাস্তাদ্বয় ! যে বৎস খবি সুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্কিত করিয়াছেন, তাহার জন্য সহস্রকপবিশিষ্ট, স্ফুরণশীল অন্ন প্রদান কর।

১৬। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা উহার জন্য স্ফুরণায়ুক্ত বলকর (অন্ন) প্রদান কর। হে দানাবিপত্তিদ্বয় ! ইলি আপনাদের সুখের জন্য সুতি করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিমান করেন।

১৭। হে শক্রভক্ষক বহুভোজী মেতা অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের এই সুতিক্রমে আগমন কর, আমাদিগকে সুচীকর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর।

১৮। প্রিয় মেঘবন্ধুক সুবিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদিগকে সমস্ত রক্ষার সহিত আহ্বান করিয়াছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও।

১৯। হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, সুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয় ! যে বৎস সুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্কিত করিয়াছে, তাহার অভিমুখে আগমন কর।

২০। যে উপায়ব্রাহ্মী ক ধকে, যেধাতিথিকে, যাহাদ্বারা বশকে ও দশ-ত্রজকে, যাহাদ্বারা গোশর্য্যকে রক্ষা করিয়াছে, হে মেতাদ্বয় ! তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয় ! যাহাদ্বারা প্রাণব্য ধনের জন্য তসদুনকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহারই দ্বারা আমাদিগকে অস্তলাভার্ত্তে উত্তমক্ষেত্রে রক্ষা কর।

২২। হে বহুত্বাত্মা, শক্রনাশকগণের ঝেঁঠ অশ্বিদ্বয় ! দোষশূন্য স্নোম ও বাক্য সকল তোমাদিগকে প্রবর্জিত করক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুক্ষেত্রে অভীপ্তস্ত হও।

୨୩ । ଅଶ୍ଵିନ୍ଦରେ ତିନ ପଦ(୧) ଗୁହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ (ଖାକିଆ ପରେ) ଆବିର୍ତ୍ତ ହିତେହେ । କବି ଅଶ୍ଵିନ୍ଦର, ସଜେର ହେତୁଚୂତ ଏହି ପଦେର ସାହାଯ୍ୟ ଜୀବଲୋକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଲୁଛେ ।

୯ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ଦେବତା । ଶଶକର୍ମ ଅଧି ।

୧ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ତୋମରୀ ବନ୍ଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥ ରିଙ୍ଚଯଇ ଗମନ କରିଯାଇଁ, ଏଇ ଅଧିକେ ବାଧାରହିତ ବିନ୍ଦୂର୍ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କର, ଉଈର ଶକ୍ରଗଣକେ ଦୂର କରିଯା ଦାଓ ।

୨ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ଯେ ଥିଲ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଓ ଯେ ଥିଲ ଅର୍ଦ୍ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଯାହା ପଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଚ୍ଛାପିବିଷ୍ଟ, ମେଇ ଥିଲ ପ୍ରଦାନ କର ।

୩ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ଯେ ବିଅଗଣ ତୋମାଦେର କର୍ମ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଚୁଟାନ କରେ, (ତୋମରୀ ତାହାଦେର ଜାଳ) । ଅତଏବ କଥପୁଜେର କର୍ମ ଅବଗତ ହେ ।

୪ । ହେ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ତୋମାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ପ(୧) କ୍ଷୋତ୍ରବାରୀ ପରିବିକ୍ରି ହିତେହେ, ହେ ଅର୍ପିଶିଷ୍ଟ, ଧନମୁକ୍ତ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ଯେ ମୋମଦ୍ଵାରା ତୋମରୀ ହାତକେ ଆପିତେ ପାରିଯାଇଲେ, ମେ ମଧୁମାନ୍ ମୋମ ଏହି ।

୫ । ହେ ବଲକର୍ମୀ ଅଶ୍ଵିନ୍ଦ ! ଜଳେ, ବମ୍ବପତିତେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିତେ ଯାହା କରିଯାଇଁ, ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଆମାଦେର ରକ୍ଷା କର । ।

୬ । ହେ ଦେବ ମାସତ୍ୟଦୟ ! ତୋମରୀ ଅଗନ୍ତ ପୋଷଣ କରିଯାଇଁ ଓ ସକଳକେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଯାଇଁ, ବନ୍ସ ଜ୍ଞାତିଦ୍ଵାରା ତୋମାଦିଗକେ ପାଇତେହେ ନା । ତୋମରୀ ହବିଶ୍ୱାନେର ଲିକଟ ଗମନ କର ।

୭ । ଅଧି ଉଙ୍କୁଟ (ବୁକ୍କିଦ୍ଵାରା ଅଶ୍ଵିନ୍ଦରେ କ୍ଷୋତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଜାଲିଯାଇଲି, ଅତିଶୟ ମଧୁର ମୋମ ଓ ସର୍ପ ଅର୍ଥର୍ (ଅଧିତେ) ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିଯାଇଁ ।

(୧) ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ରତ୍ନେ ତିନ ଚକ୍ର । ସାମନ ।

(୨) ସର୍ପ ଶବ୍ଦେ ପ୍ରବର୍ଗ, ଅଧିବା ହବିର ଆଧାରଚୂତ ମହାବୀର । ସାମନ ।

৮। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা শীঘ্ৰগামী রথে আঁৱোহণ কৰ, আঁমাৰ
এই স্তোত্ৰসকল পূৰ্ণোৱ ন্যায় তোমাদেৱ অভিযুক্তে গমন কৱিতেহে ।

৯। হে নাসত্যব্য ! অদ্য উক্তব্যারা যে প্ৰকাৰে তোমাদিগকে
আনয়ন কৱিতেছি, যে প্ৰকাৰে বাণীব্যারা আনয়ন কৱিতেছি, সেই প্ৰকাৰেই
কথপুঁজ্জেৱ স্তোত্ৰ অবগত হও ।

১০। হে অশ্বিদ্বয় ! কফিবানু খধি যে রূপে তোমাদিগকে আহ্বান
কৱিয়াছে, যে রূপে বাশ ও দীৰ্ঘতাৰাঃ যে রূপে বেণুৱেপুৰু পুৰী যজ্ঞগ্ৰহে
আহ্বান কৱিয়াছেন, সেই রূপেই আমি তুব কৱিতেছি, আমাৰ এই স্তোত্ৰ
অবগত হও ।

১১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা গৃহপালক হইয়া আগমন কৰ ।
তোমরা অতিশয় পালক, অগৎপালক ও শৱীরপালক হও ; পুত্ৰপৌত্ৰেৰ
গৃহে আগমন কৰ ।

১২। হে অশ্বিদ্বয় ! যদি তোমরা ইন্দ্ৰেৰ সহিত এক রথে গমন কৰ,
যদি বায়ুৰ সহিত এক ছানবাসী হও, যদি অদিতিৰ পুত্ৰ খতুগণেৰ সহিত
সম্বান গ্ৰীতিযুক্ত হও, যদি বিষুৱৰ পাদক্ষেপে অবস্থান কৰ, তবে আগমন
কৰ ।

১৩। যথম আমি সংগ্ৰামাৰ্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান কৱি, (তথম
স্তোত্ৰব্যারা আগমন কৰিব)। যুক্তে শত্রুগণেৰ হিংসা কৱণে অশ্বিগণেৰ যে
অভিভবকৰ বৰ্কা আছে, তাৰাই শ্ৰেষ্ঠ ।

১৪। হে অশ্বিদ্বয় ! এই হৃদ্য সকল তোমাদেৱ জন্য বিহিত হইয়াছে,
তোমরা অবশ্য আগমন কৰ । এই সোম তুৰ্বশ ও যছুতে বৰ্তমাম । ইহা
তোমাদেৱ জন্য (সংকৃত) ও কথপুঞ্জগণকে প্ৰদত্ত ।

১৫। হে নাসত্যব্য ! দূৰে অখবা লিকটে যে তেষজ আছে, হে
প্ৰচেতাদ্বয় ! তাৰার সহিত বিষদেৱ ন্যায় বৎসকে গৃহ প্ৰদান কৰ ।

১৬। অশ্বি সম্মুক্তি, ছুতিমানু স্তোত্ৰেৰ সহিত আমি প্ৰযুক্ত হইয়াছি ।
হে ছুতিপ্ৰতি উষা ! আমাৰ স্তুতিপ্ৰযুক্ত তমঃ নিবাৰণ কৰ ও মৰ্জনমূহকে
ধৰ দান কৰ ।

১৭। হে উষা ! হে দেবি ! হে সুন্তে ! হে মহী ! অশ্বিন্যকে প্রবৃত্ত কর, প্রবৃক্ষ কর। হে দেবগণের আহ্বাতা ! অমবরত প্রবোধিত কর, উইঁদের আমদের জন্য রূহৎ অস্ত ইয়াচ্ছে ।

১৮। হে উষা ! যথন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিন্যের এই রথ মুহূর্যগণের পালমৌর যজগ্নে আগমন করে ।

১৯। যথন পীতর্ণ সোমলতাকে গাড়ীর উথঃ প্রদেশের ন্যায় দোহম করে, যথন দেবাতিলায়ীগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিন্য ! তখন রক্ষা কর ।

২০। হে এচেতাদ্য ! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মযুষাদিগের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে রক্ষা কর ।

২১। হে অশ্বিন্য ! তোমরা পিতৃত দ্যুলোকের ক্ষেত্রে যদি কর্মের সহিত উপবেশন করিয়া থাক, যদিরা প্রশংসনীয় ইয়া সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট আগমন কর ।

১০ সূক্ত ।

অশ্বিন্য দেবতা। কণ্পুত্র প্রণার্থ ঘৰি ।

১। হে অশ্বিন্য ! যে লোকে প্রশংস্য যজগ্ন আছে, যদি সেই লোকে ধাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, যদি অস্তরীকে রিস্তি গ্রহে বাস কর, ঐ সকল ছাঁর হইতে আগমন কর ।

২। হে অশ্বিন্য ! তোমরা যে রূপে মহুর জন্য যজ্ঞে সিস্ত করিয়া-ছিলে, সেইরূপে কণ্ঠের যজ্ঞ অবগত হও। হৃষিপতি, সমস্ত দেবগণ, ইঙ্গ ও বিহু ও ক্ষতগামী অশ্বিন্যকে আমি আহ্বান করি ।

৩। অশ্বিন্য স্বরূপ এবং প্রহর্ণ প্রাচুর্য, আমি তাহারিগকে আহ্বান করি। ইয়াদের সহিত সর্থ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজ লভ্য ।

୪ । ଯଜ୍ଞ ସକଳ ସାହାଦିଗେର ଉପର ପ୍ରଭୁ ହମ, ସ୍ଵତିଶୂନ୍ୟଦିଗେର ଯଥୋତ୍ସାହାଦେର କ୍ଷୋତ୍ର ଆଛେ, ତୋହାରୀ ହିଂସାରହିତ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଚେତା, ତୋହାରୀ ଯଥାର ସହିତ ସୋମମର ମଧୁ ପାନ କରେନ ।

୫ । ହେ ଅର୍ଦ୍ଧମୁକ୍ତ, ଧରବିଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାର ! ଇନ୍ଦ୍ରାନୀଂ ତୋମରା ପଞ୍ଚିମ ଦିକେଇ ଅବସ୍ଥିତି କର, ଅଥବା ପୂର୍ବଦିକେଇ ଅବସ୍ଥିତି କର, ଯଦି ବା କ୍ରମ୍ମ, ଅମ୍ବ, ତୁର୍ମଣ ବା ଯଚୁର ସମ୍ବିହିତ ହୁଏ, ଆୟି ତୋମାଦେର ଆହାରାନ କରିବେଛି, ଆମାଦେର ରିକଟ ଆଗମନ କର ।

୬ । ହେ ବର୍ତ୍ତତୋଜୀ ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାର ! ସଦି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଗମନ କର, ସଦି ଦ୍ୟାୟା-ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କର, ସଦି ତେଜୋବଲେ ରଥେ ଉପବେଶନ କର, ସକଳ ହୃଦୟ ହିତେଇ ଆଗମନ କର ।

୧୧ ଶ୍ଲକ୍ଷ ।

ଆୟି ଦେବତା । ବନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ।

୧ । ହେ ଅଶ୍ଵିଦ୍ଵାର ! ତୁମି ମର୍ତ୍ତ୍ତବାଗଣେର ମଧ୍ୟେ କର୍ମପାତ୍ର, ଅତ୍ୟବ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଵତିଯୋଗୀ ।

୨ । ହେ ଶକ୍ରପରାଜ୍ୟକାରୀ ! ତୁମି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗୀ, ତୁମି ଅଧିର-ସମୁହେର ଲେତା ।

୩ । ହେ ଜ୍ଞାତବେଦା ! ତୁମି ଆମାଦେର ଶକ୍ରଗଣକେ ପୃଥକ କର । ହେ ଆୟି ! ତୁମି ଦେବଦେଵୀ ଅରାତିଗଣକେ ପୃଥକ କର ।

୪ । ହେ ଜ୍ଞାତବେଦା ! ଅନ୍ତିକର୍ମିତ ହଇଲେଓ ରିପୁର ଯଜ୍ଞ ତୁମି କର୍ମନାଈ କାମନା କର ନା ।

୫ । ଆମରା ବିଅ, ତୁମି ମରଣରହିତ ଓ ଜ୍ଞାତବେଦା । ଆମରା ତୋମାର ବିଜ୍ଞୂତ ନାମ ଅବଗତ ହଇବ ।

୬ । ଆମରା ବିଅ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ତବା । ଆମରା ବିଅ ଓ ଦେବ ଅଶ୍ଵିକେ(୧) ହବ୍ୟାରା ପ୍ରୀତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ରକ୍ଷାର୍ଥ ସ୍ଵତିଦ୍ଵାରା ଆହାରାନ କରି ।

(୧) ମୂଲେ “ବିଅେ ଦେବଙ୍କ ଅଶ୍ଵିଙ୍କ” ଆଛେ । ଅର୍ଥ ଯେବୀ ଦେବ ଅଶ୍ଵି । ବିଅ ଶର୍ମେନ ଏଥର ଯେ ଅର୍ଥ, ଶର୍ମେନ ରଚନାର ସମୟ ମେ ଅର୍ଥ ହିଲ ନା । ତଥମ ବାନ୍ଧନ ବଲିରା ଏକଟି “ଜ୍ଞାତି” ହିଲ ନା, ଅଣି ଆକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାତିର ହିଲେନ ନା ।

১। হে অগ্নি! বৎস খবি উৎকৃষ্ট বাসন্তাম হইতেও তোমার মু
আকর্ষণ করে। তোমার স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতী।

২। তুমি বছদেশে সমানকল্পে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের
পক্ষে তুমি ঈশ্বর। যুক্তে তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

৩। আমরা অনেকুল হইয়া যুক্তে রক্তার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি।
তিনি সংগ্রহে বিচ্ছিন্ন ধনযুক্ত।

৪। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে পুজনীয় ও পুরাতন। তুমি সমাতন
হোষা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে
ব্যাপ্ত কর, আমাদিগকেও সৌভাগ্য অদান কর।

ଖଗ୍ନେଦ ସଂହିତା ।

ମୂଳ ସଂକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦେ

ଶ୍ରୀରମେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ କର୍ତ୍ତୃକ

ବାଜାଲା ତାରୀଯ ଅନୁବାଦିତ ।

ସଠ ଅଟ୍ଟକ ।

କଲିକାତା ।

ବେଳେ ଗର୍ବମେନ୍ଟେର ଯତ୍ରେ ମୁଦ୍ରିତ ।

୧୯୮୬ ।

ଭୟକା ।

ଖୟାତେର ସତ୍ତ ଅଟ୍ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମଲେର ୧୨ଶ ସ୍ତର ହିତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏବଂ ନବମ ମଣ୍ଡଳେର ୪୩ଟି ସ୍ତର ଆଛେ ।

অষ্টম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ বালখিলাসুক্তগুলি আছে। কেহ কেহ সে
গুলি খণ্ডের অন্তর্গত মনে করেন না। সায়ণচার্য সে গুলির বাখ্যা দেন
নাই। পাঠিক ধর্থাস্থামে সেই একাদশটীসুক্তসমূক্তে টীকা পাইবেন।

খণ্ডের প্রথম অংশ অপেক্ষা খণ্ডের শেষ অংশে খড়িকণ্ঠের ক্ষমতা ও লাভের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাই। তৎকালে সকল লোকেরই যজ্ঞ সম্পদেন করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু রাজা বা ধনাটাগণ খড়িক-গণকে ডাকাইয়া আড়ম্বর পূর্বক যজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। কৃমে ঘৰের আড়ম্বর বাঢ়িতে লাগিল, সুতরাং খড়িকণ্ঠের লাভও বাঢ়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় অস্তিম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

ନବମ ମଣ୍ଡଳ ଆଦି ହିତେ ଅନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୋମରୁମେର ସ୍ଥତି ।
ତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥ ତ୍ର୍ଯକ୍ଷାଲେର ଲୋକେର ମୋମପ୍ରିୟତା ଏକାଶିତ ହିତେହେ ।

ଅଧେନ ରଚନାର ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ମିଳୁ ନଦୀ ଓ ମିଳୁର ପଞ୍ଚ ଶାଖା ଓ
ଗୁଡ଼ା, ଯମୁନା ଓ ସରସତୀର ତୀରେ ବାସ କରିତେମ୍ । ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ନଦୀ-
ନକଳେର ତୀରେ ପାଂଚଟୀ ବା ସାତଟୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିନିବେଶ ବା ଜନପଦ ଛିଲ,
ତାହାରେ ଅଧିବାସୀଦିଗଙ୍କେ ସର୍ବଦା “ପଞ୍ଚଜନ” ବା “ମଞ୍ଚମାହୁସ” ବଲିଯା
ଡ଼ିଲେଖ କରା ହେଇରାହେ । ତାହାଦିଗେର କୃତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚପାଳନ ଓ ଅନାର୍ଥ-
ଦିଗେର ମହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏହି କ୍ଷଟ୍ଟକେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖ ଆହେ, ତାହା ସଥା
ଥାଲେ ଟୀକାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଯାହେ ।

S. S. "NUDDEA," }
Port Said, Egypt, 11th May 1886. } ଶ୍ରୀରମେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହତ !



—

ধর্মবিশ্বাস সমন্বে বিরচিত

বিষয়।	মণ্ডল সংখ্যা	স্থজের সংখ্যা	পুস্তক সংখ্যা
স্বার্গ ও অমরত লাভ	৮	৮	২
	৮	১	১
	৮	১	১
স্থজের আড়ম্বর রুক্ষি ও ঋত্তিকগণের ক্ষমতা ও সাংভের রুক্ষি।	৮	২৫	১
	৮	৮৬	১, ২৩ ৫
	৮	৬৮	২, ৩৪ ৪
দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ	৮	১০০	১
সপ্তমকৃৎ	৮	২৮	২
ত্রিষষ্ঠিমকৃৎ	৮	৯৬	৩
বিকুল আর্থে সূর্যা	৮	৭৭	২
শোমের স্তুতি (সমস্ত নবম মণ্ডল)	৯	১	১
	৮	২৮	১
	৮	৩০	১
৩৩ জন দেবতা	৮	৩৫	১
	৮	৩৯	১
	৮	৫৭	১
অস্তুর	৮	১৯	১
বালধিল্য স্তুতি (৮। ৪৯ হইতে ৮। ৫৯ পর্যন্ত)	৮	৪৯	১
	৮	১৯	২
	৮	২৩	১
	৮	২৭	১
	৮	৩০	১৫৩
	৮	৫২	১
✓ শব্দ	৮	৮৬	১
	৮	৯১	১
✓ কৃকুলনামিক শব্দ	৮	৭১	১
অত্তির শব্দ	৮	৩১	১
মন্ত্রিত একত্র বজ্জনপ্রাপ্তি ও সংসারসূখলাভ	৮	৩৩	১
“স্তুতি যন ছঃশাস্যা,” ইন্দ্রের উক্তি	৮	৩৩	২
কথেদের মন্ত্রের পৌরাণিক অর্থ	৮	৯৫	১
	৮	৯৭	২

আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	স্থভের সংখ্যা।	টাকার সংখ্যা।
পঞ্চজন	৮	৩২	৩
সপ্তমানুব	৮	৩৯	১
কুষিকার্য	৮	২২	১
	{ ৮	৫০	১
পালিত পশু গো, অশ্ব, বড়বো, ইন্দী, উষ্ট্ৰ, মেষ, বহনকারী কুকুর ইত্যাদি।	{ ৮	৮৬	২৪৩
	{ ৮	৫৫	১
	{ ৮	৫৬	১
	{ ৮	৬৮	৮
দাস (Slaves) ?	{ ৮	৮৬	৮
	{ ৮	৫৬	১
দাসী বা কৰ্ম্মী	৮	৪৬	৫
বর্ণকার	৮	৮৭	১
মহিষ ও বৰাহ খাদ্যপশু	{ ৮	১২	১
	{ ৮	৯৯	৩
মৎস্যতা স্তৰী, বদ্রাহতা বধু	{ ৮	১৭	১
	{ ৮	২৬	১
	{ ৮	১৪	২
	{ ৮	২৮	২
	{ ৮	৮০	২
	{ ৮	৫০	১
অন্যান্যদিগের উল্লেখ	{ ৮	৫১	১
	{ ৮	৭০	১
	{ ৮	৯৬	৮
	{ ৮	৯১	১
	{ ৯	৮১	১
কুকুরানুক অন্যান্য যোগ্য	৮	৯৬	৫
	{ ৮	২০	২
সপ্তমদৌ, শেতয়াবদী মদৌ, শর্যাবতী মদৌ,	৮	২৪	২
মুসোমা (মিশুনদৌ), অলিঙ্গী (চিৰাব-	৮	২৬	২
নদৌ), পরমঙ্গী (গাবী নদৌ), অর্জিকীয়া	৮	৬৪	৩
(বেহো নদৌ)।	৮	৯৮	১